অশোক

(ঐতিহাসিক নাটক ।)

[২৪শে ফাল্গুন ১৩১৪ । কহিনুর থিয়েটারে অভিনীত ।]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত ।

প্রথম সংস্করণ

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ।

কলেজ স্কোয়ার, জে, এন, বসু দ্বারা মুদ্রিত ।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বিন্দুসার	...	...	...	মগধের রাজা।
অশোক	...	...	...	ঐ পুত্র।
বীতশোক	...	...	...	ঐ ঐ
মহেন্দ্র	...	...	...	অশোকের পুত্র
কুনাল	...	...	...	ঐ ঐ
কৃপানন্দ	.	...	...	বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।
শার্ঙ্গধর	..	...	...	ঐ শিষ্য।
রাধাগুপ্ত	...	...	...	মন্ত্রী।
বিনায়ক	..	...	..	রাজ পারিষদ।
ধুন্ধুমার	...	...	...	বীতশোকের বন্ধু।
কণিষ্ক	...	...	...	তক্ষশীলার রাজা।
মধা	...	...	...	ঐ সরদার।

স্ত্রী।

ধারিণী	...	...	বিন্দুসারের মহিষী, অশোকের মাতা।
চিত্রা	...	...	ঐ ঐ বীতশোকের মাতা।
অনীতা	...	...	অশোকের স্ত্রী।

প্রহরীগণ, ঘাতকগণ, সৈন্যগণ, সখিগণ, তক্ষশীলার রাণী,
পুরবাসীগণ, পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি।

অশোক।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান।

চিত্রা ও সখীগণ

গীত।

শিশির অন্ত, জাগিল বসন্ত, পীরিতি আকুল জাগে।
জাগিল ধরণী, নব-ফুল মালিনী কান্ত পরশ অনুরাগে ॥
চারিপাশে শুধু জাগরণ
মৃদুহাসে প্রেমের মিলন,—
কোথা নয়নে নয়ন, কোথা মধু আহরণ,
কোথা ঘন ভুজ পাশ বন্ধন লাগে ॥
উঠিল গগনে গীতি, অনঙ্গে চলিল রতি,
সংবাদ বাহি' পিয় পিয়া মুখ চাহি,
ছুটিল মলয়া দূতী আগে।
আবরিল বসুমতী কুসুম-পরাগে ॥

(বিন্দুসারের প্রবেশ)

বিন্দু। কি প্রাণেশ্বরী! বসন্তোৎসবের আয়োজন করছ নাকি?

চিত্রা। সখী তোরা এখন যা।

বিন্দু। কেন ওরা থাক্ না।

চিত্রা। না থাকবে না, যা সখী চলেযা।

[সখীগণের প্রস্থান।

বিন্দু। কেন, কি অপরাধ করলুম প্রাণেশ্বরী? তোমার প্রাণের গান কি এ অধমকে শুনতে নেই?

চিত্রা। প্রাণের গান না আমার মরণের গান। বসন্তোৎসবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

বিন্দু। সে কি কথা প্রাণেশ্বরী! পাটলিপুত্রনগরে তোমাকে নিয়েইত আমার বসন্ত।

চিত্রা। স্তোকবাক্যে ভোলাবেন না মহারাজ! আমাকে নিয়েই যদি বসন্ত, তাহ'লে এবারে বসন্ত পূর্ণিমায় সিংহাসনে আমাকে নিয়ে বসতে পারেন?

বিন্দু। য়া৷ তা তা—দেখ চিরকালের প্রথা—সে দিন বড় রাণীই আমার সঙ্গে বসে।

চিত্রা। কেন, একবার আমি বসলেই কি সিংহাসন অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

বিন্দু। অশুদ্ধ হয়ে যাবে! তুমি বসলে সিংহাসনের শ্রী ফিরে যেতো, কিন্তু হলে কি হবে, প্রজা বেটারা হয়েছে বেয়াড়া। বড়রাণীকে না দেখে যদি তোমাকে দেখে, তাহ'লে হৈচৈ বাধিয়ে দেবে; নইলে তোমাকে না বসিয়ে কি বড়রাণীকে বসাই।

চিত্রা। প্রজার নিন্দে করছেন কেন? তারা কি করবে না করবে আপনি জানলেন কি করে? আপনারই ইচ্ছা নয়, তাই বলুন।

বিন্দু। ও কথা ব'ল না প্রাণেশ্বরী! ও কথা মুখেও এনো না। তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার ধ্যান জ্ঞান। দ্যাখো তোমার জন্যে আমি এক বৎসর বড়রাণীর ঘরে পা দিই নি।

চিত্রা। কিন্তু একবার সিংহাসনে তাকে বসিয়েই তার এক বৎসরের খেদ মিটিয়ে দেন।

বিন্দু। বড় অনিচ্ছায়—প্রিয়তমে—বড় অনিচ্ছায়। কোন রকমে

চোক কাণ বুজে বসে থাকা—যতক্ষণ বড়রাণীর সঙ্গে থাকি, মনে হয়, যেন চিরেতার আচার খাচ্ছি—কোন রকমে—অতি কষ্টে চোক কাণ বুজে--বড়রাণীর সঙ্গসুখটা গলাধঃকরণ ক'রে, তারপর তোমার কাছে এসে তবে হাফ ছাড়ি।

চিত্রা। এই যে বললুম স্তোক বাক্যে আমাকে ভোলাবেন না! আপনি যখন পিতার কাছ থেকে আমাকে আনেন, তখন কি প্রতিজ্ঞা ক'রে আমাকে গ্রহণ করেছিলেন আপনার মনে আছে?

বিন্দু। মনে আছে বইকি প্রিয়তমে!

চিত্রা। বলেছিলেন, আমাকে পাটরাণী, আর আমার পুত্র হ'লে তাকে যুবরাজ করবেন?

বিন্দু। করবো ত মনে করেছি, আর করতে পারলেই ত আমি নিশ্চিন্ত হই! কিন্তু কি করবো -বড়রাণীর পক্ষ বড়ই প্রবল। আমার পিতা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য তাকে আনিয়ে আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিল। এখন হয়েছে কি জান প্রাণেশ্বরী, সেই চাণক্যই আমার বাপকে মগধের সিংহাসনে বসায়। বাপ ছিল নন্দরাজার দাসী-স্ত্রীর ছেলে। আমার পিতামহী ছিল নাপিতিনী--বুঝেছ? তাতেই গোড়া একটু আল্‌গা ও কম জোর। মন্ত্রী রাধাগুপ্ত আবার চাণক্যের শিষ্য। চাণক্যের জন্যেই প্রজারা আমাদের রাজা স্বীকার করে।

চিত্রা। নাপ্‌তিনীর ছেলে যদি রাজা হয়, তাহ'লে আমি শক্তিমান শকরাজার মেয়ে—আমার ছেলে রাজা হ'তে পারে না!

বিন্দু। খুব পারে—আর তোমার ছেলেইতো রাজা হবে। তবে এই যে বললুম, গোড়া আল্‌গা-- বেশি নাড়ানাড়ি করলে টিপ করে পড়ে যাবে। রয়ে সয়ে—বুঝেছ প্রাণপ্রতিমে! রয়ে সয়ে। ফাঁক পাচ্ছি না, যেমন ফাঁকটী পাব, আর গ্যাট ক'রে তোমার ছেলেকে অমনি সিংহাসনে বসিয়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছ না—অল্পে অল্পে অশোককে সরিয়ে

দেবার চেষ্টা করছি। আগে পরামর্শ জানতে হ'লে কথায় কথায় অশোককে ডাকতুম। এখন একেবারে না ডাকলে পাছে সন্দেহ করে, তাই মাঝে মাঝে—কচিৎ—পরামর্শ করতে ডাকিয়ে আনাই। তার ছেলেকেই লেখা পড়া শেখবার ছল ক'রে কাশী পাঠিয়েছি। মহেন্দ্রকে তুমি এতটুকু দেখেছ—কুনালকে তুমি মোটেই দেখনি। অশোকের এখনও কোন খুঁত পাচ্ছিনি যাতে তাকেও কাছ থেকে সরাই। তোমার ছেলেকে রাজকার্য্য শেখাতে রাধাগুপ্তের ওপর আদেশ দিয়েছি—ফাঁক খুঁজছি প্রাণেশ্বরী, ফাঁক খুঁজছি—

চিত্রা। তা'হ'লে আমি এবারে বসন্তোৎসবে আপনার সঙ্গে বসতে পারবো না?

বিন্দু। হাঃ হাঃ—

চিত্রা। হাসি নয়, বসতে পারবো কি না বলুন!

বিন্দু। তুমি আমার প্রাণে বস, বক্ষে বস, স্কন্ধে বস।

চিত্রা। ঘাড়ে বসেত আমার ভারী লাভ—আপনি ঘাড় নাড়া দিন, আর আমি অমনি ঢিপ ক'রে পড়ে মরি।

বিন্দু। তা নয় প্রিয়তমে তা নয়—তুমি রাধা আমি শ্যাম। শ্রীরাধা রাসপূর্ণিমায় শ্রীশ্যামসুন্দরের ঘাড়ে চেপেছিলেন। শ্রীচিত্রাও তেমনি চৈত্রপূর্ণিমায় শ্রীবিন্দুসুন্দরের স্কন্ধে আরোহণ করবেন।

চিত্রা। আর শ্রীশ্যামসুন্দরও যেমন শ্রীরাধাকে বনের ভেতর ফেলে পালিয়েছিলেন, শ্রীবিন্দুসুন্দরও তেমনি অভাগিনী চিত্রাকে শত্রুর বনে ফেলে পালিয়ে যাবেন। না মহারাজ! তা হবে না। এবারে আমি আপনার সঙ্গে সিংহাসনে বসবোই বসবো। আর না যদি বসতে পাই, তাহলে বাপের বাড়ী চলে যাবো—

(বিনায়কের প্রবেশ)

এই ঠাকুর আসছে! দেখতো ঠাকুর! পূর্ণিমের কত দেরি আছে।

বিনা। ও আর দেরি কি রাণী! এই অমাবস্যাটা গেলেই পূর্ণিমে।

চিত্রা। বস্, তবে আর কি—মহারাজ! তবে আপনি যা করবেন, এই অমাবস্যাটা পর্য্যন্ত বিবেচনা করুন।

বিনা। কিসের বিবেচনা রাণী—গরীব বামুনটো শুনতে পায় না?

বিন্দু। তুমি আবার কি শুনবে?

বিনা। কি আমি শুনবো না! তাহ'লে বল রাণী অমাবস্যাকে পেছিয়ে দিই—আর পূর্ণিমেকে আসতে বারণ করি। বুঝেছ—পাজী আমার হাতে।

চিত্রা। আমি এবার বসন্তোৎসব করবো।

বিনা। বটে বটে! তা এ কথা আমায় আগে বলতে হয়!

চিত্রা। আগে বললে কি হ'ত?

বিনা। তাহ'লে কাণ ম'লে অমাবস্যাকে দূর করে দিয়ে, কালই পূর্ণিমেকে এনে হাজির করতুম। পূর্ব্ব দিকে একটা ব্রাহ্মস্পর্শের খোঁচা মারতুম—আর অমাবস্যা অমনি বাপ্ বাপ্ বলে আকাশ ছেড়ে পালিয়ে যেতো—আর অমনি দেখতে উদয়াচলের পেট ফুঁড়ে, ফর ফর করে পূর্ণচন্দ্র বেরিয়ে পড়তো।

চিত্রা। এখন আর হয় না?

বিনা। এখন আর হয় না—এখন মাঝ খানে একটা প্রকাণ্ড সপ্তশলাকা যোগ জুটে গেছে—এখন ঠেলতে গেলেই—প্যাঁট ক'রে হাতে কাঁটা ফুটে যাবে। তবে অমাবস্যাটা যেমন যাবে, অমনি বাছা পূর্ণিমা ধনকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে হাজির করবো।

বিন্দু। আরে থামো পাগল—থামো।

বিনা। দেখ রাণী! আসল কথা কইলুম, আর মহারাজের কাছে পাগল হয়ে গেলুম।

চিত্রা। ওঁর সঙ্গে যার কথায় মিল না হবে সেই পাগল।

বিনা। ছোটরাণী বসন্তোৎসব করবে চাঁদের ভাগ্যি কত! চাঁদ ওঠবার জন্মে হাঁক পাঁক করছে।

বিন্দু। আচ্ছা যা করবার আমি বিবেচনা ক'রে বলছি।

বিনা। বিবেচনা করতে গেলে কিন্তু আমাকেও বিবেচনা করতে হবে। সে ভদ্রলোক চাঁদ—বেস্পতিঠাকুরের শিষ্য—আমি যে তাকে আবাহন করে এনে বুড়োরাণীকে দেখাবো, তা হচ্চে না।

বিন্দু। রক্ষে কর ভাই রক্ষে কর।

বিনা। হিসেব ক'রে দেখুন রাজা! আপনি আমাকে সখা বলেন —আমি সব দিক রক্ষে করছি।

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীত। মা, মা!

চিত্রা। কি?

বীত। দেখ দেখি মন্ত্রীর কি আক্কেল! বাবা আমাকে রাজকার্য্য শিখতে বললেন—মন্ত্রী কতকগুলো কাগজ পত্র আমার সুমুখে হাজির ক'রে বলে কি না "এই গুলো শেখ।"

বিনা। বটে বটে! মন্ত্রীর ত বড় আস্পর্দ্ধা! রাজ্য না দেখিয়ে রাজপুত্তুরকে কাগজ দেখালে! মহারাজ! ও মন্ত্রীকে এখনি বিদায় করুন। তুমি কেন অমনি কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেললে না।

বীত। তা করিনি মনে করেছ বুঝি ঠাকুর! আমি কি এমনি বোকা! যেমন কাগজ হাতে পাওয়া, আমিও অমনি ফাঁই ফাঁই টুকরো টুকরো করে চার ধারে ছড়িয়ে বললুম—এ সব আমি দেখতে আসিনি—আমাকে রাজ্য দেখলাও।

বিন্দু। কি করলে বাপ্! হিসেব পত্র সব নষ্ট করে দিলে?

বিনা। বেশ করেছে—শিষ্ট ছেলে তাই কাগজ ছিঁড়েছে, আমি

হলে তার দাড়ী ছিঁড়তুম। আমরা দুজনেই চাণক্য পণ্ডিতের শিষ্য—তা আমি হলুম বিদূষক, আর রাধাগুপ্ত হ'ল কি না মন্ত্রী! রাজ্যের মধ্যে বড় বড় তয়ফাওয়ালী থাকতে, ভাল ভাল বাগিছা—উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিলাস ভবন থাকতে দেখালে কি না কতকগুলো শুকনো খড় খড়ে কাগজ!—

বিন্দু। সর্ব্বনাশ করলে—আমার মাথাটা খেলে! কি দরকারি সরকারি কাগজ ছিঁড়লে তার ঠিক কি!

বীত। সে আমি যেমন হাতে পাওয়া—অমনি ক্রোধে সর্ব্বশরীর পরিকম্পিত হয়ে গেল।

বিনা। আমারই শুনে বিজৃম্ভিত হয়ে উঠছে। দেখে মন্ত্রী কি বললে?

বীত। তার আর কি বলবার যো রাখলুম—মন্ত্রী একেবারে একটা বিরোধ হাঁ করে, আমার দিকে ড্যাব ড্যাব ক'রে চেয়ে রইল!

বিনা। এইত কাজ! চাণক্যপণ্ডিতের কাছ থেকে ঝুড়িখানেক যে বিদ্যে পুরে রেখেছিল—এতদিন পরে তা ফড়ফড় করে বেরিয়ে গেল। বস্, আর তাকে মন্ত্রিত্ব করে খেতে হবে না।

বিন্দু। তা বাবা! কাগজগুলো ছিঁড়তে গেলে কেন?

চিত্রা। তা ছিঁড়লেইবা—ছেলে মানুষ যদি রাগের মাথায় একটা কাজ করেই থাকে।

বিন্দু। আচ্ছা আচ্ছা—বেশ করেছ বেশ করেছ।

চিত্রা। তুচ্ছ দু'খানা কাগজ—

বিনা। ছেলের হাত নিস্‌পিস্ করেছে—একটু ছিঁড়লেইবা।

বিন্দু। যেতে দাও যেতে দাও।

চিত্রা। একটা আধটা আসবাব ভাঙলেতো মাথা মোড় খুঁড়তেন দেখছি।

বিন্দু। আহা! যেতে দাও যেতে দাও।

চিত্রা। বীতশোক! চলে আয়—আমি সমস্ত মতলব বুঝতে পেরেছি। তোর মামার বাড়ী বসন্তোৎসব হবে, চল্ আমরা সেইখানে চলে যাই।

বিনা। কিছুতেই থেকোনা রাণী—কিছুতেই থেকোনা। আমি যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বিন্দু। আহা! ক্রোধ ক'রনা ক্রোধ ক'রনা।

বিনা। কিছুতেই না—ক্রোধ কর রাণী—ক্রোধ কর—দয়া করে একটু ক্রোধ কর।

বীত। মা না করে—আমি করছি—নিদারুণ ক্রোধে আবার আমি পরিকম্পিত হচ্ছি।

বিনা। এই এতক্ষণ পরে মৌর্য্যবংশের গৌরব রক্ষা হ'ল। বস্—বাদ বাকী যে ক'খানা কাগজ আছে এইবারে ছিঁড়ে ফাঁতরা ফাঁতরি ক'রে এস।

বিন্দু। রক্ষা কর বিনায়ক, রক্ষা কর।

বীত। র'স বন্ধুকে ডেকে আনি—একা ক্রোধ ক'রে সুবিধে হচ্ছেনা। (ধুন্ধুর প্রবেশ) এই বন্ধুর কথা কইতে কইতে বন্ধু এসে উপস্থিত হয়েছে—বন্ধু বন্ধু!

ধুন্ধু। মহারাজ! মহারাজ!

বিন্দু। কি ব্রাহ্মণ—কি!

ধুন্ধু। আপনি কি শোনেন নি?

বিন্দু। কি শুনবো?

ধুন্ধু। বড় রাজকুমারের কথা?

বিন্দু। কি শুনবো?

ধুন্ধু। আপনি শোনেননি?

বিন্দু। আরে মূর্খ! কি শুনবো একেবারেই বল না।

ধুন্ধু। রাজকুমারের ব্যাধির কথা?

বিন্দু। কই না।

ধুন্ধু। রাজকুমারের গায়ে কুষ্ঠজাতের কি ব্যাধি হয়েছে।

বিন্দু। বল কি! কই আমিত শুনিনি!

চিত্রা। বলকি! তুমি চক্ষে দেখেছ?

ধুন্ধু। কাউকেও তিনি একথা প্রকাশ করেননি।—গোপনে চিকিৎসক দেখাচ্ছিলেন। চিকিৎসক বলে রোগ দুরারোগ্য।

বিন্দু। বটে! বটে! চল চল খবরটা নিই।

বিনা। এ সুসংবাদ আগে এসে দিতে হয়।

ধুন্ধু। না শুনলে কোথা থেকে দেবো।

বিনা। আরে গর্দ্দভ! না শুনলেও আগে এসে রটনা করতে হয়।

বীত। বেশ, আমি সংবাদ নিয়ে আসছি—

বিনা। হাঁ হাঁ—দুরারোগ্য—দুরারোগ্য—আপনি কাগজের বংশ নির্ম্মূল করুন—রোগের কাছে যাবেন না।

বীত। হাঁ মা—যাবোনা?

চিত্রা। না বাবা! কি জানি কি রোগ!

বিন্দু। না আর কাউকেও যেতে হবে না!—রাণী! এইবারে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধির উপায় হল।—চল—

বিনা। আমারও এতক্ষণ পরে ক্রোধের উপশম হ'ল

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দালান।

প্রহরীদ্বয়।

১ম প্র। হাঁ ভাই! বসন্তোৎসবে সকলেই যোগদান করতে চলেছে, কিন্তু যাকে নিয়ে উৎসব, সেই বড় রাণীর ঘরে কোন উৎসবের চিহ্ন দেখতে পেলুম না কেন?

২য় প্র। কেন তাতো বুঝতে পারছি না।

১ম প্র। আমিও ত কিছু বুঝতে পারছিনা। রাণীর ঘরে কোন অমঙ্গল হ'ল নাকি!

২য় প্র। অমঙ্গল হ'লে কি আমরা জানতে পারতুম না।

১ম প্র। আর অমঙ্গল হ'লেত উৎসব বন্ধই হয়ে যেত।

২য়। এতে ছোট রাণীর কোন চাল নেইত!

১ম প্র। তাই হয়ত কিছু হয়েছে। আজ বছরখানেক ধ'রে রাজাত বড় রাণীর মহলের দিক মাড়ান না। ছোট রাণীর কাছেই পড়ে আছেন।

২য় প্র। তাই যদি হয়, তাহ'লেত ব্যাপার বিপরীত হয়ে পড়লো! বৃদ্ধ বয়সে একটা শক বংশের মেয়েকে বিয়ে ক'রে, রাজা রাজ্যটাকে শুধু তার পায়ে ধ'রে দেবে নাকি!

১ম প্র। রাজ্য দিক্ আর না দিক্, যদি পাটরাণীর অধিকারই ছোটরাণীকে দিয়ে দেন, তাহ'লে যে রাজ্য দেওয়ার চেয়ে কিছু কম হবে তাতো নয়। এইতেই প্রজার মনে বিষম আঘাত লাগবে যে, তার কি!

২য় প্র। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো?

১ম প্র। কি বল দেখি!

২য় প্র। রাজকুমার অশোককে আর রাজসভায় দেখতে পাও?

১ম প্র। কই না। আজ একমাসতো আদৌ তার চেহারা পর্য্যন্ত দেখিনি। আমি তার কথা বিনায়ক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। ঠাকুর বলে অশোকের দেহে কি একটা ব্যাধি হয়েছে, তাই তিনি রাজ সভায় আসতে পারেন না।

২য় প্র। আসতে পারেন না, না রাজা তাকে আসতে দেন না।

১ম প্র। আসতে দেন না!

২য় প্র। না। দেখছনা, রাজকুমার বীতশোক এখন যুবরাজের মতন রাজসভায় যাতায়াত করছে। অহঙ্কারে ফুলে বেড়াচ্ছে।

১ম প্র। তাহ'লে হ'ল কি!

২য় প্র। কি হ'ল, ভাল রকম না জেনে বলা উচিত নয়। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে রাজার যা ভাব গতিক দেখছি, তাতে রাজ্যের ভবিষ্যৎত ভাল ব'লে বোধ হয় না।

১ম প্র। তা আর বলতে—শকেরা যে রকম দিন দিন প্রবল হয়ে উ'ঠছে, তাতে রাজাকে দুর্ব্বল পেলে, দু'দিনে মগধরাজ্য গালে তুলে দেবে। বিশেষতঃ বীতশোক যদি রাজা হয়, তাহ'লেইত সমস্ত শক বেটারা এসে রাজসংসারটাকেই গিলে ফেলবে। রাজ্যের বড় বড় কাজ সব শক বেটারা দখল করবে। আমরা দেখতে দেখতে আমাদের নিজের ঘরে পর হব।

(ধুন্ধুর প্রবেশ।)

ধুন্ধু। কে ওখানে?

১ম প্র। কি প্রভু!

ধুন্ধু। যা সহর কোটালকে খবর দে, সমস্ত নগরে ঘোষণা করুক, এবারে মহারাজা ছোট রাণীকে নিয়ে বসন্তোৎসব করবেন।

২য় প্র। সে কি ঠাকুর, এ রকম কাজতো এ রাজ্যে কখন হয়নি!

ধুন্ধু। হয়নি, হবে।

১ম প্র। কি জন্যে হবে?

ধুন্ধু। কি জন্যে তা তোকে কৈফিয়ৎ কি দেব? আমার ইচ্ছা—যা, শিগ্‌গির যা—সহরকোটালকে খবর দে। বলগে যা—বড় রাণীর ব্যাধি হয়েছে, তিনি এবারে উৎসবে উপস্থিত হ'তে পারবেন না। তাই রাজা ছোট রাণীকে সঙ্গে নিয়ে বসন্তোৎসব করবেন। কেউ যেন উৎসবে যোগ দিতে আলস্য না করে। যে করবে, তাকে দণ্ড নিতে হবে।

১ম প্র। বেশ যাচ্ছি, একটা হুকুমনামা দিন।

ধুন্ধু। কি বেটা আমার কথায় বিশ্বাস হ'লনা!

(বীতশোকের প্রবেশ।)

২য় প্র। আমাদের বিশ্বাস হবেনা কেন, কিন্তু কোটাল বিশ্বাস করবেন কেন? তিনি আমাদের পাগল বলে যদি মারতে আসেন?

ধুন্ধু। মারতে আসে, তখনি আমাকে এসে খবর দিবি।

১ম প্র। মার খেয়ে খবর দিয়ে লাভ কি?

২য় প্র। আপনি একটা হুকুমনামা দিয়ে দিন, আমরা এখনি কোতোয়ালীতে খবর দিচ্ছি।

ধুন্ধু। কি বেটা, আমার সঙ্গে তকরার।

বীত। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

ধুন্ধু। বেটারা জানিস্ আমি কে?

১ম প্র। আপনি ব্রাহ্মণ—

ধুন্ধু। শুধু ব্রাহ্মণ—আমি গোব্রাহ্মণ—চাণক্য পণ্ডিতের সম্বন্ধী। এ রাজ্যে এক রাজা ছাড়া আমার সমান কে আছে? কার এক ঘাড়ে তিন মাথা যে, আমার হুকুম অমান্য করে।

বীত। বটেইত, বটেইত—কি করেছিস—তোরা ঠাকুরকে চটিয়েছিস্ কেন? জানিস্ ধুন্ধুঠাকুর আমার বন্ধু—প্রাণের বন্ধু—আর আমার বন্ধু কত বড় লোক তা জানিস্?

১ম প্র। আজ্ঞে প্রভু! উনি একটা হুকুম করছেন—কোটাল মশায়কে বলতে বলছেন যে, সহরময় যেন ঘোষণা করা হয়, ছোট রাণী মা এবারে বসন্তোৎসবে সিংহাসনে বসবেন।

বীত। তা বসবেনইত, কে রোধ করে?

২য় প্র। আমরা কি রোধ করতে বলছি—

১ম প্র। আমরা ক্ষুদ্র চাকর, আমরা কি একথা মনেও আনতে ভরসা করি। তবে কোতোয়ালের কাছে এত বড় একটা কথা বলবো, তিনি বিশ্বাস করবেন কেন? তাই আমরা ঠাকুরের কাছে একটা হুকুমনামা চাচ্ছি।

বীত। আচ্ছা আয় আমার সঙ্গে, আমি হুকুমনামা দিয়ে দিচ্ছি।

১ম প্র। আজ্ঞে, তাই দিলে তো সব চুকে যায়।

২য় প্র। এইত গোলমাল এক কথায় মিটে গেল ঠাকুর!

বীত। বন্ধু! এরা মূর্খ! এদের কথায় রাগ ক'রনা।

ধুন্ধু। যা, যা—বেটারা দেরি করিস্‌নি—যা।

বীত। আমি এখনি আসছি বন্ধু, তুমি যেন কোথাও যেয়োনা। নে চল্—ক'টা হুকুমনামা চাস্—আমি দেবো আমার মা দেবে, আমার বাবা দেবে—

[বীতশোক ও প্রহরিদ্বয়ের প্রস্থান।

ধুন্ধু। চৌদ্দ পুরুষ দেবে—বেটারা আমাকে এখনও চেননা! র'স চেনাচ্ছি—আর দু'দিন পরেই জানতে পারবি আমি কে। এখন আমি খুব চুপ—কাউকেও কিছু জানাতে চাই না। সময় আসুক—আগে মন্ত্রী হই—তখন যে যেখানে শত্রু আছে একবার দেখে নেবো।

রাধাগুপ্তের ঘাড়টাতো মট্ করে ভেঙ্গে দেবো। (উচ্চৈঃ) দেখ্ স্পষ্ট করে বলবি, বড় রাণীর ব্যাধি হয়েছে। শুন্‌লি? আচ্ছা যা।

(অশোকের প্রবেশ।)

অশোক। ওই ব্রাহ্মণ, আমার জননীত ব্যাধিগ্রস্ত হ'ননি। ব্যাধিগ্রস্ত আমি।

ধুন্ধু। ব্যাধিগ্রস্ত ত কাছে আসছ কেন? এখানে তোমাকে কে আসতে বললে!

অশোক। কে আর বলবে ভাই, নিজেই এসেছি। দেখি জগদ্বিখ্যাত চাণক্য পণ্ডিতের সম্বন্ধী মিথ্যা কথা কয়ে, তার ভগিনীপতির মর্য্যাদা নষ্ট করে, তাই তাকে সাবধান করতে এসেছি। কই মাতো আমার ব্যাধিগ্রস্ত ন'ন। তাঁর নিষ্পাপদেহে ব্যাধি প্রবেশ করবার সাধ্য নেই। ব্রাহ্মণ হয়ে পাটরাণীর নামে মিথ্যাকথা প্রচার করছ কেন?

ধুন্ধু। মিথ্যা! মায়ের রোগ না হ'লে কি ছেলের কখন রোগ হয়। আমি চাণক্য পণ্ডিতের সম্বন্ধী আমাকে তুমি ন্যাকা বোঝাতে এসেছ—যাও—যাও কাছে এসো না—রাজা তোমাকে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছে তা জান?

অশোক। কই, আমিত তা শুনিনি।

(বিন্দুসারের প্রবেশ।)

বিন্দু। শোননি—এখনি শুনবে। অশোক! যতদিন তুমি ব্যাধিমুক্ত না হও, ততদিন আমার প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ ক'রনা।

ধুন্ধু। হুঁ—থোঁতা মুখ ভোঁতা—কেমন?

অশোক। যথা আজ্ঞা। মহারাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কাজ করবো কেন? মহারাজের দ্বিতীয় আদেশ না পেলে আমি রাজ-

প্রাসাদে আর আসবো না। তবে মহারাজ আমার এক নিবেদন আছে। এই ব্রাহ্মণ আমার মায়ের নামে মিথ্যা কথা রটনা করছে।

ধুন্ধু। দেখ রাজকুমার—মিথ্যে কথা কয়োনা। আমি মিথ্যে কথা রটনা করছি—এ কথা তুমি হলফ্ করে বলতে পার?

বিন্দু। কি বলছে?

অশোক। বলছে মা আমার ব্যাধিগ্রস্ত।

বিন্দু। তাতে ব্রাহ্মণের অপরাধ কি? দেশশুদ্ধ লোকেই যখন এই কথা নিয়ে জল্পনা করছে, তখন আমি কার মুখ চেপে রাখবো!

অশোক। মহারাজত সত্যাসত্য সব জানেন, মহারাজই এর প্রতিবাদ করুন না কেন?

বিন্দু। আমি কি এই তুচ্ছ কথা নিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের সঙ্গে বিবাদ ক'রে বেড়াবো?

ধুন্ধু। হাঁ! না মহারাজ, তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা খারাপ করবেন না। কার মুখ চাপা দেবেন?

অশোক। কথাটা তুচ্ছ?

বিন্দু। তুচ্ছ বইকি—আর কথাটা মিথ্যাইবা কিসে—তোমার মতন ভাগ্যহীন কুরূপ সন্তানকে গর্ভে ধারণ ক'রে যে রাজমহিষী রাজ্যের দুর্ণাম উপস্থিত করে তার ব্যাধি নয়ত কি!

অশোক। বেশ—কোথায় যাবো?

বিন্দু। সে ব্যবস্থা করছি।

অশোক। যথা আজ্ঞা, প্রণাম হই। অনুমতি করুন, একবার জননীকে দর্শন করে আসি।

বিন্দু। শীঘ্র দেখা ক'রে চলে যাবে। রাজপ্রাসাদে বেশি ক্ষণ অপেক্ষা ক'র না। তারপর তোমার যেখানে থাকবার ব্যবস্থা হবে, মন্ত্রীর কাছে জানতে পারবে। [অশোকের প্রস্থান।

কি বলেছিলে ব্রাহ্মণ ?

ধুন্ধু। আপনি যা বললেন, আমিও তাই বলেছি। কিন্তু প্রভুর শুনে রাগ কত ?

বিন্দু। আর রাগ থাকবে না ; হতভাগার রাগের গোড়া মেরে দিচ্ছি দেখ না।

ধুন্ধু। তাই দিন তো মহারাজ—আমি চাণক্য পণ্ডিতের সম্বন্ধী, আমাকে বলে কিনা মিথ্যাবাদী ! মহারাজ ! আমার পরামর্শ শুনুন, ছোট রাজকুমারকে যদি রাজ্য দিতে চান, তাহ'লে ও আপদের জড় পর্য্যন্ত রাখবেন না। ও ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন করুন।

বিন্দু। ঠিক বলেছ, তুমি চাণক্যের সম্বন্ধীই বটে।

ধুন্ধু। শুধু সম্বন্ধী—পুষ্যি। বোনায়ের ঘরে আজন্ম বসে খেয়েছি। আর ফাঁকে ফাঁকে সব বিদ্যে মেরে দিয়েছি।

বিন্দু। বটে বটে !

ধুন্ধু। না জেনে না শুনে টপ্ করে রাধাগুপ্তকে মন্ত্রী করে ফেললেন, আপনাকে যে বিদ্যে দেখাবার বাগ পেলুম না।

বিন্দু। আমি এখন দেখছি তোমাকে মন্ত্রী না করে রাধাগুপ্তকে মন্ত্রী করে ভুল করেছি।

ধুন্ধু। রাধাগুপ্ত মন্ত্রীগিরির কি জানে ? বোনাই যখন শিষ্যদের উপদেশ দিতো, তখন রাধাগুপ্ত আটচালার একপাশে বসে কেবল গাঁজা টিপতো। ও আবার লেখাপড়া শিখলে কবে যে মন্ত্রীগিরি করবে।

বিন্দু। কি করবো ব্রাহ্মণ ! তোমার গুরুর যখন মৃত্যু হয় তখন তুমি বালক। তোমায়ত তখন মন্ত্রী করতে পারি না।

ধুন্ধু। তা যা করেছেন, করেছেন—এখন এই গরীব ব্রাহ্মণের প্রতি নজর রাখবেন।

বিন্দু। নজর রাখারাখি কি—আমার অবর্ত্তমানে বীতশোক যদি রাজা হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ মন্ত্রিত্বত তোমার।

ধুন্ধু। যদি বলছেন কি, আপনার অবর্ত্তমানে আমি বীতশোককে সিংহাসনে বসিয়ে তবে জল গ্রহণ করবো। জানেন তো মহারাজ আমার বোনাইয়ের পায়ে একবার কুশ ফুটেছিল বলে, বোনাই মাটীখুঁড়ে কুশের মূলে দই ঢেলে কুশ বংশ নির্ম্মূল করেছিলো। আমি সেই চাণক্যের সম্বন্ধী—আমি যাকে সিংহাসনে বসাবো মনে করেছি, সে ভিন্ন আর কেউ মগধের সিংহাসনে বসতে পারবে মনে করেছেন নাকি! আমি বীতশোককে সিংহাসনে বসিয়ে অশোককে বলবো "চলে যাও"। অশোকও চলে যাবে, আর বীতশোক অমনি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজ্যশাসন করবে।

বিন্দু। বেশ, শুনে বড়ই তুষ্ট হলুম। নাও, আপাততঃ এসো—হতভাগ্যের বাসস্থানের ব্যবস্থা করি।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

ধারিণী ও অনীতা।

অনীতা। হাঁ মা! প্রতিবৎসর বসন্তোৎসবে আপনার গৃহেই সর্ব্বাগ্রে উৎসব হয়, এবারে তা হচ্ছেনা কেন?

ধারিণী। এ পুরাতন জীর্ণ গৃহ বসন্তদেবের আর ভাল লাগছে না। তিনি তাই অন্যকোন ভাগ্যবতীর গৃহ আশ্রয় করেছেন।

অনীতা। দেখলুম ছোটমার মহল উৎসবকোলাহলে পরিপূর্ণ হয়েছে। নানা রকম পতাকা পুষ্পে তাঁর ঘর সাজান হচ্ছে।

ধারিণী। রাজার ইচ্ছা এবারে ছোটরাণী বসন্তোৎসবে যোগদান করবেন।

অনীতা। আর আপনি?

ধারিণী। আমি বহুকাল ধ'রে যোগ দিয়ে আসছি, এবারে নাইবা দিলুম।

অনীতা। আমরা কি করব?

ধারিণী। রাজা উৎসবে তোমাদের নিমন্ত্রণ করেন, যাবে। না করেন, আমার সঙ্গে অন্ধকারময় ঘরে বসে ছোটরাণীর ঘরের আলোকের লীলা নিরীক্ষণ করবে।

অনীতা। নিমন্ত্রণ হলেই বা কেমন করে যাব?

ধারিণী। কেন, যেতে দোষ কি? প্রজা হয়ে রাজার আদেশ লঙ্ঘন করবে?

অনীতা। ছোটমা ত রাজার সঙ্গে এক সিংহাসনে বসবেন?

ধারিণী। তা যা যা নির্দ্দিষ্ট বিধি আছে তা হবে বইকি। আমি যেমন পূর্ব্বে পূর্ব্বে বসতুম—আর প্রজারা চারিদিক থেকে রাজ-দম্পতীকে পুষ্পাঞ্জলি দিত—এবারেও তাই দেবে।

অনীতা। এ রকমত কখন হয়নি মা?

ধারিণী। হয়নি, কিন্তু হ'তে দোষ কি?

অনীতা। না মা, এ বড় বিসদৃশ দেখছি—দেশের যা চিরকাল প্রথা তা যদি উল্‌টে যায়, তাতে যে দেশে অধর্ম্ম প্রবেশ করবে। আপনিও ত রাজার প্রজা, আপনিই বা এ অধর্ম্ম হ'তে দিচ্ছেন কেন?

ধারিণী। আমি কি করব?

অনীতা। আপনি প্রতিবাদ করুন।

ধারিণী। আমার প্রতিবাদ শুনবে কে?

অনীতা। কেন, রাজ্যে প্রজা আছে—শুধু রাজা নিয়েই তার রাজ্য নয়, প্রজার কাছে আবেদন করুন।

ধারিণী। আমি কুলকামিনী প্রজাকে কোথায় খুঁজে পাব?

অনীতা। কেন, আপনার পুত্রকে দিয়ে জানান।

ধারিণী। না আমার এই দারুণ অপমানে উপলক্ষ হচ্ছে পুত্র। তাকে দিয়ে কি জানাবো! সে নিজেই নিজের অবস্থায় মর্ম্মাহত হয়ে আছে। মনোদুঃখে আমার সঙ্গে সে দেখা পর্য্যন্ত করতে পারছেনা।

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। মা!

ধারিণী। এস বাপু! মা ব'লে চুপ করলে কেন? আজ সপ্তাহ তুমি আমাকে দেখতে আসনি কেন? রাজার আদেশ দেবাদেশ জ্ঞান ক'রে সন্তুষ্ট মনে তা পালন করলে—তুমি রাজার সন্তান—ভবিষ্যতে রাজ্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশী—এ দুরবস্থায় কাতর হ'লে তুমি ভবিষ্যতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে পারবে কেন? তুমি মাতৃভক্ত সন্তান প্রতিদিন আমার পূজা করতে আসা তোমার কর্ত্তব্য ছিল।

অশোক। না, আমি আপনার অধম সন্তান। এই অভাগ্যকে গর্ভে ধরেছিলেন বলেই না আজ আপনার এই অমর্য্যাদা! দুঃখে লজ্জায় আমি আপনার চরণদর্শন করতে আসতে পারিনি।

ধারিণী। আমি শুধু মগধের রাণী নই, আমি প্রিয়দর্শী আলোকের জননী। অশোক! রাণীর মর্য্যাদা হারিয়েছি বলে কি জননীর ও স্থান থেকে বঞ্চিত হয়েছি! তুমি যে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হয়েছ, তাতে তোমার চেয়ে কি আমার কম কষ্ট! তোমার আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসা উচিত ছিল।

অনীতা। পত্নীকেও সান্ত্বনা দিতে আসা উচিত ছিল।

অশোক। এখন বুঝতে পারছি মা, অপরাধ করেছি।

ধারিণী। অপরাধ করেছ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আর ক'রনা। ভবিষ্যতে রাজ্য প্রাপ্তির আশা রাখ?

অশোক। জননীর কাছে মিথ্যা কইব কেন—রাখি। আমি রাজার পাটরাণীর পুত্র—আমি ধর্ম্মতঃ মগধের ভাবী রাজা। রাজ্যের আশা কি অপরাধে ত্যাগ করবো মা?

ধারিণী। বেশ, তুষ্ট হলুম। ত্যাগে অভ্যস্ত যোগী আর কর্ম্মহীন অপদার্থ ভিন্ন অন্য কেউ ভবিষ্যতের পার্থিব লাভের আশা ত্যাগ করে না। কিন্তু যে মনে মনে আশা রেখে আশা পূরণের যোগ্য কার্য্য না করে সে জ্ঞানাপরাধী—পাপাশয়—চোর। তোমার এই সপ্তাহের ব্যবহারে আমি তুষ্ট হইনি। রাজসভায় প্রবেশ নিষেধ—রাজার এই সামান্য আদেশেই যখন তুমি আত্মহারা হয়ে পড়েছ, তখন তুমি ভবিষ্যতে রাজা হবে কি করে?

অশোক। তাইত, এ কি বলছেন মা!

ধারিণী। আর যদিই বা রাজা হও, রাজ্য রক্ষা করবে কি করে?

অশোক। মা, বুঝতে পারিনি—বড়ই অপরাধ করেছি—পদারবিন্দে আমি আত্মসমর্পণ করছি—সন্তানকে উপদেশ দিন।

ধারিণী। রাজার ওপর অভিমানে, ক্রোধে কোনও কার্য্য ক'র না। রাজা যদি তোমাকে বনবাসেও প্রেরণ করেন, নিজের অপরাধ আছে কিনা সে প্রশ্ন এক দণ্ডের জন্যেও মনের মধ্যে উদিত না ক'রে, বিনা তর্কে প্রফুল্ল চিত্তে রাজ-আজ্ঞা পালন করবে। কিন্তু যেখানেই থাক, যে ভাবে থাক, ক . . সঙ্কল্পচ্যুত হয়ো না। জীবনে যে সকল কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলে মনে করেছ, সে গুলো দেহাবসানের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন করে পার সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করবে। এক মুহূর্ত্তের জন্যে চেষ্টায়

বিরত হয়ো না। যদি বৈধ উপায়ে নিষ্পন্ন করতে পার, তাহলে তুমি ভাগ্যবান।

অশোক। যদি বৈধ উপায়ে না পারি?

ধারিণী। একদিকে তুমি, অন্যদিকে রাজা—কিন্তু তিনি আবার তোমার পিতা—মর্ত্যের মূর্ত্তিমান দেবতা—মধ্যে তোমার জন্মভূমির হৃদয়তুল্য শান্তিপ্রত্যাশী প্রজা ধর্ম্মের তুলাদণ্ড তোমার সম্মুখে ওজন করবে দেখ্‌বে। দুই উপায়—বৈধ, অবৈধ। আমি জননী হয়ে তোমাকে অবৈধ উপায় অবলম্বন করতে বলতে পারি না। পরিণাম-ফল ভোগের কতটা শক্তি তোমাতে আছে, তুমি যেমন জান, অন্যে তা কেউ জানবে না!

অশোক। বেশ, আশীর্ব্বাদ করুন -বিদায় গ্রহণ করি।

অনীতা। বিদায় গ্রহণ! এখনি? কেন? সপ্তাহ পরে মাতৃদর্শনে এলেন, এখনি বিদায় নেবার জন্যে এত আগ্রহ কেন প্রভু! মহারাজ তো মাতৃদর্শন করতে আপনাকে নিষেধ করেন নি!

অশোক। করেছেন।

ধারিণী। আমার সঙ্গে দেখা করতেও নিষেধ করেছেন?

অশোক। কার্য্যতঃ নিষেধ। মা! আমি রাজপুরী থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছি। পিতা আদেশ করেছেন, আজ থেকে আমি যেন আর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ না করি।

ধারিণী। বড়ই কঠোর আদেশ।

অশোক। পাছে আমার ব্যাধি রাজপ্রাসাদের ভেতরে আর কারও দেহে সংক্রামিত হয়, তাই তিনি আর একদণ্ডের জন্যেও আমাকে এখানে দেখতে ইচ্ছা করেন না। যাবার সময় একবারমাত্র আপনাকে দেখবার অধিকার পেয়েছি। অনীতা! মাকে দেখতে

এসে ভাগ্যবশে যখন তোমারও সঙ্গ দেখা হ'ল, তখন তোমারও নিকটে বিদায় গ্রহণ করি।

অনীতা। আমার কাছে বিদায় গ্রহণ! আপনি দীন অপরাধীর মতন নির্ব্বাসিত হয়ে চলে যাবেন, আর আমি রাজপ্রাসাদের মধ্যে বসে ঐশ্বর্য্যসুখ ভোগ করব!

অশোক। আমি কোথায় থাকবো, কোথায় যাবো, কিছুই ত জানিনা অনীতা! তখন, কোথায় তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো!

ধারিণী। মহারাজা তোমার থাকবার কোনও স্থান নির্দ্দেশ করে দেননি?

অশোক। এখনও পর্য্যন্ত দেননি। তবে বলে দিয়েছেন, কোথায় তিনি আমার স্থান নির্দ্দেশ করবেন, এখনি আমি জানতে পারবো।

(রাধাগুপ্তের প্রবেশ)

রাধা। এই যে রাজকুমার এখানে আছেন। রাজকুমার! আপনার প্রতি মহারাজার আদেশ হয়েছে, যতদিন না আপনি রোগ-মুক্ত হন ততদিন রাজপুরীতে প্রবেশ করবেন না।

অশোক। সে আদেশ আমি পিতৃমুখেই শুনেছি, আর কোন আদেশ আছে?

রাধা। আর যা যা আদেশ আছে, তা আপনাকে আমি এখনি শোনাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। বিলম্ব করবেন না। আমি অল্পমাত্র সময়ের অবকাশে এখানে এসেছি— অধিকক্ষণ এখানে থাকতে পারবো না।

অশোক। মা প্রণাম হই! আর শ্রীচরণ দেখবার অধিকার পাব কিনা বলতে পারি না।

অনীতা। প্রভু! প্রতিশ্রুত হ'ন, যেখানে যাবেন দাসীকে সঙ্গে নেবেন?

অশোক। যখন এখনও পর্য্যন্ত পরিণাম সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলুমনা, তখন কেমন করে আগে হতে প্রতিশ্রুত হব। আমায় যদি বনবাসে যেতে হয়, পথে পথে ঘুরতে হয়?

অনীতা। বনে যেতে হয়, আপনার সঙ্গে বনবাসিনী হব, পথে পথে ঘুরতে হয়, আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবো।

ধারিণী। তা হয়না অনীতা! পুত্র যদি ভারতের মধ্যে যে কোন স্থানে রাজপুত্রের মর্য্যাদার উপযুক্ত বাসস্থান পায়, তবেই আমি তোমাকে সেখানে পাঠাতে পারি। পথচারী ভিখারী পুত্রের সঙ্গে তোমাকে পাঠিয়ে আমি মগধ রাজবংশের বিপুল মান নষ্ট হতে দিতে পারিনা। বিশেষতঃ তোমার পুত্র আছে, তাদের ভার গ্রহণ করবে কে?

অনীতা। কেন মা, পুত্রত আপনাতেই অনুরক্ত।

ধারিণী। আমি তোমাকে উপলক্ষ ক'রে তাদের পালন করে এসেছি। মাতৃহারা সন্তান পালনের দায়িত্ব আমিত গ্রহণ করতে পারবো না মা! এ শঙ্কট সময়ে আমাকে আর চিন্তাভারাক্রান্ত ক'র না। তোমার স্বামার সম্মুখে বিশাল তরঙ্গাকুলিত সাগর—বুক দিয়ে তাকে তা পার হতে হবে। তাকে শৃঙ্খলমুক্ত করা সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য।

রাধা। মা! সন্তানকে ক্ষমা করুন—আমি এখানে ক্ষুদ্র গৃহস্থ পরিবারের দুঃখদৈন্য কাহিনী শুনতে আসিনি। আমি মগধরাজের আদেশ পালন করতে এসেছি—রাজ্যের অসংখ্য কার্য্য আমার হাতে। এ সকল তুচ্ছ কথা শুনতে আমি সময় নষ্ট করতে পারিনি। রাজকুমার, আপনি সত্বর আমার কার্য্যালয়ে আমার সঙ্গে দেখা করুন।

[প্রস্থান।

ধারিণী। তবে যাও বৎস! যেখানেই থাক, যে ভাবেই থাক মৌর্য্য বংশের মর্য্যাদা রক্ষা কর! বুঝে রেখো, যখন ফিরবে, তখন ফেরবার উপযুক্ত না হ'লে তোমার সঙ্গে আমি দেখা করবো না।

অশোক। আমিও ফেরবার যোগ্য না হ'লে আপনার সঙ্গে কোন মুখে দেখা করবো?

ধারিণী। দুঃখার্ত্তা জননীর চক্ষুজলে তোমার গন্তব্য পথ কর্দ্দমাক্ত করলুমনা। বাপ্! তজ্জন্য আমার ওপর অভিমান ক'রনা।

অশোক। অভিমান! বরং পুত্রত্বের অযোগ্যতায়, আমার নিজের ওপর যা ঘৃণা হচ্ছিল, তোমার গৌরবে সে ঘৃণা আমার অন্তর্হিত হয়ে গেল। এখন তোমার মর্য্যাদা। মা! মন বলছে যেন রাখতে পারবো। অনীতা! দুঃখ ক'রনা। আমার মাতৃসেবার ভার আমি তোমাকেই দিয়ে গেলুম। এই পবিত্র ভার গ্রহণ ক'রে তুমি আমারই প্রিয়কার্য্য সাধন কর।

অনীতা। সহধর্ম্মিণী—যদিই আমি সহধর্ম্মিণী—তাহ'লে যখন আমার নির্ব্বাসিত স্বামী বনে বনে পথে পথে ঘুরে বেড়াবেন, তখন আমি কেমন ক'রে রাজপুরীর মধ্যে বসে সুখ সম্ভোগ করবো? ছি! মনে করলেও যে পাপ হয়। মা অন্তর্য্যামিনী সতী! আমাকে সৎপথ দেখিয়ে দাও মা—সৎপথ দেখিয়ে দাও।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান।

চিত্রা ও সখীগণ।

গীত।

প্রবীন ভ্রমর তবু নবীন প্রাণ।
সেজেছে নূতন সাজে ধরেছে নূতন প্রেমের গান॥
কানে কানে কইতে কথা
তোর পাশে সে নাড়ে মাথা,
প্রাণে তার দিস্‌নে ব্যথা,
করিস্‌নেলো অভিমান। (ও ফুল)
কথা রাখ্‌, মুখ্‌, তুলে দেখ
গুঞ্জে গুঞ্জে কুঞ্জেলো তোর দিচ্ছে কত পাক্‌—
আমরা ত দেখে অবাক্‌
তোর কেন ভাঙ্গেনা মান॥

চিত্রা। আজ কি তিথি হ'ল সই ?

১ম, সখী। আজকে পঞ্চমী।

চিত্রা। পঞ্চমী! সবেমাত্র পঞ্চমী! এখনও পূর্ণিমার দশ দিন বাকী! ও বাবা এত দেরি সইব কেমন করে!

১ম, সখী। তাইত রাণী কেমন করে এত দেরি সহ্য করবেন, আমরাই যে সইতে পারছি না। আপনাকে রাজার সঙ্গে দোলায় তুলতে দেখবো—পায়ে রাশ রাশ ফুল ঢালবো—আপনার নামে বাগানে দেদার ফুল ফুটে উঠেছে—সেগুলো শুকিয়ে গেলে তবে বসন্তোৎসব আসবে না কি!

চিত্রা। আর বৎসরে অমাবস্যে গেছে, এ পোড়া পূর্ণিমে আজও এলো না!

সকলে। তাইত এ . ল কি রাণী !

১ম, সখী। এমন পোড়া দেশেও তোমার বাপ্ বিয়ে দিয়েছিল যে তিথিগুলো পর্য্যন্ত তোমার শক্রতা করছে।

চিত্রা। এক বুড়ো সতীনের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ক'রে তো মাথারই রোগ হয়ে গেল। তার ওপর পোড়া তিথি শুদ্ধ যদি বাদ সাধে তাহ'লে বাঁচবো কেমন করে ! যাতো সখী, তোরা সেই বিটলে বিনায়ক ঠাকুরকে পাকড়ে আন্‌তো। সে সেদিন বলে গেল, এই অমাবস্যাটা গেলেই আপনাকে পূর্ণিমে এনে দিচ্ছি। বলেই বামুন সরে পড়েছে, আর দেখা করবার নামটি নেই।

১ম, সখী। ভেতরে নিশ্চয়ই বামুনের বদ মতলব আছে—চালাকি করে দিন পেছিয়ে দিচ্ছে। ভাবছে যদি রাজার মত ফিরে যায়।

চিত্রা। ঠিক বলেছিস্—এই বিটলে বামুনেরই বদ মতলবে পূর্ণিমে আসতে দেরি করছে। কে আছিস্—ধরে আন্—বামুনকে পাকড়ে ধরে আন্।

সকলে। কে আছিস্—বামুনকে পাকড়ে ধরে আন্।

(চিত্রা ও ১ম সখী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

১ম, সখী। আমাদের দেশে এ সব অমাবস্যে পূর্ণিমের হাঙ্গাম ছিল না। যখন মনে করতুম, কোমর বাঁধতুম, মাথায় হাতে গলায় ফুল পরতুম, আর মাদলের তালে নাচতুম—একি ঝঞ্চাটে পড়েছি রাণী !

চিত্রা। কি করবো সই, তখনকার অবস্থা এক, আর এখনকার অবস্থা আর এক। তখন পাহাড়ে লোকের মেয়ে ছিলুম, এখন হয়েছি ভারতের রাণী। তখন যে ভাবে চলেছি, এখন কি আর সে ভাবে চলতে পারি। অবস্থা বুঝে দেশের রীতি মেনে চলতে হয়।

১ম, সখী। তা ব'লে পূর্ণিমেটা দু'দিন এগিয়ে এলে কি মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়ে যায়!

চিত্রা। আরে পাগলী! পূর্ণচন্দ্র না উঠলে তো আর পূর্ণিমে হবে না। চন্দ্র পূরতে এখনও দশদিন বাকী।

১ম, সখী। থাকলেই বা দশদিন বাকী। তুমি ভারতের রাণী। আজ বাদে কাল হবে রাজার মা। তুমি চাঁদকে হুকুম কর, চাঁদ শিগ্‌গির শিগ্‌গির পূরে যাক্।

(সখীগণ সহ বিনায়কের প্রবেশ)

সকলে। এই রাণীমা! বিটলে বামুনকে গ্রেপ্তার করে এনেছি।

বিনা। দোহাই রাণীমা। এ গরীব ব্রাহ্মণ কোন অপরাধের অপরাধী নয়।

চিত্রা। অপরাধী নয়? তুমি আমাকে স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে চলে গেলে—বললে এই অমাবস্থাটা গেলেই পূর্ণিমে—

বিনা। ঠিক পূর্ণিমে আসতো। এই দেখ অমাবস্থার পর পাঁজীর পাতা ছিঁড়ে ফেলেছি। প্রত্যয় না হয় চক্ষে দেখ।

চিত্রা। যাও, আমি দেখতে চাই না। তুমি কেবল কথায় আমাকে ভুলিয়ে আসছ।

বিনা। দোহাই, চেয়ে দেখ—একটা অমাবস্থা—আর সেই পাতেই কেবল একটা পাঁচ পলে প্রতিপদ—তারপর বস্—সব ফাঁক—একে বারে পূর্ণিমা—এই দেখ না চাঁদ ফিকি ফিকি হাসছে।

চিত্রা। যাও ঠাকুর, আমাকে আর দেখাতে হবে না।

বিনা। দোহাই রাণী, আমার অপরাধ কিছু নেই। এই দেখ আমি তোমাকে পূর্ণিমার অকলঙ্ক চাঁদ ধ'রে দিয়েছি—এই দেখ তুমি

চতুর্দ্দোলায় মহারাজার সঙ্গে বসে দুলছ, তুমি দোদল্ দোল্। একবার চেয়ে দেখ—তোমার বাহারটা একবার দেখ—

চিত্রা। থাক্, আমি দেখবো না। বুড়োর সঙ্গে আমাকে অত দোলাতে হবে না। কোথায় পুর্ণিমে তার ঠিক নেই—

বিনা। কি করবো রাণী—চাঁদের যক্ষ্মা হয়েছে, পূরতে পূরতে পূরছে না।—এই সখীটে যা বলেছে তাই কর না—বিটলে চাঁদকে হুকুম কর।

চিত্রা। এর ভেতরে যদি রাজার মতি ফিরে যায়।

বিনা। (হাস্য) রাজার যেখানে যা একটু আধটু কুড়োনো বাড়ানো মতি ছিল,তা সব এখন তোমার এই ওড়নার ঝালরে। আর কি রাজার স্বতন্ত্র মতি আছে! তুমি শকরাজার মেয়ে—ছেলে বেলা থেকে কত তুকতাক জান—কোমর বেঁধে বাঘের সঙ্গে লড়াই কর, এখনও যদি একটা বৃদ্ধ স্বামীকে বশ করতে না পার,তাহ'লে সেটা তোমার কলঙ্ক।

বীত। (নেপথ্যে) মা, মা! ঘরে আছ?

বিনা। ওই রাণী, তোমার পুত্র আসছে। যে উল্লাসে আসছে, তাতে বোধ হচ্ছে কার্য্য সিদ্ধি।

(বীতশোক ও ধুন্ধুর প্রবেশ)

বীত। মা মা! দাদা নির্ব্বাসিত।

বিনা। বস্—চলে গেছে, না এখনও আছে?

বীত। যাবার উদ্যোগ করছে।

ধুন্ধু। তল্পী তাল্পা গাঁটরি শুঁটরী বাঁধছে।

বিনা। বটে বটে—তা এ কথা আমায় আগে বলতে হয়। রাণী! আমি চললুম—আর যাতে না তাকে আসতে হয়, তার ব্যবস্থা করে আসি—কুলোর বাতাস দিয়ে আসি।

চিত্রা। শিগ্‌গির ফিরে এস ঠাকুর, আমাকে লগ্ন টগ্ন গুলো সব বলে দেবে।

বিনা। আমি এসেছি মনে করে রাখ—(প্রস্থান)

চিত্রা। কি আদেশ হ'ল ?

বীত। দাদা মগধের ভেতরেই থাকতে পাবে না। রাজা বলেছেন, যতদিন না তাঁর ব্যাধির বিমোচন হয়, ততদিন তিনি পাটলীপুত্র নগরে প্রবেশ করতে পারবেন না।

চিত্রা। কোথায় যাবে ?

বীত। সেটা মন্ত্রী রাধাগুপ্ত ঠিক করে দিচ্ছে।

চিত্রা। এখনও ঠিক করে দিচ্ছে !

ধুন্ধু। কি ক'রে ঠিক হবে—মহারাজা যেমন অগামারা মন্ত্রী রেখেছেন, তার দ্বারা কি কোন কাজ শিগ্‌গির ঠিক হয়। তবে আমি পেছনে লেগে র:ছি, ঠিক না করিয়ে ছাড়ছিনি।

চিত্র। সে একাই যাচ্ছে ?

ধুন্ধু। তা নয়ত কি—পথের ভিখিরী হয়ে গেল,—তার সঙ্গে আবার কে যাবে।

বীত। মা আনন্দ কর—আনন্দ কর।

চিত্রা। তোমার মতন মূর্খ পুত্রের মা হয়ে আনন্দ করবো কেমন করে ?

বীত। কি—কি বললে মা! সকলে আমাকে সুধিজনাগ্রগণ্য মহামান্য বদান্য বলে, আর তুমি বললে কিনা আমি বুদ্ধিশূন্য।

চিত্রা। যারা বলে তারা আরও মূর্খ।

বীত। কিহে বন্ধু শুনছো ?

ধুন্ধু। কি করবো বন্ধু ওটা ওই বোনাইয়ের আমল থেকেই শুনে আসছি। একটু পণ্ডিত হ'লেই ওটা শুনতে হয়—পণ্ডিতানাং

গুণাঃ সৰ্ব্বে মূর্খে দোষাহি কেবলং—পণ্ডিতের সব গুণ, দোষের মধ্যে মূর্খ।

বীত। শোন—মায়ের কথাটা একবার শোন।

চিত্রা। আর শুনে কাজ নেই—যেমন তুমি তেমনি তোমার বন্ধু—গণ্ডমূর্খ।

ধুন্ধু। কিসে?

বীত। কিসে?

ধুন্ধু। আমি চাণক্যের সম্বন্ধী—আমি গণ্ড মূর্খ—কিসে?

চিত্রা। তুমি চাণক্যের পুষ্যি—কেবল তার ভাত মেরেছ, আর গরু ঠেঙ্গিয়েছো—যদি অশোকের ব্যামো সেরে যায়?

বীত। তাইতো হে, যদি ব্যামো সেরে যায়?

চিত্রা। আর তার মা স্ত্রীপুত্র কেউত নির্ব্বাসিত হ'ল না? এর পরে যদি প্রজারা বলে, অশোক যদি রাজা না হয়, তার পুত্র কুনাল রাজা হ'ক।

বীত। তাইতহে, তা যদি বলে। যদি বলে কুনাল রাজা হ'ক।

ধুন্ধু। তাইত তাইত! সব কথাগুলো তোমাকে যে মনে করে দিতে বললুম। রাণীমা! ব্যামো আমি তার সারতে দিচ্ছিনা।

চিত্রা। কেন তুমি কি জরাসুর এসে জন্মেছ যাও যাও তোমরা মূর্খ কোনও কম্মের নয়। যদি তার মা, স্ত্রী, পুত্র সকলকে তার সঙ্গে নির্ব্বাসিত করতে না পারলে, তাহ'লে করলে কি?

ধুন্ধু। থাক্‌না, ভয় কি আমি আছি—আমি ধুন্ধু, রাজকুমারের বন্ধু, চাণক্যের সম্বন্ধী—আমার বোনাই দই ঢেলে কুশোর মূল নির্ম্মূল করেছে, আর আমি দু'টো স্ত্রীলোক আর পুত্রকে সরিয়ে দিতে পারবো না। বলতো আজই সরিয়ে দিই।

বীত। তাইত! আমার বন্ধু ইচ্ছা করলে না পারে কি?

ধুন্ধু। আপনি চলে আসুন যুবরাজ! কিছু ভয় নেই—আমি আছি।

বীত। ভয় কি মা, ভয় কি—আমার বন্ধু আছে।

চিত্রা। আমার কথা শোন, মগধের বাইরে বুঝিনা, যাতে তক্ষশীলায় সকলকে পাঠাতে পার, তার চেষ্টা কর।

ধুন্ধু। বেশ, তাই করবো।

বীত। আচ্ছা তাই করবো।—কিন্তু মা আমার সিংহাসনে দু'টো সোণার ময়ূর দিতে হবে।

চিত্রা। আচ্ছা দেবো।

বীত। তাতে বড় বড় দুটো নীলা মণির চোক দিতে হবে।

চিত্রা। আচ্ছা তাও দেবো—

বীত। গলায় সব চুনী পান্না নানা জহরৎ—পাখায় বড় বড় নীলা।

চিত্রা। তুমি আগে যুবরাজ হও—আমি মনের মতন করে তোমার সিংহাসন তইরি করে দেবো।

বীত। আর আমার পাশে বন্ধুর আসন—বুঝেছ মা বন্ধু হবে আমার মন্ত্রী—

চিত্রা। তোমার বন্ধুরও আসন তইরি করে দেবো।

বীত। তার তলায় থাকবে কি? কি চাও বন্ধু! এই বেলা বল।

ধুন্ধু। একটা গাধা চাই।

চিত্রা। গাধা!

ধুন্ধু। হাঁ রাণী মা! দোহাই রাণীমা একটা গাধা—তা সোণা-রূপোর যা দাও, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু চাই একটা গাধা। আমি গাধা ছাড়া আর কিছুরই ওপর চড়বো না। শত্রু শালারা আমাকে দেখলে গাধা ব'লে তামাসা করে। এই জন্যে ওই জন্তু শালার ওপর

আমার বড় রাগ। ও শালার জন্ত যদি পৃথিবীতে না থাকতো, তা হ'লেত কেউ আমাকে গাধা বলতে পারতো না। আমার বোনাই যখন টোলে ব'সে ছাত্রদের বুকনি দিতো, তখন আমি আড়ালে ব'সে গাঁজা টিপতে টিপতে তার সব বিদ্যে মেরে দিতুম। মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ—আত্মবৎসর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স ধার্ম্মিকঃ। রাণী মা! যে খানে পরদা দেখি, সেই খানেই মা বলে ঢিপ করে প্রণাম করি। পরের জিনিষ পেলুমত অমনি ঢিল ছোড়াছুড়ি লাগিয়ে দিলুম —আর যেখানে যত ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটবে, জান রাণীমা—তার মূলে আমি। আমায় শালারা ধাম্মিক না ব'লে, বলে কি না গাধা! শালার গাধার ওপর চেপে আসন করবো তবে আমার রাগ যাবে।

বীত। না পাগল! ও কথা বল্‌তে নেই, তোমার ভাল আসন করে দেবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চিত্রা। আপাততঃ এই যথেষ্ট, কি বলিস্ সখী?

১ম, সখী। তা-আর বলতে?

চিত্রা। সই! একটা গান গা'—

১ম, সখী। কি গান গাইব রাণী?

চিত্রা। বসন্তোৎসব আসছে—আমি পাটরাণীর আসনে রাজার সঙ্গে বসবো তবু প্রাণটা কেমন আমার ফুটতে ফুটতে ফুটছে না।

১ম, সখী। এ জলাদেশে কি পাহাড়ে ফুল ফোটে রাণী! হিমালয়ের কোন রাজার সঙ্গে তোমার বিয়ে হত। বল্লম হাতে বাঘ শীকার করতে এসে, দুজনের দু'দিক থেকে দেখা হ'ত! মাথায় ফুল, কাণে দুল, হাতে জড়ান মালা। একটা আস্ত মৃগনাভি খেয়ে হিমালয়ের বুকে শৃঙ্গে শৃ[illegible]'টাছুটী করতে যে যা'র গায়ে ঢলে পড়তে—হাতের মালা গলায় জড়িয়ে যেতো তবে না বিয়েতে সুখ হ'ত। এ ঝিমুনো দিয়ে,

ঝিমুনো রাজা—যেন আফিঙের ঝোঁকে চাওয়া চাওয়ি, আফিঙ খেয়ে ঢুলোঢুলি—প্রাণ মিইয়েই গেলত ফুটবে কিসে ?

চিত্রা। তুই শুদ্ধ আবার জ্বালাতে লাগ্‌লি ! জানিস্‌ এখন থেকে আমি মগধের পাটরাণী—

১ম সখী। তা আর জানি না !

চিত্রা। তাহ'লে একটা গান গা। আমি বসন্তোৎসবে দোলায় দুলতে চলেছি। সমস্ত প্রজা আমায় ফুল উপহার দেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নে-একটা গান গা।

সখীগণের গীত।

প্রবীণ নাগর ইত্যাদি

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্ত্রণা গৃহ।

রাধাগুপ্ত ও বিন্দুসার।

রাধা। চিরন্তন প্রথা লঙ্ঘন করবেন না মহারাজ ! এ বসন্ত-উৎসবে পাটরাণীই শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করে থাকেন।

বিন্দু। পাটরাণী যদি মরে যায়, তা'হলেও কি তাকে শ্মশান থেকে তুলে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে হবে ?

রাধা। এক্ষেত্রে কি তাই ?

বিন্দু। তাই—কিছুমাত্র প্রভেদ নেই। পাটরাণী যদি মরে

যেতো, তাহ'লেও অন্ততঃ তার শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভের অধিকার থাকতো। এত শুধু মরা নয়, প্রেতগ্রস্ত।

রাধা। তাহ'লে মহারাজের পার্শ্বে এবারে উপবেশন করবেন কে?

(চিত্রার প্রবেশ।)

চিত্রা। সে কথা জানবার জন্ম মন্ত্রী রাধাগুপ্তকে ব্যগ্র হ'তে হবে না। মহারাজ ইচ্ছাপূর্ব্বক যাকে সম্মান দান করবেন, সেই সম্মানের পাত্রী।

বিন্দু। রাধাগুপ্ত! যা পারবো না, সে কার্য্যের জন্ম আর আমাকে অনুরোধ ক'র না। আর সবে দশদিন মাত্র অবশিষ্ট। তুমি সত্বর উৎসবের জন্ম প্রস্তুত হও।

রাধা। পুত্রের অপরাধে তার জননীকে পরিত্যাগ—একি শাস্ত্র-সম্মত কার্য্য মহারাজ?

চিত্রা। মহারাজ! কি করবো বলুন। আমি উৎসবের অনুযায়ী বেশভূষার আয়োজন করেছি। সেগুলো ফেলে দেবো না রাখবো?

বিন্দু। আমি যখন তোমাকে আশ্বাস দিয়েছি, তখন তুমি নিশ্চিন্ত মনে বেশভূষার আয়োজন কর। তুমি ছাড়া আর কাউকে এবারে আমি পাশে বসাচ্ছিনি।

রাধা। মহারাজ! আদেশ দেবার আগে আর একবার চিন্তা করুন।

বিন্দু। না রাধাগুপ্ত, তুমি দেখছি এবারকার উৎসবের সমস্ত আমোদটা নষ্ট করবার জন্ম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এসেছ।

চিত্রা। আমি আপনার কি অপরাধ করেছি মন্ত্রিবর, যে আমার উপর আপনার এত আক্রোশ। মহারাজ কৃপা ক'রে একদিন তাঁর

দাসীকে সম্মান দেখাতে চাচ্ছেন, আপনি তাতে বাধা দিতে এত ব্যগ্রতা দেখাচ্ছেন কেন ?

রাধা। এত অপরাধের কথা নয় রাণী ! এ প্রথা নিয়ে কথা ! আপনি রাজার প্রিয়তমা ! এতে আপনার সম্মানের ত কোনও হানি হচ্ছে না। তবে আপনি প্রজার প্রিয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চলেছেন কেন ?

চিত্রা। হস্তক্ষেপ কি আমি করতে চলেছি—রাজা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান, আমাকে বাধ্য হয়ে যেতে হবে, না নিয়ে যান যাবো না। তাতে এত কথা কেন ?

বিন্দু। আ ! তুমি দেখছি বড়ই বিরক্ত ক'রে তুললে।

রাধা। বিরক্তি বোধ হয়, আমাকে শাস্তি দিন। আমি নীতি-বিশারদ মহামতি চাণক্যের শিষ্য। তুচ্ছ প্রাণের জন্য আমি মহারাজের নীতিবিগর্হিত কার্য্যে মত দিতে পারবো না। সহধর্ম্মিণী থাকতে আপনি যে অন্য রাণীকে নিয়ে বসন্তোৎসব করবেন, এতে যদি মত দিই, তাহ'লে আমার পৃথক অস্তিত্ব রইল কোথা ?

বিন্দু। আমি বারংবার তাকে পুত্র পরিত্যাগ করতে আদেশ করেছিলুম। সে আমার আদেশ অমান্য করেছে। যে রমণী স্বামীর মতানুসারিণী নয়, তাকে সহধর্ম্মিণী বলা তোমার কোন নীতি ?

রাধা। তাতে আমি তাঁর কোন অপরাধ দেখতে পাই না। পুত্র কর্ম্মদোষে ব্যধিগ্রস্ত—পিশাচী মা ছাড়া ত এমন ছেলেকে কেউ ত্যাগ করতে পারে না।

বিন্দু। ব্যাধিগ্রস্ত ছেলে—ঘর হয়ে গেছে ব্যাধিময়—সেই ঘরে তার বাস—তারও দেহের ধমনীতে ব্যাধির বীজ ঢুকে গেছে। তাকে নিয়ে তুমি আমাকে সিংহাসনে বসতে বল—এই কি তোমার রাজনীতি ?

রাধা। বেশ, এখন তিনি যদি পুত্র পরিত্যাগ করতে চান?

বিন্দু। এখন—এখন?—সত্যি—সত্যি—!

রাধা। সত্য মিথ্যা না শুনলে কি করে বলব। যদি চান?

বিন্দু। যদি চান—যদি চান!

চিত্রা। মহারাজ! আমি আর আপনাদের বাজে তর্ক শুনতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।

বিন্দু। হাঁ হাঁ—যেয়োনা প্রাণেশ্বরি—যেয়োনা মনোরমে! রাধা-গুপ্ত—রাধাগুপ্ত!—তিনি পুত্রবৎসলা—পুত্রবৎসলা—

চিত্রা। ওরে কে আছিস্, আমাকে ধ'রে নিয়ে যা—ব্যাধির নাম শুনে আমার গা কেমন করছে?

বিন্দু। সর্ব্বনাশ করলে, সর্ব্বনাশ করলে—বড় রাণীর নাম তুলে তুমি দেখছি আমার প্রাণেশ্বরীকে মেরে ফেললে। ওরে কে আছিস্? রাজ কবিরাজকে ডেকে দে।

(ধুন্ধুর প্রবেশ।)

ধুন্ধু। রাজ কবিরাজ—রাজ কবিরাজ? ডেকে দেবো—ডেকে দেবো—

চিত্রা। উঃ!

বিন্দু। শিগ্‌গির—শিগগির। যাও রাধাগুপ্ত—এখন যাও।

ধুন্ধু। কি হয়েছে রাণীমা—কি হয়েছে রাণীমা!

বিন্দু। ওহে কথা কইতে পারছেন না—কথা কইতে পারছেন না। কবিরাজ—কবিরাজ—

ধুন্ধু। কবিরাজ! কবিরাজ!—

[প্রস্থান।

রাধা। বলুন মহারাজ, যদি মহারাণী পুত্রের সম্পর্ক ত্যাগ করেন, তাহলে আপনি কি করবেন?

(ধারিণীর প্রবেশ)

ধারিণী। রাধাগুপ্ত! রাজাকে উৎপীড়িত ক'র না। আমি পুত্রের সম্বন্ধ ত্যাগ করবো না।

বিন্দু। পুত্রবৎসলা—পুত্রবৎসলা!

ধারিণী। মহারাজ! আপনি ভগিনীকে নিয়ে সুখে বসন্তোৎসব করুন। আমি সন্তুষ্টচিত্তে তাতে মত দিচ্ছি।

চিত্রা। আঃ! এতক্ষণ পরে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল।

ধারিণী। যান মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে, উৎসবের আয়োজন করুন।

বিন্দু। চল প্রাণেশ্বরি, চল—পুত্রবৎসলা—পুত্রবৎসলা।

[চিত্রা ও বিন্দুসারের প্রস্থান।

রাধা। আমাকে অপদস্থ কেন করলেন মা?

ধারিণী। নিজের দোষে তুমি অপদস্থ হয়েছ রাধাগুপ্ত! আমাকে সন্তান ত্যাগ করে কি অধিকার রাখতে আদেশ কর!

রাধা। আপনার সন্তানত আপনাকে পরিত্যাগ করে চলে গেল।

ধারিণী। মাতৃভক্ত সন্তান স্বেচ্ছায় আমাকে পরিত্যাগ করেনি, বাধ্য হয়ে ত্যাগ করেছে। আমি তাকে পরিত্যাগ করবো কেন? মায়ের প্রাণ সমস্ত দেবতার দ্বারে ভিক্ষালব্ধ আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে, নির্ব্বাসিত পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। রাধাগুপ্ত! আমার দেহ এখানে—কিন্তু বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ, অনুসন্ধান করে দেখ—আমার পুত্র জনহীন প্রান্তর মধ্যে সঙ্গীশূন্য নয়। সর্ব্বজননীত্বের আধাররূপা জগন্মাতা তার নির্জ্জন চিন্তার সঙ্গী হয়ে মানসোল্লাসে তাকে সৎপথে চালিত করছেন। নিত্য মাতৃভাবময়ী ভবানী প্রতি শঙ্কটে মিষ্টবাক্যে তাকে আশ্বস্ত করছেন। রাধাগুপ্ত! রাজনীতির সূক্ষ্মতত্ত্ব তোমার ত অবিদিত নেই,

তবে আমার কাছে অন্যায় অনুযোগ করছ কেন? একে আমি মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত, তার ওপর তুমি আত্মহারা হয়ে আমার রমণীত্বের উপর দোষারোপ ক'রনা।

রাধা। মা! বুঝতে পারিনি, সন্তানকে ক্ষমা করুন: আমার গুরু নানা দেশ অনুসন্ধান করে, সুদূর তাম্রলিপ্তি থেকে আপনাকে মগধে আনয়ন করেছিলেন। আপনি রাজলক্ষ্মী—বর্গভীমার প্রতিরূপা। গুরু আপনাকে শক্তিময়ী ব'লে শ্রদ্ধা দেখিয়ে গেছেন। মা জ্ঞানাভিমানে আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।

ধারিণী। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদোষে পুত্র আমার ব্যাধিগ্রস্ত। কবিরাজ বলেছে ব্যাধি দুরারোগ্য। ব্রাহ্মণেরা বলেছেন ব্যাধিগ্রস্ত পুত্র পিতৃ অধিকারে বঞ্চিত। চিকিৎসক আর ব্রাহ্মণের উপর আমার কথা কবার অধিকার কি আছে!---কিন্তু আপনি রাজনীতি বিশারদ। মহামতি চাণক্যের প্রিয় শিষ্য। আপনাকে সব মনের কথা বলবার আমার অধিকার আছে। এজন্মে পুত্র আমার এমন কোন অপরাধ করেনি যে, সে রাজ্যাধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

রাধা। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার ধর্ম্মতঃ রাজা। আর আমার বিশ্বাস কার্য্যতঃও উত্তরাধিকার তার।

ধারিণী। তোমার কথায় সন্তুষ্ট হলুম—আশ্বস্ত হলুম। বুঝলুম চাণক্যের অভাবে মগধ রাজ্যে মানুষের অভাব হয়নি। পুত্রবিধুরা জননীর এই যথেষ্ট সান্ত্বনা। তোমার গুরু মৃত্যুকালে আমাকে কাছে ডাকিয়ে বলে যান—"মা! অধর্ম্মের উপর যার ভিত্তি, তাতে কেবল পিশাচ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করতে চাও, ধর্ম্মের উপর তার প্রতিষ্ঠা ক'র।" এইজন্য নিষ্ঠুর প্রাণে সন্তানকে বিদায় দিয়েছি।

রাধা। এখন বুঝেছি মা! আপনিই ঠিক কাজ করেছেন।

ধারিণী। সচিবপ্রধান! রাজার সঙ্গে একাসনে উপবেশনে আমার স্বার্থ আছে। অধিকার প্রজার। তারা রাজদম্পতীকে পুষ্পোহার দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে। বিরাট প্রজামণ্ডলী যদি নিজের অধিকার বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করে, আমি আমার স্বার্থ নিয়ে কলহ করবো কেন? আমি পুত্রকে ত্যাগ করিনি, আর আমার ভিক্ষা তুমিও আমার পুত্রকে ত্যাগ কর না।

রাধা। ত্যাগই যদি করব মা, তাহ'লে এতক্ষণ রাজার সঙ্গে কার জন্যে বিবাদ করছিলুম!

ধারিণী। ভগবান তোমাকে জয়যুক্ত করুন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নদীতীরস্থ বন।

কৃপানন্দ ও শার্ঙ্গধর।

শার্ঙ্গ। প্রভু! ভগবান অবলোকিতেশ্বর আজ প্রায় তিনশো বৎসর দেহ রক্ষা করেছেন। কিন্তু ন্যগ্রোধ তরুমূলে সপ্তবৎসরের কঠোর সাধনায় যে অমূল্য ফল লাভ করেছিলেন, মানবের দুঃখে ব্যাকুল হয়ে, পরম করুণাময় সেই অমৃতময় ফল সর্ব্বজীবকে বিতরণ ক'রে গেছেন। জীব আজও সে অমৃত ফলের আস্বাদ নিতে ব্যাকুলতা দেখাচ্ছেনা কেন?

কৃপা। যারা গুণ বুঝেছে তারা গ্রহণ করেছে—যারা এখনও বোঝেনি, সেই সব ভাগ্যহীন প্রভুর সে অপূর্ব্বদান গ্রহণ করেনি। শার্ঙ্গধর! ভগবান অমিতাভ ত্রিকালদর্শী, তিনি ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রত্যক্ষবৎ দেখে ভবরোগীর সান্ত্বনার জন্যে সেই অমৃতময় ফলের বীজ এই পবিত্র ভারতভূমিতে রোপণ করে গেছেন। বীজ ফুটে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তারও শাখায় প্রশাখায় ফল ধরেছে। এখন বিতরণ কর্ত্তার শুধু অভাব। তা'হলেই সমগ্র ধরণী এই ফলের আস্বাদনে কৃতার্থ হয়।

শার্ঙ্গ। সে বিতরণ কর্ত্তা কবে আসবে প্রভু?

কৃপা। তুমি ভগবান বুদ্ধদেবের বিশাল করুণার অংশভাগী। বৎস! সাধনায় তুমিও হৃদয়কে করুণার প্রস্রবণ করেছ। তোমার প্রাণ যখন ব্যাকুল হয়েছে, তখন সে শক্তিমান এসেছে। কিন্তু কর্ম্ম-

বিপাকে সে এখনও আপনাকে চিনতে পারছে না। যে দিন চিনবে—নিজে সে যেদিন সেই বৃক্ষের সন্ধান পাবে, সেদিন জীবের করুণা পেতে আর বিলম্ব হবে না।

শার্ঙ্গ। কে সে প্রভু?

কৃপা। তুমি নিজেই বল।

শার্ঙ্গ। তিনি কোন বিশ্ববিজয়ী সম্রাট।

কৃপা। তাই। সম্রাট না হ'লে, অন্যের এ ফল বিতরণ করা অসাধ্য। সাধারণ লোকের কথায় বিশ্বাস করে কে অপরিচিত ফল সহসা আস্বাদন করতে চায়।

শার্ঙ্গ। কোথায় তিনি প্রভু?

কৃপা। সন্ধান কর।

শার্ঙ্গ। যথা আজ্ঞা। ফিরে এসে কোথায় আপনার দেখা পাব?

কৃপা। এই নগরপ্রান্তে জাহ্নবীতীরস্থ শ্মশানে।

শার্ঙ্গ। যথা আজ্ঞা। [কৃপানন্দের প্রস্থান।

শার্ঙ্গ। গুরুদেব যখন বলেছেন, তখন সে শক্তিধরের সন্ধান যে পাব, তাতে আর সন্দেহই নেই। কিন্তু কৃপাময় সমস্ত তীর্থের ধার দিয়ে দিয়ে আমাকে এনে, পাটলীপুত্রনগরে এসে আসন গ্রহণ করলেন কেন? আর পাটলীপুত্রে প্রবেশ করেই আমার প্রাণে ব্যাকুলতা হ'ল কেন। গুরুকৃপায় এ ব্যাকুলতা—গুরুর ইচ্ছাতেই আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছি। উত্তরে অন্বেষণের আদেশ পেয়েছি। তবে কি আমার তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণ সন্নিকটে কোন সুধানদীর সন্ধান পেয়েছে! এই পাটলীপুত্র প্রবল পরাক্রান্ত মগধেশ্বরের রাজধানী। ব্যাপারটা কি বোঝবার অবসর পাচ্ছি না! বিস্ময়ে, ব্যাকুলতায়, একটা অব্যক্ত উল্লাসে, প্রাণটা আমার কেমন অস্থির হয়েছে। যাই, প্রথমে রাজার সঙ্গেই একবার সাক্ষাৎ ক'রে দেখি। [প্রস্থান।

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রত নির্ব্বাসিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মা স্ত্রীকে তাঁর পথানুসরণ করতে হবে। অশোকের ছেলে তুটোকে আগে থাকতেইত বিদেয় ক'রে দেওয়া হয়েছে। বড়রাণীও চলে যাবেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যেরও শ্রী চলে যাবে দেখছি। আমি এখন কি করি ? চাণক্যের কাছে শিক্ষা লাভ ক'রে, শকনন্দিনীর চাটুকারের চাকরী পেয়েছি। গুরুর বাক্য—"বিশ্বাসোনৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীষু রাজ-কুলেষুচ"। ও রাণীর ভালবাসাতেও বিশ্বাস নেই, আর স্ত্রীর বশীভূত রাজাকেও বিশ্বাস নেই। মন যোগাতে না পারলে বরাতে কি দুঃখ আছে কি করে জানবো ! ভ্যালা বিপদেই পড়া গেল যা হ'ক ! একদিন রাজ-গৃহিণীর প্রাণটা চটে গেল ত অমনি বলে উঠলো, বামুনের নাসিকাগ্রে দড়ী সংলগ্ন করে ঘোরাও। যেমনি বলা অমনি চরকির পাকে ঘুরতে লাগলুম আর কি। রাজা আর কারণটাও জিজ্ঞাসা করবে না—আর পাঁচ বেটা গণ্ডমূর্খ, বামুন বলে একটু ইতস্ততঃও করবে না। কাজ নেই, আমিও অশোকের মত রাজ্য ছেড়ে পালাই। প্রাণ যে সব লোক চায় না—কেমন করে দিবারাত্র সেই সব লোকের সঙ্গে বাস করি। কাজ নেই, পালানই দেখছি যুক্তি! কিন্তু কোথায় পালাই ? সঙ্গে একটা দুর্দ্ধর্ষ, দুশ্চিকিৎস্য পেট আছে। এটাকে নিয়ে কোথায় যাই! বেটা অসভ্য স্বার্থপর বর্ব্বর এতকাল সঙ্গে থেকেও আমার মর্য্যাদাটা কিছুতেই বুঝলে না। যখনই মনের ভেতর অভিমান জেগে ওঠে—প্রাণের বৈরাগ্যে যখনই এক পা বাড়াবার চেষ্টা করি, অমনি বেটা, বলা নেই কওয়া নেই--ক'রে উঠলো কোঁ। অমনি অভিমান গেল, বৈরাগ্য গেল, আবার সুড় সুড় ক'রে যে কেঁচো সেই কেঁচো। পা অবশ হ'ল, শর্ম্মাও অমনি দ্বিগুণ বেগে রাণীর চাটুকার্য্যে ব্যাপৃত হলেন। বড়ই শঙ্কটে পড়া গেল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের দৌরাত্ম্যে ভিক্ষুকের

সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, কোথাও গিয়ে অতিথি হয়ে চর্ব্ব্যচোষ্য দুমুঠো ভাল করে খাব, তারও যো নেই।

(শার্ঙ্গধরের পুনঃ প্রবেশ)

শার্ঙ্গ। এই একজন নগরবাসী দেখছি। এদিক ওদিক ঘোরার চেয়ে একে জিজ্ঞাসা ক'রেই পথটা জেনে যাই। হাঁ বন্ধু!

বিনা। এই গো! মনে করতে না করতেই একটা ভিক্ষুক জুটে গেছে।

শার্ঙ্গ। হাঁ বন্ধু! রাজবাড়ী এখান থেকে কত দূর?

বিনা। জুটেছ?

শার্ঙ্গ। জুটেছি কি রকম?

বিনা। অন্যদিকে আর জুটছে না বুঝি?

শার্ঙ্গ। কি জুটবে?

বিনা। সঙ্গিনীটীকে কোথায় রেখে এলে?

শার্ঙ্গ। সঙ্গিনী কোথায় পাব?

বিনা। খোরাকী বেশি কে, —তিনি না তুমি?

শার্ঙ্গ। বলনা ভাই, রাজবাড়ী এখান থেকে কতদূর?

বিনা। ছেলে পুলে আছে?

শার্ঙ্গ। ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী আমি, ছেলে পুলে কোথায় পাব?

বিনা। যাক্—ও থাক্ না থাক্ বয়ে গেল। বলি ভোজন ক্রিয়ার বহর কেমন?

শার্ঙ্গ। আমি তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর করলুম, তুমি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিনা। আচ্ছা ভাই একটা কথার উত্তর দাও তো—

শার্ঙ্গ। কি বল।

বিনা। ভিক্ষায় পলায় মিলে?

শার্ঙ্গ। যে চায়, তার মিলতে পারে।

বিনা। পারে?

শার্ঙ্গ। আমিত পরীক্ষা করিনি, নিশ্চয় কেমন করে বল্‌বো।

বিনা। আচ্ছা সরভাজা? চন্দ্রপুলি? কাঁচাগোল্লা? আচ্ছা কোন দেশের লোক অতিথিকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোজন করায়?

শার্ঙ্গ। জ্বালা বিপদ! আমি যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর দাও।

বিনা। আচ্ছা বন্ধু, এইটা বল—ঠিক ক'রে বল—কোন দেশে সবার চেয়ে ভাল ক্ষীরেলা পাওয়া যায়। এটাতো পরীক্ষা করেছ? কোন দেশে সেবাদাসী রাখলে কম খরচে চলে? এটাতো পরীক্ষা করেছ?

শার্ঙ্গ। না বন্ধু তা পরীক্ষা করিনি!

বিনা। তা হলে চেহারার এ রকম চেকনাই হল কেমন করে?

শার্ঙ্গ। গুরুর পাদোদক পানে এই রকম হয়েছে।

বিনা। আরে রাম রাম! এটা ভণ্ড! গুরুর পাদোদকেই যদি এত রস, তাহলে রাজার ঘাড় ভেঙ্গে আজকের দক্ষিণহস্তের ব্যাপার সারতে চলেছ কেন?

শার্ঙ্গ। সে জন্যে চলেছি তোমায় কে বললে?

বিনা। তবে কি জন্যে চলেছ ধন?

শার্ঙ্গ। জ্যোতিষশাস্ত্র যৎকিঞ্চিৎ আমার জানা আছে তাই রাজার ভাগ্যই একবার পরীক্ষা করতে চলেছি।

বিনা। বটে বটে! তা আগে বলতে হয়—তাহ'লে বন্ধু আগে এইখান থেকেই পরীক্ষা হয়ে যাক্। একবার হাতটা দেখ দেখি।

শার্ঙ্গ। হাত না দেখেই বলছি, প্রশ্ন কর।

বিনা। আচ্ছা আমাকে না দেখে, আমার স্ত্রী এতক্ষণ কি করছে?

শার্ঙ্গ। তোমার স্ত্রী নেই।

বিনা। তাইত! এ জানতে পারলে, না ধাপ্পা মারলে!

শার্ঙ্গ। গুরুকৃপায় বলেছি বন্ধু, ধাপ্পা দিয়ে বলিনি।

বিনা। য়্যা! এ বলে কি! মনের কথা শুনতে পেলে নাকি?

শার্ঙ্গ। গুরুকৃপায় কিছু কিছু পাই। তুমি বন্ধু এক রমণীর দাসত্বে কাতর হয়েছ।

বিনা। বটে! তুমি তাই! বেশ—সব শুনলুম। এখন বল দেখি বন্ধু! দুনিয়ায় এত দুর্ভাগ্য থাকতে বেছে বেছে এ গরীবটারই কাছে উপস্থিত হয়ে কৃপাটা করা হ'ল কেন?

শার্ঙ্গ। তা বলতে পারিনি।

বিনা। এই আবার ভিট্‌কিলিমি আরম্ভ করলে।

শার্ঙ্গ। সত্যি ভাই, তোমার সম্মুখে কেন পড়লুম, তা বলতে পারিনা। তবে এটা বলতে পারি, এও গুরুকৃপা।

বিনা। ভ্যালা এক ব্যাটা গুরু জুটিয়েছো। অষ্ট প্রহর কেবল কৃপাই করতে আছে!

শার্ঙ্গ। এই বোঝনা, যেমন তোমার মনে কৃপার কথা মনে হয়েছে, অমনি নিজের জন্যে না জেগে, দুনিয়ার দুর্ভাগ্যের ওপর তোমার কৃপা জেগে উঠেছে।

বিনা। বোঝা গেছে বোঝা গেছে—তবে যাও।

শার্ঙ্গ। রাজগৃহের কথাটা একবার বলে দেবেনা?

বিনা। নিজে খুঁজে নিলেই ভাল হয়না বন্ধু! রাজার বাড়ীর পথ কি আবার চিনিয়ে দিতে হয়! আমায় এতক্ষণ পরে বোকা বানাবার চেষ্টায় আছ! যে পথ ধ'রে যাবে, সেই পথের শেষেই রাজ বাড়ী। তবে তোমরা সন্ন্যাসী ফকীর মানুষ তোমাদের চোখে রাজা প্রজা দুই সমান। বেশ, যখন পথ জানইনা, তখন এক কাজ কর।

প্রথমে এই পথ ধরে যাও—তারপর ওই পথ ধরে যাও—তারপর সেই পথ ধরে যাও।

শার্ঙ্গ। বুঝেছি, আর বলতে হবে না।

বিনা। তাকি হয় বন্ধু! এত শিগ্‌গির বুঝলে তোমার মনে থাকবে কেন? তারপর যে পথ পাও—

শার্ঙ্গ। দোহাই বন্ধু! তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রে ভুল করেছি।

বিনা। তাহ'লে রাজবাড়ীর ঠিকানা পেয়েছ?

শার্ঙ্গ। ঠিকানা কি! রাজবাড়ী চোখের ওপর একেবারে ভাসছে।

বিনা। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে?

শার্ঙ্গ। কিছু না।

বিন। বাঁচা গেল—(প্রণামোদ্যোগ)।

শার্ঙ্গ। হাঁ হাঁ—জীব জীব—(প্রণাম করণ)।

বিনা। হাঁ হাঁ—গুরুকৃপা গুরুকৃপা—(পরস্পরের আলিঙ্গন):

শার্ঙ্গ। গন্তব্য পথ বলে দেব?

বিনা। কিছুনা।

শার্ঙ্গ। ঘুরে তোমার সঙ্গে দেখা করবো?

বিনা। কিছুনা।

শার্ঙ্গ। তোমার সম্বন্ধে রাজার কাছে কিছু বলব?

বিনা। কিছুনা।

শার্ঙ্গ। বেশ, ভোজনের কিছু আয়োজন করবো?

বিনা। কিছু।

শার্ঙ্গ। বেশ। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রান্তরপথ।

অশোক।

অশোক। বৈধ কি অবৈধ? চোরের মতন নির্ব্বাসিত হয়ে চলেছি। হে ঈশ্বর! আমার অপরাধ—এক দুরারোগ্য ব্যাধি। কিন্তু ব্যাধিই যদি অপরাধ হয়, তাহ'লে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মগধরাজ, কিম্বা দৈহিক ব্যাধিগ্রস্ত আমি—এ দুয়ের মধ্যে অধিকতর অপরাধী কে? পুত্র আমি—এক দিনের জন্যও পিতার বিরাগ উৎপাদনের যোগ্য কোনও কাজ করিনি। সেই আমি রোগে তাঁর কাছে সান্ত্বনা না পেয়ে, তাড়িত হলুম। সমবেদনার ভিখারী আত্মীয় স্বজন থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পথে নিক্ষিপ্ত হলুম! আমা হ'তে শতগুণ অপরাধী রূপ-মোহগ্রস্ত স্ত্রৈণ রাজা যদি মগধের সিংহাসনে বসতে পারে, তাহ'লে আমি কি সে সিংহাসনে বসতে পারি না? বৈধ কিম্বা অবৈধ—দুই মাত্র উপায়। সম্মুখের রত্নখচিত সিংহাসন এক স্ত্রৈণ অপদার্থ বৃদ্ধের কাছ থেকে, আর এক কাণ্ডজ্ঞানহীন পশুর কাছে চলে যাবে? চন্দ্র-গুপ্তের সিংহাসন, এক নীতিজ্ঞানহীন মূর্খকে বহন ক'রে গৌরবান্বিত হবে! বৈধ অথবা অবৈধ? যদি বৈধ উপায়ে সিংহাসন আয়ত্তে আনতে না পারি? "মধ্যে জন্মভূমির হৃদয়তুল্য শান্তি-প্রত্যাশী প্রজা।" মায়ের সে গভীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ এখনও আমার কর্ণে মধুর ঝঙ্কারে ধ্বনিত হচ্ছে। পিতার সর্ব্বোচ্চ আসন, তাঁর সন্তানের মন্দিরে। রাজার আসন ভক্ত প্রজার হৃদয়ে। সে বিশাল সাগরবৎ চিরতরল হৃদয় যদি একবার বাত্যা-বিক্ষুব্ধ হয়, তাহলে রাজসিংহাসন নিমেষ মধ্যে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়—অসীম শক্তিশালী সম্রাটও তাকে ভাসিয়ে রাখতে পারেনা! তবে কোন অপরাধে আমি মৌর্য্যবংশের পবিত্র সিংহাসন অকালে বিলীন হতে দেব? তাহ'লে, বৈধ অথবা

অবৈধ—যে কোন উপায়।—কে কোথায় প্রজারক্ষী দেবতা আছ, যে কোন উপায় আমার চক্ষের গোচর কর। কে তুমি ?

(অনীতার প্রবেশ।)

অনীতা। আমি।

অশোক। আমি কে ? নিকটে এস। একি—অনীতা !

অনীতা। প্রভু ! আমায় পরিত্যাগ করবেন না।

অশোক। আমার আদেশ, আমার মায়ের আদেশ অবহেলা ক'রে তুমি বড়ই গর্হিত কার্য্য করেছ।

অনীতা। ক্ষমা করুন।

অশোক। ক্ষমা করবার যোগ্য শক্তি এখন আমার নেই। আমাকে ক্ষমা করতে বলা একরূপ রহস্য করা। অনীতা ! আমি ভিখারী।

অনীতা। আপনি যদি ভিখারী, তাহলে আমি কি ?

অশোক। তুমি কি আমার জানবার অবসর নেই।

অনীতা। আমি ভিখারিণী।

অশোক। তা হ'তে পারো।

অনীতা। এই কি উত্তর হ'ল প্রভু !

অশোক। তুমি কি চাও ?

অনীতা। আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই।

অশোক। আমি রাখতে পারবো না।

অনীতা। দোহাই প্রভু !

অশোক। ভিখারিণি ! আমার কাছে তোমার কোন ভিক্ষা নেই।

অনীতা। ভিক্ষাই কি ঠিক করতে এসেছি ? এই দুর্গম বান্ধব-হীন পথে আমা হ'তে কি আপনার কোন উপকার হবে না ?

অশোক। এক উপকার হ'তে পারে। দুঃখ দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত হয়ে যদি কোন পথের তরুতলে মরি, তুমি সঙ্গে থাকলে এই রোগজীর্ণ দেহে দু'এক ফোঁটা করুণাশ্রু পড়বার সম্ভাবনা থাকবে। আর ত কোনও উপকার বুঝতে পারছিনা অনীতা!

অনীতা। তাহ'লে আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসুন।

অশোক। এগে কেমন ক'রে?

অনীতা। স্বামীসঙ্গ লোভে আমি আকুল প্রাণে ছুটে এসেছি। কেমন ক'রে কোন পথ দিয়ে এসেছি, তাতো বুঝতে পারছিনা। এখন প্রাণের অবসাদে ফিরবো। একে পা চলছেনা, তার ওপর পথ জানি না।

অশোক। দেখ, রাত্রির অন্ধকারে মুখ ঢেকে আমি এই বেশে চলে এসেছি। এভাবে এ মুখ আর নগরবাসীকে দেখাতে ইচ্ছা করি না।

অনীতা। তাহ'লে আমিও বলি, আমি মায়ের বিনানুমতিতে ছদ্মবেশে রাত্রির অন্ধকারে গৃহত্যাগ করেছি। এ প্রভাত মুখে সকল প্রজার চোখের ওপর দিয়ে কেমন ক'রে ফিরবো!

অশোক। গৃহত্যাগের পূর্ব্বে সেটা বোঝা কর্ত্তব্য ছিল। আমার গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, আমি ভবিষ্যতের ভীম অজানা অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে চলেছি। নিয়তির স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোথায় যে আমি চলে যাব, জন্মের মতন ডুববো কি কোন কূলে আশ্রয় পাব, তা বলতে পারি না। আমার সঙ্গে ভাগ্যবশে তোমার দেখা হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে তরুতলে বিশ্রাম গ্রহণ না করলে আমার সঙ্গে তোমার দেখার কোনও সম্ভাবনা ছিলনা।

অনীতা। আমি যে আপনার মনোময় দেহের আকর্ষণে চলে

এসেছি। সংসারে কি এমন অন্ধকার আছে যে, আপনাকে আমার দৃষ্টির অন্তরাল করতে পারে? বিশাল অচল বাধা দিয়েও শৈল-শিখরিণীর সাগর গমন রোধ করতে পারে না। প্রভু! আমি সহধর্ম্মিণী। রাজীবলোচন রাম যেমন জনকনন্দিনীকে অরণ্যবাসের সঙ্গিনী করেছিলেন, আপনিও আমাকে আপনার অজ্ঞাতবাসের সঙ্গিনী করুন।

অশোক। সঙ্গিনী!—অনীতা! যদি আমি রাজার আসনে বসে থাকতুম, তাহ'লে আমার আদেশ অমান্যরূপ অপরাধের জন্য তোমাকে নির্ব্বাসিত করে দিতুম!

অনীতা। বেশ, বিদায় হই। প্রভু! আপনি যে ভাবে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, আপনিই আমার রাজা। আমি অন্য রাজা জানি না। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। তবে বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বলি, আমি আপনাকেই একমাত্র আরাধ্য দেবতা জেনে হৃদয় আসনে আপনার মূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে পূজা ক'রে এসেছি। যদি আমি সতী হই, তাহ'লে এই নির্ব্বাসিতা দাসীর সাহায্য নিয়েই আপনাকে সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে।

[প্রস্থান।

অশোক। প্রথমেই মনে ক্ষোভ দিয়ে পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করলুম! এ হ'তে অবৈধ কার্য্য জগতে আর কি আছে? তবে আর আমি না করতে পারি কি? তাহ'লে মগধের সিংহাসন! আমি আর এক মূর্ত্তিতে তোমাতে আরোহণ করিবার জন্য ফিরবো—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার নিশ্চয় আগমনের প্রতীক্ষা কর।

(রাধাগুপ্তের প্রবেশ)

রাধা। এই যে, এই যে রাজকুমার! অনেক কষ্টে আপনার সন্ধান পেয়েছি।

অশোক। নির্ব্বাসিতের একি ভাগ্য যে, মগধের শ্রেষ্ঠ রাজসচিব তার সন্ধান করে?

রাধা। রাজকুমার! রাজা আপনাকে রাজসভায় নিমন্ত্রণ করেছেন।

অশোক। ফিরতে আর আমার অভিলাষ নাই।

রাধা। সে আপনার অভিরুচি। আপনি রাজার আদেশপত্র গ্রহণ করুন। আমি আমার কর্ত্তব্য ক'রে চললুম। তবে যাবার সময় একটা কথা বলে যাই। অকারণ এ রাজাদেশ লঙ্ঘন ক'রে অপরাধী হয়ে লাভ কি?

অশোক। বেশ, ক্ষণেক চিন্তা করবার সময় দিন।

রাধা। তবে আপনি চিন্তা করুন, আমিও বিদায় গ্রহণ করি।

[প্রস্থান।

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। হুঁ—হুঁ—আর চিন্তা করতে হবে না—এখনি—

অশোক। এখনি কি?

বিনা। এখনি দুর্গা শ্রীহরি বলে রাজসভায় রওনা!—বিলম্ব ক'র না রাজকুমার! বিলম্ব ক'র না!

অশোক। কারণ কি বলতে পার ব্রাহ্মণ?

বিনা। বোধ হয় রাজসভায় এক গণক এসেছে। তোমার ভাগ্যে রাজ্য আছে কি না, সেইটে রাজার বোধ হয় জানবার ইচ্ছা হয়েছে। যদি জানেন তোমার বরাতে কিছু নেই, তাহলেই রাজা বীতশোকের জন্যে একেবারে নিশ্চিন্ত হন। যাও যাও, বরাতটা একবার দেখিয়ে এস, ভিক্ষার অদৃষ্ট থাকে—ভাল মানুষটার মতন মাথাটী গোঁজ ক'রে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী গিয়ে হাত পাত। যদি বোঝ অদৃষ্টে রাজত্ব আছে

—তাহ'লে চোক রাঙিয়ে ধমকে লোকের কাছে খোরাক আদায় কর। নরম হয়ে কারও দোরে দাঁড়িয়ো না। কেন বললুম বুঝতে পেরেছ ?

অশোক। পেরেছি।

বিনা। তা যদি পার, তাহ'লে তুমিই চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে বসবার যোগ্য উত্তরাধিকারী।

অশোক। বুঝেছি—আর ব্রাহ্মণ! চাণক্যের শিষ্য একজন রমণীর দাসত্বেও যে মনুষ্যত্ব হারায়না, তাও বুঝেছি। ব্রাহ্মণ! আপনার উপরে যে আমার মনে মনে বিষম ঘৃণা ছিল, আজকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বিনা। আগে নয়—আগে বল কি বুঝেছ। যদি ঠিক উত্তর দিতে না পার, তাহ'লে তোমার মতন গণ্ডভকে ক্ষমা বিলিয়ে আমার কি গৌরব হবে ?

অশোক। ভিখারীর বেশে যদি প্রজা আমার উগ্র ঐশ্বর্য্যময় রাজ-মূর্ত্তি দেখতে পায়, তাহ'লে যে দিন কোন উপায়ে আমি সিংহাসন গ্রহণ করি না কেন, প্রজা আমার সেই পূর্ব্ব উগ্রমূর্ত্তি স্মরণ ক'রে বিনা আপত্তিতে আমার কাছে মাথা অবনত করবে। রাজ্যের কোন অংশ থেকে বিদ্রোহ মাথা তুলতে সাহস করবে না।

বিনা। শীঘ্র যাও—অদৃষ্টের পরীক্ষা কর। তারপর ভিখারীর বেশে সমগ্র ধরণী পরিভ্রমণ কর। অশোক, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হও।

অশোক। কিন্তু আমি ক্ষুধার্ত্ত ও পথশ্রমে ক্লান্ত। এ দিকে রাজসভায় নিমন্ত্রিত হয়েছি। মর্য্যাদাহীনের মত পদব্রজে রাজসভায় কেমন ক'রে যাই ?

বিনা। ক্লান্তির ব্যবস্থা করতে পারি। পথের ধারে দেখলুম,

রাজার সেই বৃদ্ধ পরিত্যক্ত হাতীটে বিচরণ করছে। সেইটের উপর আরোহণ ক'রে চলে যাও। আর আহারের ব্যবস্থা—কি তোমার সম্মুখে ধরবো মহারাজ ?

অশোক। কাকে কি বলছেন ব্রাহ্মণ ?

বিনা। যা বলেছি, তা ঠিকই বলেছি—প্রাণের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করেছি, প্রাণে প্রাণে বুঝেছি।

অশোক। কি ও ব্রাহ্মণ ?

বিনা। প্রথম আজ ভিক্ষা উপজীবিকা ক'রে, এই সামান্ত চিপিটক উপহার পেয়েছি। রাজকুমার! চিরদিন উৎকৃষ্ট আহারে অভ্যস্ত, এ আমি তোমার সম্মুখে কেমন ক'রে ধরবো ?

অশোক। ঠিক হয়েছে! আপনার চক্ষে যদিও আমি রাজা, তাহ'লে এই হচ্ছে আমার সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপঢৌকন। দ্বিজবর! এই চিপিটকের অভ্যন্তরে আমি বিশাল ধরণীর সদ্গন্ধ অনুভব করছি।

বিনা। বেশ—গ্রহণ কর।

(পুরবাসিনীগণ।

গীত।

নব যোগিবেশে নিশি শেষে
কে দাঁড়ালো এসে কুঞ্জদ্বারে।
ছি ছি একি লাজ এ যে ব্রজরাজ
(তারে) ভিক্ষা দেরে ভিক্ষা দেরে॥
পোহাতে না নিশি এলো কালশশী
বাজায় বাঁশী নূতন সুরে।
(কি নাম ধ'রে)
ভেসে গেল জলে কমল আঁখি
কেমনে দাঁড়ায়ে দেখি তা সখী
কোথা কিবা দিতে আছেলো বাকী
ভিক্ষা দেরে ভিক্ষা দেরে॥

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজ সভা।

বিন্দুসার, বীতশোক, ধুন্ধু, রাধাগুপ্ত ও সভাসদ্‌বর্গ।

বিন্দু। কি করলে রাধাগুপ্ত ?

রাধা। আপনার আদেশপত্র রাজকুমারের হাতে দিয়ে এসেছি।

বিন্দু। তাহ'লেই যথেষ্ট—আসে না আসে, সে বিষয় আমাদের জানবার প্রয়োজন নেই।

বীত। আসতে হবে, আসতে হবে। কি বল বন্ধু! মহারাজের আদেশ লঙ্ঘন করে এমন শক্তি কার ? আসতে হবে, আসতে হবে।

ধুন্ধু। সে কথা আর বলতে! এখন যা তার অবস্থা, তাতে 'তু' ক'রে ডাকলে ছুটে আসে--তাতে মহারাজ পাঠিয়েছেন আদেশ পত্র। অত কাণ্ড করতে হ'ত না, একজন নগ্‌দী পাঠালেই যথেষ্ট হ'ত।

বিন্দু। শুধু আদেশ পত্র দিয়েছ—আর কোনও কথা বলনি।

রাধা। না মহারাজ! অন্য কোন কথা বলিনি।

বিন্দু। কোথায় তাকে দেখতে পেলে ?

রাধা। নগর হতে এক ক্রোশ দূরে—পথপার্শ্বের এক বৃক্ষতলে।

বিন্দু। কি করছিল ?

রাধা। বোধ হয়, পথশ্রান্ত হয়ে রাজকুমার বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন।

বিন্দু। নিজের দোষে কষ্ট ভোগ করবে, তাতে আমি কি করবো। আমি তাকে নগরপ্রান্তে ঘর দিতে চাইলুম, যান বাহন দিতে চাইলুম—সে নিজের দোষে কর্ম্মভোগ করবে, তাতে আমি কি করবো।

১ম সভা। মহারাজ! জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র ভিখারী হ'তে জন্মেছেন—তাঁর অদৃষ্টে তাঁকে আপনার দান নিতে দেবে কেন ?

সকলে। এই কথাই ঠিক।

১ম সভা। নইলে তাঁর এমন দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিই বা হবে কেন?

বিন্দু। যদি অশোক না আসে, তাহ'লে কি সন্ন্যাসী আমাদের অদৃষ্ট পরীক্ষা করবেন না?

রাধা। সন্ন্যাসী বলেছেন, সমস্ত রাজকুমারদের সঙ্গে দেখলে তাঁর গণনার পক্ষে সুবিধা হয়। কেহ অনুপস্থিত থাকলে, তিনি পরীক্ষা করবেন কি না, তা আমি জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিনি। অনুমতি করুন, তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি। কিন্তু মহারাজ! যদিই রাজকুমার এখানে আসেন, তাহ'লে তাঁর বসবার উপযুক্ত আসন কই? এখানে তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট কোনও আসন ত দেখতে পাচ্ছি না।

ধুন্ধু। ভিখারীর আবার আসন কি?

রাধা। আমি তোমাকে ত প্রশ্ন করছিনি ধুন্ধুমার! আর মহারাজ থাকতে, তাঁর অপর সব বিজ্ঞ সভাসদ্ থাকৃতে তুমি আমার উত্তর দানের যোগ্য নও।

বীত। তাকে আপনি আমাদের কাছে বসিয়ে, আমাদেরও শুদ্ধ ব্যাধিগ্রস্ত ক'রে মেরে ফেলতে চান?

রাধা। মহারাজ!

বিন্দু। ভাল সে এলে আমি তার আসনের ব্যবস্থা করবো।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

ধুন্ধু। একটাকে এক কামড়ে খাল করেছি—বাকী আছ তুমি। তোমার যে দিন খাল করবো সেই দিন আমার মনের সকল আক্ষেপ যাবে। তবে তুমি আমায় গাধা গাধা কর, তোমায় আমি কামড়া-বোনা—চাটমেরে হাড় পাঁজরা ভেঙ্গে দেবো—তখন বুঝবে গাধা বড়, না গাধার চাট বড়। শুনলে বন্ধু অহঙ্কারের কথাটা শুনলে!

বীত। অপেক্ষা কর বন্ধু—অপেক্ষা কর। ও অহঙ্কার আর বেশি

দিন থাকবে না। যেমন দাদা নিরুদ্দেশ হবে, অমনি আমি যুবরাজ—আর অমনি তোমার মাথায় মন্ত্রীর তাজ।

বিন্দু। সভাসদ্‌বর্গ শোন। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যাধির দোষে রাজ্যাধিকার হ'তে বঞ্চিত। আমার কনিষ্ঠপুত্র বীতশোক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে। সেই এখন রাজ্যের ন্যায়তঃ উত্তরাধিকারী।

বীত। বন্ধু—বন্ধু—

ধুন্ধু। হুঁ হুঁ—

১ম সভা। মহারাজ যা বলছেন, তাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নেই। আপনাদের মত কি ?

সকলে। ওই মত—বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং—

বিন্দু। আমার ইচ্ছা এই বসন্তোৎসবের পরেই একটা শুভ দিন দেখে, তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করি।

বীত। বন্ধু—বন্ধু—

ধুন্ধু। হুঁ—

১ম সভা। এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হ'তে পারে ? আপনাদের মত কি ?

সকলে। ওই মত—ওই মত বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং।

১ম সভা। তবে যদি সমস্ত কথাই ঠিক হয়ে গেল, তাহ'লে গণকের আর কি প্রয়োজন মহারাজ ? মহারাজ রাজকুমার বীতশোককে ভবিষ্যৎরাজা স্থির করে নিলেন, আমরাও সানন্দ চিত্তে তা অঙ্গীকার করে নিলুম। তখন আর গণনার প্রয়োজন কি ? সাধারণের মত কি ?

সকলে। ওই মত—বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং।

বিন্দু। ছেলেদের যে যার ভাগ্য আমার হাতে। তবে কি জান তবু—

সকলে। তবু—তবু।

ধুন্ধু। বরাতটা জানার ওপর জানা—

বীত। তাতে কি মানা—

সকলে। কিছু না—কিছু না।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ! বড় রাজকুমার সেই বৃদ্ধ ব্যাধিগ্রস্ত হস্তীর উপর চেপে রাজসভাতে আগমন করছেন)

বীত। (হাস্য) বল কিহে—সেই বুড়ো হাতী—যার তিনটে পা খোঁড়া—

ধুন্ধু। যার ঘাড়ের অর্দ্ধেক চামড়া উড়ে গেছে—(হাস্য) মহারাজ! তাহ'লে দেখছি, বড় রাজকুমার উন্মাদ হয়েছে।

বিন্দু। তাইত তাইত! সেইটের ওপর চাপতে তার মনে একটুও ঘৃণা হ'ল না!

প্রতি। মহারাজ! তার প্রতি কি আদেশ?

বিন্দু। আসতে যখন বলেছি, তখন আসতে বল—

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

১ম সভা। বুদ্ধি লোপ—নিশ্চয় লোপ। সভাসদদের কি বোধ—

সকলে। ওই বোধ—বুদ্ধি লোপ—বুদ্ধি লোপ।

ধুন্ধু। দোহাই মহারাজ, আসতে বলেন, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু নিকটে আসতে দেবেন না—আমি দেখেছি সে হাতীটার দেহে এমন স্থান নেই, যেখানে ঘা নেই।

বীত। বমনোদ্‌বেগ হচ্ছে—আমি আজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার করেছি—দোহাই মহারাজ—

বিন্দু। ভয় নেই—ভয় নেই—নিকটে আসতে দেব না। ওই দূরেই তার বসবার ব্যবস্থা করছি।

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। পিতা প্রণাম হই। কি নিমিত্ত এ অধম পুত্রকে আসতে আদেশ করেছেন ?

বিন্দু। ওরে কে আছিস্, ওইখানেই একটা বসবার আসন দে।

অশোক। প্রয়োজন নেই মহারাজ! আমি এই ভূম্যাসনেই উপবেশন করছি।

বিন্দু। তোমার যেরূপ বুদ্ধি, তাতে ওই আসনে উপবেশন করারই তুমি উপযুক্ত।

বীত। বন্ধু—বন্ধু—

ধুন্ধু। হুঁম্—

বিন্দু। একে তুমি ব্যাধিগ্রস্ত, তার ওপর আবার একটা ব্যাধিগ্রস্ত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে এলে কেন ?

অশোক। মহারাজ ন্যায়দর্শী—যদিই আমি ভূম্যাসনেরই উপযুক্ত হই, তাহ'লে পুত্রস্নেহের বশে, সেই ন্যায়ের বিপরীত কার্য্য করবেন কেন ? আমি সানন্দে এইস্থানে উপবেশন করছি।

বিন্দু। বেশ, ওরে আসন আনবার প্রয়োজন নেই।

(শার্ঙ্গধর ও রাধাগুপ্তের প্রবেশ)

শার্ঙ্গ। মহারাজ! ভিক্ষু ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন!

সকলে। (সসম্ভ্রমে) স্বাগতং স্বাগতং।

শার্ঙ্গ। একি! নরদেহের আবরণে কতকগুলি পশুকে দেখছি! এত বড় পরাক্রান্ত রাজার সভা এর ভিতরে একজনও মানুষের মুখ দেখতে পেলুম না। কি দুর্ভাগ্য—তাহ'লে কোথায় তুমি আমার চির আকাঙ্ক্ষিত সম্রাট! আমি যে তোমার অন্বেষণে এসেছি! এই যে—এই যে—ধরিত্রীর ভারধারণশক্তি পরীক্ষা করবার জন্ম আমার দর্শনীয়

বরেণ্য ভগবানের দক্ষিণকরস্বরূপ প্রিয়দর্শী অবনত মস্তকে ভূম্যাসনে অবস্থান করছেন।

বিন্দু। আসুন প্রভু! আসনে উপবেশন করুন।

শার্ঙ্গ। কিছু প্রয়োজন নেই। মহারাজ! আপনাকে দেখে আমি যে তৃপ্তি লাভ করলুম, এরূপ তৃপ্তি আমি জীবনে কখন অনুভব করিনি।

বিন্দু। আমার পরম সৌভাগ্য—কিন্তু আমি নরাধম—নিজগুণে আপনি তৃপ্ত হচ্ছেন। আমি যে আপনাকে তৃপ্তি দিতে পারি, এমন গুণ আমার কই প্রভু! অনুগ্রহ করে যদি অধীনের গৃহে পদার্পণ করেছেন, তাহ'লে দয়া ক'রে আমার চিত্তের সংশয় দূর করুন। আমার এই বিশাল রাজ্য। যদি বুঝতে পারি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর হাতে রাজ্য পড়বে, তাহ'লে নিশ্চিন্ত হয়ে দেহ ত্যাগ করতে পারি।

শার্ঙ্গ। তবে আর তৃপ্তির কথা বললুন কেন মহারাজ! এই কলিযুগে আপনার তুল্য পুত্র-ভাগ্য আমি আর কারও দেখতে পাচ্ছি না।

বিন্দু। বলেন কি বলেন কি দয়াময়!

ধুন্ধু। বন্ধু—বন্ধু—

বীত। ঠিক শুনছি—ঠিক শুনছি।

শার্ঙ্গ। এক ভাগ্যবানের নাম শুনেছিলুম—কপিলাবস্তুর অধীশ্বর মহারাজ শুদ্ধোদন ভগবান বুদ্ধদেবকে পুত্রত্বে প্রাপ্ত হয়ে, সেই ভাগ্য লাভ করেছিলেন। মগধেশ্বর! আপনি দ্বিতীয় ভাগ্যের অধিকারী। বর্ত্তমানেত সমগ্র বসুন্ধরামধ্যে আপনার তুল্য দেখতে পাচ্ছি না—সুদূর ভবিষ্যতে—তাই বা কই মহারাজ?—কই কোথায়—কে তুমি ভাগ্যধর!—কোথায়—কই মহারাজ! দেখতে পাচ্ছি না—অতি দূরে শ্যামশস্যশালিনী ভাগীরথী-তীরে—নদীয়া নগরে—অস্পষ্ট আভাষ—

বুঝতে পারলুম না!—মহারাজ! আমার জ্ঞানতঃ রাজা শুদ্ধোদনের পর আপনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান।

বিন্দু। বলেন কি প্রভু! আমি যে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি। বীতশোক আমার এমন পুত্র তাতো জানতুম না!

সকলে। আমরা জানি মহারাজ—আমরা জানি।

ধুন্ধু। বন্ধু—বন্ধু—

বীত। শুনে যাও—আস্তে—চুপিচুপি—গোল ক'র না—শুনে যাও।

ধুন্ধু। তোমার দাদার অবস্থাটা দেখেছ?

বীত। দেখে যাও—শুধু দেখে যাও।

রাধা। একি শুনি! ত্যাগী সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীও কি এই সকল হতভাগ্যের মতন চাটুকার্য্যে প্রবৃত্ত হল! একে বিশ্বাস করতে পারছি না। নিরক্ষর হিতাহিতজ্ঞানহীন বীতশোকের মতন পুত্রের যদি ভাগ্য হয়, তাহ'লে অভাগ্য জগতে আর কি আছে! কিম্বা হে ছদ্মবেশী ভূমিতল নিষণ্ণ! রোগের আচ্ছাদনে স্থূলদেহ আচ্ছাদন করে অন্তঃশরীরে চির ঔজ্জ্বল্যময় ভাগ্যবান! এই সত্যনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর লক্ষ্যস্থল কি তুমি? তাই কি আত্ম-প্রকাশের লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে তুমি অবস্থান করছ?

বিন্দু। যোগিবর! এখন একবার রাজকুমারের অদৃষ্ট পরীক্ষা করুন।

শার্ঙ্গ। আপনার কি সবে ওই একটীমাত্র পুত্র মহারাজ?

বিন্দু। বলতে গেলে সবে ওই একটীমাত্রই পুত্র—আর একটী আছে। সেটীকে আমার দেখাতে লজ্জাবোধ হচ্চে।

শার্ঙ্গ। কেন মহারাজ?

বিন্দু। কি বলবো?

শার্ঙ্গ। ও! বুঝতে পেরেছি, সেটী ব্যাধিগ্রস্ত।

বিন্দু। আপনার আর অবিদিত কি আছে ?

শার্ঙ্গ। তথাপি আমি তাকে দেখতে ইচ্ছা করি।

বিন্দু। আজ্ঞে সে মুখ দেখাতে পাচ্ছে না। লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রয়েছে।

শার্ঙ্গ। রাজকুমার! তোমরা উভয়েই স্বস্ব আসন ছেড়ে একবার গাত্রোত্থান কর। মহারাজ! মন্ত্রিণ্! সভাসদবর্গ! আপনারা নিবিষ্ট-চিত্তে আমার অদৃষ্টপরীক্ষা লক্ষ্য করুন। আমি যে সকল কথা উভয়কে জিজ্ঞাসা করবো, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। জ্যোতিষশাস্ত্র দানবগণ কর্ত্তৃক পৃথিবীতে প্রথমে আনীত হয়। চন্দ্র যেদিন তারাগৃহে গমন করেন, সেইদিন থেকেই তার ক্ষয়। চন্দ্রের ক্ষয়ে ধরণীর শ্রীবৃদ্ধি—সুধাংশুর রোগে সমগ্র দেবতা দুর্ব্বল হয়েছিলেন। দেবতার দুর্ব্বলতায় দানবীশক্তিতে পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়েছিল। শুক্রাচার্য্য দানবেশ্বরের গুরু, তিনি এই অমূল্যরত্ন দানবপতি ময়কে দান করেন। বহুকাল পরে গর্গাচার্য্য একে শাস্ত্রাকারে প্রবর্ত্তিত করেন। সুতরাং এ একরূপ দানবী বিদ্যা। মনোযোগ দিয়ে না শুনলে এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য।

রাধা। আপনি বলুন, আমরা নিবিষ্টচিত্তেই শ্রবণ করছি।

শার্ঙ্গ। (বীতশোকের প্রতি) তুমি আজ কি যানে আরোহণ ক'রে রাজসভায় এসেছো ?

বীত। উৎকৃষ্ট আরব্য দেশের অশ্বে চেপে এসেছি।

শার্ঙ্গ। কি আহার করেছ ?

বীত। তুচ্ছ বলে তণ্ডুলান্ন ভক্ষণ করিনি—অন্য যত প্রকারের উৎকৃষ্ট আহার হ'তে পারে সব খেয়েছি।

শার্ঙ্গ। তুমি কিসে এসেছ রাজকুমার ?

অশোক। এক বৃদ্ধ হস্তীতে আরোহণ ক'রে এসেছি।

শার্জ। আহার।

অশোক। তণ্ডুলনিষ্পেষিত চিপিটক।

শার্জ। মহারাজ! মন্ত্রিণ্! সভাসদবর্গ! সকলে শুনুন—এই দুই রাজকুমারের মধ্যে যাঁর শ্রেষ্ঠ আসন, শ্রেষ্ঠ যান ও শ্রেষ্ঠ আহার, তিনিই এই শক্তিমান নরপতির উত্তরাধিকারী—আমার কার্য্য শেষ হ'ল—আমি আর মুহূর্ত্তের জন্য এখানে অবস্থান করবো না—অবস্থান করতে কেউ অনুরোধ করবেন না। মহারাজের জয় হোক।

[প্রস্থান।

বিন্দু। সভাসদ্‌গণ! মন্ত্রী রাধাগুপ্ত! তোমরা সকলে শুন্‌লে, বুঝলে--আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক অশোকের উপর নির্দ্দয় হইনি, ওর দুরদৃষ্ট আমাকে নির্দ্দয় করেছে। রাধাগুপ্ত! এখনও যদি হতভাগ্য রাজধানী হ'তে দূরে, আমার রাজ্যের কোন একস্থানে বাস করতে চায়, তাহ'লে তাকে বাসস্থান দাও। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করুক, আর যেন কখন সে রাজধানীতে ফিরে না আসে।

অশোক। না মহারাজ! আমি যখন নিজের ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরেছি, তখন আমার আর কারও ওপরে অভিমান নেই। আমি সন্তুষ্ট মনেই আপনাদের নিকট হ'তে বিদায় গ্রহণ করছি।

বিন্দু। তবে আজ সভাভঙ্গ হোক।

সকলে। জয় মহারাজের জয়—জয় বীতশোকের জয়।

[বিন্দুসার ও সভাসদ্‌গণের প্রস্থান।

বীত। কি দাদা! বুঝলেত?

অশোক। বুঝেছি বই কি ভাই।

ধুন্ধু। তবে আর কি, হরি হরি ব'লে রওনা হও।

অশোক। এই যে উদ্যোগ করছি ভাই।

বীত। দেখ, এখনও যদি কিছু চাও, তো বাবাকে বলে তোমাকে দিয়ে দিই।

অশোক। তোমার সহৃদয়তায় পরম সন্তুষ্ট হলুম। আমার কিছু প্রয়োজন নেই।

বীত। দেখ দাদা! সত্যি কথা বলতে কি—তোমার জন্য বড় দুঃখ হচ্ছে।

অশোক। কেন অকারণ দুঃখ ভাই! আমি যে নিজের অবস্থায় সুখী।

বীত। সুখী! বল কি! তুমি কি পাগল হয়েছ?

ধুন্ধু। সেকি এতক্ষণে বুঝলেন যুবরাজ! পাগল না হ'লে কি মরা হাতী চড়ে, চিঁড়ে চিবুতে চিবুতে আসে! নিন্ চলে আসুন দারিদ্দিরের সঙ্গ বেশিক্ষণ করবেন না। ও হাওয়া বেশিক্ষণ গায়ে লাগানো ভাল নয়, চলে আসুন।

রাধা। ধুন্ধুমার! সেটা যখন বুঝতে পেরেছ—তখন রাজকুমারকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দিচ্ছ কেন?

ধুন্ধু। তা আপনি রইলেন কেন? চুন্টিরাম রাজার ভৃঙ্গিরাম মন্ত্রী হবার ইচ্ছা হয়েছে নাকি?

রাধা। যা বলেছ ধুন্ধুমার! ভবিষ্যতের মন্ত্রী হবার লোভটা ত্যাগ করতে পারছি না।

বীত। বেশ বেশ তাই করুন মন্ত্রী—পিলে রাজা তস্য মন্ত্রী যকৃৎ।

ধুন্ধু। বা! বা! ঠিক বলছেন যুবরাজ, ঠিক বলছেন। শুনুন মন্ত্রী, এই এখন থেকে শুনুন। এই ইনি ভবিষ্যতের ভারতেশ্বর, আর এই অধম হবে তার মন্ত্রী। এইবেলা এই ভিখিরীর সঙ্গে মানেমানে যদি পথ দেখতে পারো, তাহ'লে তোমারও মঙ্গল, আমারও মঙ্গল। কেননা—

বোনাইয়ের তুমি অনেক এঁটোকাঁটা সাফ্ করেছো—তোমাকে নিজগুণে কৃপা করে তাড়িয়ে দিতে আমার কিঞ্চিৎ চক্ষুলজ্জা হবে।

রাধা। আরে থাম্ গণ্ডমূর্খ গর্দ্দভ!

ধুন্ধু। শুনুন যুবরাজ! আমাকে এই নরাধম মন্ত্রী কি বললে শুনুন্। আমি আপনারই কাছে নালিশ করলুম।

বীত। আমিও তোমার নালিশ মঞ্জুর করলুম।

[বীতশোক ও ধুন্ধুর প্রস্থান।

রাধা। কি বুঝলেন রাজকুমার!

অশোক। পরীক্ষা করছেন সচিবপ্রধান? তবে শুনুন—এই ব্যাধিগ্রস্ত ভিখারীই ভারতের ভাবী সম্রাট। হস্তীর তুল্য শ্রেষ্ঠ বাহন আর কি আছে! যাতে সমগ্র জাতির জীবন রক্ষা—রাজা হ'তে কুটীরবাসী পর্য্যন্ত যার কৃপায় জীবন রক্ষা করে—যার অভাবে প্রাণপূর্ণ দেশ এক দিনে শ্মশানে পরিণত হয়, সেই তণ্ডুলকণার অপেক্ষা আর কি শ্রেষ্ঠ খাদ্য আছে সচিবপ্রধান? আর আসনশূন্য উপেক্ষিত রাজকুমারকে রাজসভামধ্যে ভিখারীর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, স্বয়ং সর্ব্বংসহা ধরিত্রী করুণায় নিজ বক্ষে স্থান দিয়েছিলেন। এ হ'তে শ্রেষ্ঠ আসন আরত আমার বিদিত নেই।

রাধা। ভবিষ্যৎ রাজ্যেশ্বর! আপনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

অশোক। মন্ত্রিবর! আমার এই দেহে আমি বিপুলা ধরণীর মধুময় স্পর্শসুখ অনুভব করছি।

পৃথ্বি! ত্বয়া ধৃতালোকাঃ দেবিত্বং বিষ্ণুণা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনং॥

মা! সর্ব্বলোকাধাররূপা ধরা! তুমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক ধৃতা—তুমি আমাকে নিত্যধারণ কর—আমার আসন পবিত্র কর।

রাধা। তাহ'লে আর ইতস্ততঃ ভ্রমণের প্রয়োজন কি ?

অশোক। ভ্রমণ! কিসের জন্ম শুনবেন? দারিদ্র্যের প্রথম অভি-ঘাতে জ্ঞানশূন্য আমি আশ্রয় প্রার্থিনী রাজলক্ষ্মীকে বিদায় করে দিয়েছি। আমার ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি, রাজ্যের আশ্রয় সহধর্ম্মিণী কোন অরণ্যে আত্ম-গোপন করেছে।

রাধা। সেকি ?

অশোক। রাধাগুপ্ত! আমি তারই অনুসন্ধানে চললুম। আমাকে প্রসন্নমনে বিদায় দিন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নদীতীরস্থ পথ।

বিনায়ক।

বিনা। এইবারে আমি নিশ্চিন্ত। অশোক! মনের আবেগে তোমায় আশীর্ব্বাদ করেছিলুম--দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ--আশীর্ব্বাদ করেই চিন্তিত হয়েছিলুম--কিজানি যদি আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হয়। ব্রাহ্মণ্য শক্তির সামান্য অংশও যদি আমাতে নেই জানতুম, তাহ'লে এ ব্রাহ্মণ দেহকেও সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জ্জন দিতুম। যাক্ আর প্রাণত্যাগের প্রয়োজন নেই--এইবার থেকে অতি যত্নে প্রাণ ধারণের প্রয়োজন। সাধুর গণনা--অশোক যে রাজা হবে, তাতে আর সন্দেহই নেই--অশোকও তা বুঝেছে, বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে দেশত্যাগ ক'রে চলে গেছে। অথচ এমন কৌশলে সন্ন্যাসী কথাটা বলে গেছেন যে, মূর্খ রাজা, তার গণ্ডমূর্খ পুত্র--তারা কিছুই বুঝতে পারেনি। মূর্খ বীতশোক ভবিষ্যতে রাজা হবে স্থির বুঝে উল্লাসে মেতেছে। দু'পক্ষেরই যখন সমানভাবে উল্লাস, তখন আমিই বা নিরুল্লাস থাকি কেন? আমি একজন ত্যাগী যোগীর বন্ধু--খুঁজে খুঁজে সে আমার সঙ্গে বন্ধুতা পাতিয়ে গেছে, তখন আর আমাকে পায় কে? তাহ'লে উল্লাস--বিনায়ক! কেবল তুমি উল্লাস কর। এখন উল্লাস করি কিসে--চিপিটকে না মোদকে? চিপিটকে উল্লাস করতে হ'লে, যেমন দেখেছি, অমনি সোজা পথ ধ'রে চলতে হয়--আর মোদকে উল্লাস করতে হ'লে আবার সহরে প্রবেশ করতে হয়। বাইরে কঠোর চিপিটক আর নগরে কোমল

মোদক। এখন চিঁপিটক কিম্বা মোদক? চিপিটক হ'লে এই পথ—আর মোদক হ'লে এই। বড়ই দোটানায় পড়া গেল বাবা, এখন কোন পথে যাই? চিপিটক কিম্বা মোদক? যাক্, ও দুয়ের কোন পথেই যাবোনা—এই আড় হয়ে চলা যাক্—দেখা যাক্ কোথায় গিয়ে পড়ি।

[আড় হইয়া গমন।

(ধুন্ধুর প্রবেশ)

ধুন্ধু। হাঁ হাঁ—পা ঠেকবে—পা ঠেকবে! গেল-গেল—সর্ব্বনাশ হ'ল! বিটলে বামুন আমার সব মাটী করলি—সন্ন্যাসীর জন্যে মিষ্টান্ন নিয়ে যাচ্ছিলুম, পা ঠেকিয়ে দিলি!

বিনা। চিপিটক কিম্বা মোদক? বরাত সুপ্রসন্ন—এইবারে ঠিক বোঝা গেল বরাত ঠিক সুপ্রসন্ন! কেও—ভাই ধুন্ধু! তুমি! চিপিটক কিম্বা মোদক—

ধুন্ধু। যা, যা—ভাই ব'লে আর আদর কাড়াতে হবে না।

বিনা। সেশ—কি গর্দ্দভ ধুন্ধু—রাজকুমারের বন্ধু?

ধুন্ধু। দেখ্ বামুন, মুখ সামলে কথা ক'—কে আমি তা জানিস্?

বিনা। ভাই বললে রাগ্‌বে—গর্দ্দভ বললে রাগ্‌বে—তাহ'লে দেখি তুমি কত রাগ্‌তে পার। (মিষ্টান্ন লইয়া ভক্ষণ) চিপিটক কিম্বা মোদক।

ধুন্ধু। হাঁ হাঁ—যা আমার সর্ব্বনাশ ক'রলে!

বিনা। ক্রোধ কর—ক্রোধ কর—চিপিটক কিম্বা মোদক।

ধুন্ধু। দেখ বিনায়ক ঠাকুর!

বিনা। ক্রোধ কর—ক্রোধ কর—

ধুন্ধু। আমি যদি এখন ক্রোধ করব, তাহ'লে তোমাকে দুনিয়া ছাড়তে হবে তা জান?

বিনা। বল কি ?

ধুন্ধু। তুমি যে রাজার বিদূষক ব'লে বেঁচে যাবে তা মনে ক'র না।

বিনা। কেন গর্দ্দভ, সহসা এত জোর তোমার কিসে হ ল ?

ধুন্ধু। কিসে হ'ল, সহরে চলনা, তাহ লেই টের পাবে।

বিনা। বটে বটে।

ধুন্ধু। হাত থেকে সন্দেশ কেড়ে খাওয়া নয়—পেঠ চিরে সব আদায় করবো—গাধা বলার মজা দেখাবো। কি—কথা শুনে প্রাণে ভয় ঢুকলো নাকি ?

বিনা। ঢুকলো বইকি—সেইজন্যে ভয়টাকে চাপা দিচ্ছি। তা ভাই বন্ধু! তোমার ভারী বরাত।

ধুন্ধু। কি ক'রে বুঝলে—কি ক'রে বুঝলে ?

বিনা। উঃ! ভারী বরাত। এই সন্দেশ খেতে খেতেই বুঝতে পারছি।

ধুন্ধু। কি রকম—কি রকম ?

বিনা। এর আর রকম নেই—একেবারে নির্ঘাত বরাতটা তোমাকে আঁকড়ে ধরেছে—তুমি মন্ত্রী হ'লে।

ধুন্ধু। কি করে জানলে—কি করে জানলে ?

বিনা। বরাত সন্দেশের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে—বরাত একেবারে করাতের মতন নাড়ী কাটতে কাটতে চলেছে।

ধুন্ধু। বটে—বটে—তাহ'লে তুমি গণতে জান ?

বিনা। বিলক্ষণ; তুমি গণাবার জন্যে সন্দেশ এনেছ—আমি যখন খাচ্ছি, তখন বুঝতে পারছ না ?

ধুন্ধু। খাও—দাদা! খাও—আর ঠিক করে গণে বল।

বিনা। উঃ! সন্দেশের এক একটা বোমা যেই উদরগহ্বরে ঘা মারছে, আর তোমার বরাতটা অমনি তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে উঠছে। দেখতে পাচ্ছি তুমি রাজার পাশে বসেছ—উঃ!

ধুন্ধু। কি—কি ?

বিনা। তুমি মন্ত্রী হয়ে গেছ।

ধুন্ধু। বল কি—বল কি! ঠিক দেখছ ?

বিনা। নির্ঘাত দেখছি—উঃ!

ধুন্ধু। আবার কি—আবার কি ?

বিনা। রাধাগুপ্ত তোমাকে হাতজোড় করছে।

ধুন্ধু। ইস্!—ঠিক দেখ—ঠিক করে দেখ। তাহ'লে সত্যি কথা বলি, এক গণকার আজ রাজার বাড়ীতে এসে রাজার বরাত গুণে গেছে, রাজপুত্রদের বরাত গুণে গেছে। আমার বরাতটা আর গণানো হয়নি, তাই আমি তাকে ধরেছিলুম—তাতে সন্ন্যাসী আমাকে বলেছিল, নদীতীরে শ্মশানে আমার সঙ্গে দেখা ক'র। কিন্তু যদি অদৃষ্ট গণাতে চাও, তাহলে পথে কারও সঙ্গে কথা কয়ো না। আর যদি মুখ সামলাতে না পার, তাহ'লে হাতে করে কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে যেয়ো। মিষ্টান্ন হাতে থাকলে, কথা কওয়ায় কোন দোষ হবে না। কিন্তু মিষ্টান্ন হাতে না থাকলে যদি কথা কও, তাহ'লে আর আমার খোঁজ পাবে না। জানি পথে কারও সঙ্গে না কারও সঙ্গে দেখা হবেই—আর দেখা হ'লে কথা না কয়েতো থাকতে পারবো না, তাই সের পাঁচেক সন্দেশ হাতে ক'রে নিয়ে চলেছিলুম।

বিনা। (স্বগত) বন্ধু বলে ডেকে ঠাকুর বড়ই বিপদে পড়েছ দেখছি। বড়ই ক্ষুধার্ত্ত জেনে তোমার করুণার প্রাণ গলে গেছে, তাই খাদ্য পাঠাবার লোক না পেয়ে, এই গণ্ডমূর্খ গর্দ্দভটা দিয়ে পাঠিয়েছ। নইলে এ গর্দ্দভের অদৃষ্টে কি আছে গণবার জন্যে তোমার মতন লোকের প্রয়োজন হয় ? ওর পক্ষে গণনা করতে আমার মতন গণকই যথেষ্ট। বা! বা! চিপিটকের বদলে মোদক—অশোককে চিপিটক দিলুম, ফলে মোদক পেলুম। তাহ'লে দুনিয়া! তোতে দেওয়ায় লাভ, না নেওয়াও লাভ ?

ধুন্ধু। কি দাদা! চোক বুজে গেলযে?

বিনা। তোমার বরাতে আর কোথায় কি আছে খুঁজে দেখছি।

ধুন্ধু। আর যদি কিছু খুঁজে না পাও, তাহ'লে সন্দেশ ফিরিয়ে দাও। আমি আবার সেই ঠাকুরের কাছে গণিয়ে আসি।

বিনা। নাও—এই কুল্‌লে সের পাঁচেক সন্দেশে এর বেশি আর বলা যায় না।

ধুন্ধু। য়ঁ্যা! এই পাঁচসের সব পেটে পুরেছ—ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাবার কিছু রাখনি?

বিনা। কথা কয়োনা—কথা কয়োনা—

ধুন্ধু। তবেরে পাজী যোচ্চোর বিটলে বামুন, তুমি ফাঁকি দিয়ে দম দিয়ে আমার সব সন্দেশ খেয়ে ফেললে!

বিনা। হুঁ হুঁ—একটীতে ঠেকেছে—এটী পেটে গেলেই যদি সন্ন্যাসীঠাকুরের কাছে গণাতে চাও, তাহলে আর কথা কয়োনা।

ধুন্ধু। তাহলে তুমি যা বললে, সব ফাঁকি?

বিনা। সব ফাঁকি—তুমি চাণক্য পণ্ডিতের পোষা গাধা—তুমি খোঁয়াড়ে থাকবে! তুমি মন্ত্রী হলে দুনিয়া উলটে যাবে যে!

ধুন্ধু। কি তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা?

বিনা। (সন্দেশ গালে দিয়া) হুঁ হুঁ—বেশি বাড়াবাড়ি করত, কোঁৎ করে গিলে ফেলবো।

[উভয়ের ইঙ্গিতাভিনয় ও ইঙ্গিতে ভয় দেখাইয়া ধুন্ধুর প্রস্থান।

বিনা। যাক্—গর্দ্দভটার মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে আজকের দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপারটাত সারা গেল তখন এ পাপরাজ্যে প্রবেশের প্রয়োজন কি? অদৃষ্টের গোড়াটা যে রকম দেখছি, তাতে বোধ হচ্ছে পথে পথেই ঘুরি, কিম্বা রাজার আশ্রয়েই ফিরি, উদরের জন্তে আর আমাকে ততটা চিন্তিত হতে হবে না।

(ধারিণীর প্রবেশ)

ধারিণী। কে তুমি গা পথের মাঝে দাঁড়িয়ে ?

বিনা। তুমি কে মা ?—একি রাণী ? ভারতেশ্বরের জননী ! তুমি এরূপ স্থানে এরূপ ছদ্মবেশে কেন মা ?

ধারিণী। ব্রাহ্মণ ! তুমি চিরদিন মৌর্য্যবংশের হিতৈষী—ভিখারিণীকে তুমিও তীব্র রহস্য করছ কেন ?

বিনা। মা ! আমি নিরক্ষরা শকনন্দিনীর নিকটে চাটুকার বৃত্তি অবলম্বন করি বলে কি, তোমার কাছেও তাই করবো ? যেখানে সত্যের আদর সেখানে মিথ্যে কয়ে অপরাধী কেন হব মা।

ধারিণী। তাই যদি আপনার বিশ্বাস—

বিনা। যদি নয় মা ! আমি তোমার সন্তানের শিরে বিশ্ববিজয়ী সম্রাটের রত্নমুকুট দেখতে পাচ্ছি।

ধারিণী। সন্তানকে বিদায় দিয়েও এ অভাগিনী অটল ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ আপনার করুণা-পূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত কামনায় আমার চক্ষে জল এসেছে। রমণী আমি, পুরুষোচিত প্রাণ নিয়ে জাতির অমর্য্যাদা করেছি। আর পারলুম না ! ব্রাহ্মণ ! ভিখারিণীর আবেদন—

বিনা। ও কি মা ! সন্তান সম্মুখে দাঁড়িয়ে—আদেশ কর।

ধারিণী। আমি আজ উষাগমে পুত্রবধূকে নিয়ে জাহ্নবীতে স্নান করতে এসেছিলুম। স্নান ক'রে উঠে দেখি সে অভাগিনী অদৃশ্য হয়েছে। আমার বোধ হয়, স্বামিবিয়োগ-বিধুরা উন্মাদিনী হয়ে স্বামীর অন্বেষণে ছুটে গেছে। কি হবে বাপ্ ! তুমি যা বললে, তা যদি সত্য হয়, তা হ'লে ভাবী ভারতেশ্বরপত্নী মৌর্য্যবংশের কুলবধূ ভিখারিণী বেশে পথে পথে বেড়াবে ? এ আমি সহ্য করতে পারছি না। ব্রাহ্মণ ! মর্য্যাদানাশের ভয়ে, শত আশঙ্কায় আমি ব্যাকুল হয়েছি—তাই উন্মাদিনীর মতন ছদ্মবেশে

অনুসন্ধানে ছুটে এসেছি। এখনও কেউ শোনেনি, এখনও রাজার কর্ণ-গোচর হয়নি। কিন্তু আমি কুলবধূ—আমি কত দূরে আর যাব!

বিনা। এই যে আমি চললুম মা!

ধারিণী। কি আর আপনাকে বলব ব্রাহ্মণ! বিশাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমার নির্ব্বাসিত পুত্রকে ফিরতে দেখলে আমি যত সুখী না হব, পুত্র-বধূকে ফিরিয়ে আনলে, তার শত গুণ সুখে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করবো। [প্রস্থান।

বিনা। বেশ, তাই আনতে চললুম! যাও মা মগধেশ্বরী! একটা ভূতের সঙ্গে ভাব হয়েছে--বিনা চেষ্টায় এক তপঃসিদ্ধ সন্ন্যাসী খুঁজে এসে আমাকে কোল দিয়েছে—আমার মতন ভাগ্যবান কে? শিবশম্ভো! বুঝতে পারছি—যুগলকে আনয়ন করবার ভার আজ তোমার এই অতি ক্ষুদ্র দাসের ওপর সমর্পণ করলে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

ধুন্ধু।

ধুন্ধু। (ইঙ্গিতাভিনয়—নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া)

(জনৈক সভাসদের প্রবেশ)

সভা। আরে কেও—এ কি ধুন্ধু দাদা! পথের মাঝে এমন ক'রে হাত পা ছুড়ছো কেন?

ধুন্ধু। (সভাসদ্‌কে ধরিয়া ইঙ্গিতে বিনায়ক ও ধারিণীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ।)

সভা। কি! কি! ওদিকে কি? আরে রাম বল –কি? কথা কচ্ছনা কেন? কথা কয়েই বল না কি?

ধুন্ধু। (ঘাঁড়ি নাড়িয়া ইঙ্গিত)

সভা। তুমি পাগলের মতন কি করছ আমি বুঝতে পারছি না! হুঁ হুঁ—কেউ ওদিকে চলে গেছে, হুঁ হুঁ—বুঝেছি। (ধুন্ধু মাথায় রুমাল দিয়া দেখাইল) বউ বউ? বটে বটে! সে কি! তোমার বউ বেরিয়ে গেছে? (ধুন্ধুর ক্রোধ প্রকাশ) আরে ছাই চট কেন না বুঝতে পারলে কি করব? তোমার কি বাক্‌রোধ হয়েছে?

ধুন্ধু। তোর হোক্ পাজী নচ্ছার—বললুম এগিয়ে কোন পথে গেল দেখ্—

সভা। তা মুখ বুজে গাধার মতন মাথা নাড়ছিলে কেন? মুখ খুলে বললেইত হ'ত।

ধুন্ধু। কি তোকে পিণ্ডি বলব—আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—এ কুল গেল, ও কুল গেল—সেই কথা কওয়ালে, তবে ছাড়লে হায় হায়!

সভা। আরে ভায়া ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে বল—ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে বল।

ধুন্ধু। আর বলবার রাখলি কি!—বিনায়ক ঠাকুর! চলে গেল—এ ঘোমটা দিয়ে সঙ্গে গেল—হায় হায়—ধরাও হ'ল না—গণাও হ'ল না।

সভা। কেবে কেরে ওরে কেরে?

ধুন্ধু। হায় হায় ধরাও হ'ল না—গণাও হ'ল না!

[উভয়ের প্রস্থান।

(কৃপানন্দ ও শার্ঙ্গধর)

শার্ঙ্গ। দয়াময়! এই ত বললেন, শ্মশানে আজ আসন করবেন, কিন্তু আসতে না আসতে উঠে পড়লেন কেন? মনের কথা বলতে কি প্রভু! আজ শ্মশান উপভোগের ইচ্ছা হয়েছিল।

কৃপা। তুমি আসতেই আমাকে উঠতে হয়েছিল।

শার্ঙ্গ। সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! অবশ্য দাসের কোন মানসাপরাধ জেনেই উঠেছেন—কিন্তু আমি যে এখনও তা বুঝতে পারিনি কৃপাময়!

কৃপা। শ্মশান উপভোগ করতে হ'লে আগে হৃদয়কেও শ্মশান করতে হয়। শ্মশানেশ্বরের আবাস নববিকসিত কুসুমাবলি বিরচিত মালঞ্চ নয়। শার্ঙ্গধর! চুরাশিলক্ষ জীবনের দগ্ধ কামনার স্তূপীকৃত ভস্মরাশীর উপরেই সেই যোগীরাজের আসন। বাপ্! তুমি তা পারলে না, তাই সে আসন ভেঙ্গে গেল—ভগ্ন আসন পার্শ্বে বসে তোমার ত কোনও লাভ হবে না শার্ঙ্গধর। তাই উঠে এলুম।

শার্ঙ্গ। এখন বুঝতে পেরেছি—রাজকুমার অশোককে দেখে, তার রাজ্যপ্রাপ্তির কামনা আমার মনে জেগে উঠেছিল। মনে মনে তাকে আমি রাজ্যেশ্বর হবার আশীর্ব্বাদ করেছি।

কৃপা। তোমার আশীর্ব্বাদত আর নিষ্ফল হবে না। কিন্তু বৎস! যে ফল সুপক্ক হয়ে পড়লে, মধুরতায় পৃথিবীর প্রাণী পরিতৃপ্ত হ'ত, তাকে অপক্ক অবস্থায় বৃন্ত হ'তে উৎপাটিত করেছ।

শার্ঙ্গ। তাইত গুরুদেব কি করলুম?

কৃপা। তীব্ররসে ধরণী উন্মত্ত হবে। অশোক ফিরবে, কিন্তু ফেরার পথটা একবার নিরীক্ষণ কর। রক্ত স্রোতে মগধের শতপথ রঞ্জিত হয়ে পড়েছে। মৃতদেহের স্তূপে যেন অশোকের সিংহাসনের চারিপাশে দুর্গপ্রাকার নির্ম্মিত হয়েছে। সময়ে যে ধর্ম্মাশোক, তোমার সকাম আশীর্ব্বাদ অসময়ে তাকে চণ্ডাশোকে পরিণত করেছে।

শার্ঙ্গ। রক্ষা করুন দয়াময়! আর আমি দেখতে পারছি না।

কৃপা। কাতর হয়ো না শার্ঙ্গধর! যা করেছ করেছ, কাতরতায় আরও অনিষ্ট কর না।

শার্ঙ্গ। প্রভু! প্রায়শ্চিত্ত করচি, আত্মবলিদানে যদি আমার

চির আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম্মাশোককে দেখতে পাই, এখনি প্রস্তুত আছি প্রভু !

কৃপা। তবে আশ্বস্ত হও শার্ঙ্গধর ! করুণায় যে কামনার ভিত্তি— তার পরিণাম কখন অশুভ হয় না। নাও—আর এখানে নয়—স্থান ত্যাগ কর।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

চিত্রা।

চিত্রা। যাক্, এক দিকে নিষ্কণ্টক ! এক প্রবল শত্রুকে দেশত্যাগী করেছি। এখন আর এক জনকে দূর করতে না পারলে, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না। রাধাগুপ্ত ! তুমি বেঁচে থাক্‌তে আমি এ দুনিয়াটা পূর্ণ সাধে ভোগ করতে পারছি না। তবে তোমার অসীম শক্তি—আমার দুর্ব্বলচিত্ত স্ত্রীস্বভাববিশিষ্ট স্বামী তোমাকে মৃত্যুর ন্যায় ভয় করে। কিন্তু অহঙ্কৃত দাম্ভিক সচিব ! জান না এবারে কে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ! দেখবো তুমি কত বুদ্ধি ধর যে, রমণীর বুদ্ধির সঙ্গে যুদ্ধ দাও। সব ঠিক ?

(বীতশোক ও ধুন্ধুর প্রবেশ)

বীত। সব ঠিক—সমস্ত রক্ষী শকসেনাকে বাড়ীর ভেতরে ঢুকিয়েছি। অন্দরের বড় বড় ঘরে যেয়ে সাজিয়ে রেখেছি।

চিত্রা। বেশ—আপাততঃ চলে যাও— বাক্স আসবাব সমস্ত হয়েছে।

ধুন্ধু। আমি কি কখনো রাণী না ?

চিত্রা। তুমি একেবারে মন্ত্রীর পোষাকে সজ্জিত হয়ে থাক। আজ আর তোমার মন্ত্রিত্ব কেউ রোধ করতে পারছে না।

ধুন্ধু। বস্—

চিত্রা। আজ রাধাগুপ্তের ভবলীলা সাঙ্গ—

বীত। বস্— [প্রস্থান।

(বিন্দুসারের প্রবেশ)

বিন্দু। কেমন প্রাণেশ্বরী! এই বারে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'ল?

চিত্রা। তাতো হ'ল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও ত রয়ে গেল!

বিন্দু। আবার ভয় কি চিত্রা! তুমি এখন থেকে একছত্র রাজার পাটরাণী হ'লে। তোমার সন্তান হবে উত্তরাধিকারী—কাল তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করব—জ্যেষ্ঠপুত্র অশোক চিরনির্ব্বাসনে চলে গেছে। তখন আবার ভয় কি প্রাণেশ্বরি!

চিত্রা। কিন্তু তার মা, স্ত্রী, পুত্র—তারা ত রইল?

বিন্দু। তারা শক্তিশূন্য আমার এক জন সামান্য কর্ম্মচারীরও যা ক্ষমতা তাও তাদের হাতে রাখিনি। তারা ভিখারীর মত ভিক্ষে নেবে, খাবে, থাকবে।

চিত্রা। তাই কি করবে মহারাজ? তাম্রলিপ্তির মেয়ে, এই সব অপমান সয়ে চুপ করে থাকবে মনে করেছেন?

বিন্দু। কি করবে?

চিত্রা। কি করবে? কি করবে যদি জানতে পারতুম, তাহ'লে বলতুম। আমি সরল শকরাজার মেয়ে, আমাদের দেশের লোক আপনাদের কুটীল রাজনীতি বুঝতে পারে না। তাহ'লে কি করবে আমি কি করে বলব! দেখুন মহারাজ! আমার জন্যে বলছিনি আপনার কৃপায় আমি যা পাবার সমস্ত পেয়েছি। আর আমার চাইবার কিছু নেই। এখন ভয় আপনার জন্যে। আপনি অতি সরল, সকলকে সমান ভাবে বিশ্বাস করেন। এ রাজ্যের সকলের মনের অবস্থা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন?

বিন্দু। তা বটে, তা তুমি যা বলছ, তা বড় মিথ্যা নয়।

চিত্রা। সকলেই আপনাকে দেখে হাসি মুখে কথা কয় বলে কি, সকলের পেটের কথা আপনি জেনে ফেলেছেন?

বিন্দু। তা কি সম্ভব?

চিত্রা। তবে! এই সহরের কোথায় কি হচ্চে, কে কি কাজ করছে, সব সংবাদ কি আপনার কানে আসে?

বিন্দু। সব কানে না আসুক, কিন্তু যে সব কুশলচর নিযুক্ত করেছি, তাতে অনেক কথাই আমার কানে আসে।

চিত্রা। চর কি সব আপনিই নিযুক্ত করেছেন মহারাজ?

বিন্দু। অবশ্য নিযুক্ত করে মন্ত্রী, কিন্তু আদেশ না পেলে ত মন্ত্রী তাদের নিযুক্ত করতে পারে না।

চিত্রা। আপনি কি তাদের সবার চরিত্র জানেন?

বিন্দু। তা কি জানা সম্ভব! মন্ত্রী পরীক্ষা ক'রে যাকে যোগ্য বলে, আমি তাকেই নিযুক্ত করি।

চিত্রা। মন্ত্রী তাদের পরীক্ষা করে, কিন্তু মন্ত্রীকে পরীক্ষা করে কে? শুনেছি এ রাজ্যের এক মন্ত্রী রাজার প্রাণসংহার করেছিল।

বিন্দু। সে হত্যা ক'রে, আমারই পিতামহকে রাজ্য দিয়েছিল।

চিত্রা। তবে! মহারাজ! মনে করবেন না যে, এ সব কথা আমি নিজের জন্যে বলছি। আমি যা পেয়েছি, এর চেয়ে আর বেশি কিছু চাই না। এখন যাতে আপনার পদপ্রান্তে বসে কিছুকাল এই ভাবে থেকে আপনার সেবা করতে পাই, তাই চাই।

বিন্দু। তা কি আর আমি জানি না।

চিত্রা। মন্ত্রীর মনের ভাব ত আপনার অগোচর নেই! সে দিন বসন্তোৎসব নিয়ে কথাতে ত সব বুঝতে পেরেছেন।

বিন্দু। তাতো পেরেছি—কিন্তু রাণী! মন্ত্রী আমা হ'তেও শক্তিমান।

চিত্রা। তাহ'লে মন্ত্রিপত্নীও ত আমার চেয়ে শক্তিমতী। অর্থা মন্ত্রিণীই হচ্ছে ভারতের রাণী। আর ভারতেশ্বরের পত্নী হয়েও আমি তার অধিনী। যাক, তাতে আমার দুঃখ নেই। আপনার সুখেই আমার সুখ। আপনি যখন মন্ত্রীর কাছে মাথা হেঁট ক'রে সুখী, তখন আমিই বা হ'ব না কেন? তবে কি জানেন মহারাজ! নীতিকুশল রাধাগুপ্ত, আর তার কাছে নাগপাশের মতন পেঁচোয়া বুদ্ধি নিয়ে বড় রাণী। চাণক্য মন্ত্রী তাকে দুনিয়া চুঁড়ে খুঁজে এনে আপনাকে গছিয়ে দিয়ে গেছে। তার পেটে কত বুদ্ধি, আপনি কি তা কখন পরীক্ষা করেছেন, না পরীক্ষা করবার আপনার শক্তি আছে! রাধাগুপ্ত তার হয়ে আপনার কাছে ওকালতী করতে এলো, সে এসে পুত্রকে ত্যাগ করবো না ব'লে, আপনার অধিকার যেন দয়া ক'রে ছেড়ে দিলে। অথচ অপমানিত রাধাগুপ্ত একটা অনুযোগের কথা পর্য্যন্ত কইলে না। রাণীও ত সেই পুত্রকে ত্যাগ ক'রে ঘরে ব'সে রইল!

বিন্দু। ঠিক বলেছ—মুখে বড়রাণী যা বললে কাজেত তা কিছু করলে না।

চিত্রা। লোকে দেখে বলে যে বড় রাণীর চোখে এক ফোঁটাও জল নেই।

বিন্দু। প্রিয়তমে! এখন আমি যেন কতক কতক বুঝতে পারছি। হয় দুজনে পরামর্শ ক'রে এসে, আমার কাছে ওভাবে কথা কয়েছে, নয় বড়রাণী রাধাগুপ্তের কাছে কোন গুপ্ত আশ্বাস পেয়েছে।

চিত্রা। তা আমি কেমন করে বলবো। লোকাদেশের মেয়ে অত বুদ্ধি নেই, যে, ও সব ছল কৌশল বুঝতে পারি। কিন্তু এটা বলতে পারি, 'আমার ছেলে যদি অমনি ক'রে নির্ব্বাসিত হ'ত, তাহ'লে আমি এক বৎসর শোকে বিছানা থেকে মুখ তুলতুম না। ও বাবা! এই কি মায়ের প্রাণ!

বিন্দু। কালনাগিনী—চিত্রা! এখন বুঝতে পারছি ধারিণী কালনাগিনী।

চিত্রা। সেটা আর আমার বলা ভাল দেখায় না। আমি সতীন, অমনি অমনি ভাল কথা কইলেও ত মন্দ হয়। তারপর—

বিন্দু। তার পর কি বল ?

চিত্রা। না থাক্।

বিন্দু। না, থাক্ কেন—কি বলতে চাচ্ছ বল। তোমার কথা আমি আগ্রহ সহকারে শুনছি, দেখছি ধীরে ধীরে তুমি আমার চোখ ফুটিয়ে দিচ্ছ।

চিত্রা দেখুন, বললে কঠিন হয়। বড়রাণী এ কয়দিন কোথায় যাচ্ছে, কি করছে খবর রেখেছেন ?

বিন্দু। কালতো আমার অনুমতি নিয়ে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল।

চিত্রা। একা, না সঙ্গে কেউ ছিল ?

বিন্দু। তাতো বলতে পারি না। কে ছিল রাণী ?

চিত্রা। এইত মহারাজ. অসংখ্য চর নিযুক্ত রেখেছেন, আর এ খবরটা পেলেন না !

বিন্দু। কে ছিল রাণী ?

চিত্রা। তার পুত্রবধূ অনীতা।

বিন্দু। তাই—তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে তার অধিকার আছে, তার জন্যে স্বতন্ত্র আদেশের প্রয়োজন হয় না।

চিত্রা। তাই নয়—সে পুত্রবধূ ফিরেছে কিনা, তার খবর রেখেছেন ?

বিন্দু। ফেরেনি !

চিত্রা। আপনার প্রিয় বিদূষক বিনায়ক কোথা ?

বিন্দু। ব্যাপার কি বল দেখি ?

চিত্রা। আমি কি বলবো ? আপনি রাজা—আপনি সংবাদ রাখবেন না, আমি অন্তঃপুরচারিণী হয়ে রাখবো ?

বিন্দু। না চিত্রা! এখন বুঝতে পেরেছি, তুমিই রাজা হবার উপযুক্ত।

চিত্রা। বেশ, তাই যদি বোধ করেন, তাহ'লে মন্ত্রীকে তলব করুন। মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে অনীতা নগর ছেড়ে পালিয়েছে। সে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে তার স্বামীর কাছে চলে গেছে।

বিন্দু। তলব করবো?

চিত্রা। করে দেখুন না -- আপনি এক মিছে ভয়ে আকুল হয়ে, তাকে কিছু বলতে পারেন না। একবার কড়া হয়ে দেখুন দেখি।

বিন্দু। বল কি চিত্রা!

চিত্রা। একবার দাসীর কথা শুনেই দেখুন না।

বিন্দু। তার পর?

চিত্রা। তারপর কি হয় দেখুন না। একজন ভৃত্যের ভয়ে যদি দিবারাত্র থাকতে হয়, তাহ'লে সে রকম রাজ্যভোগের চেয়ে বনবাস ভাল।

বিন্দু। বেশ, কিন্তু দেখ, এখনও দেখ, শেষ রক্ষা যদি করতে পার, তা হ'লে সাহস দাও।

চিত্রা। আমার পিতৃপ্রেরিত দশহাজার শক আপনার শরীর-রক্ষী, তখন এত ভয় কেন মহারাজ?

বিন্দু। বেশ, বেশ! সাহস দাও রাণী সাহস দাও। আমিও তার ঔদ্ধত্য আর সহ্য করতে পারছি না।

(রাধাগুপ্তের প্রবেশ)

রাধা। মহারাজ! রাজকুমার বীতশোকের যৌবরাজ্যে অভিষেকের কথা দেশ বিদেশে প্রচার করতে পাঠিয়েছি। সমস্ত সামন্ত রাজাদের নিমন্ত্রণ করেছি—সকলেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। কেবল তক্ষশীলার অধিপতি কণিষ্ক আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নি। রাজা বলেছে যে, যেমন শক আর হুন রাজাদের আর্য্যসমাজভুক্ত করা হয়েছে, আমাকেও

যদি সেইরূপ গ্রহণ করা না হয়, তাহ'লে আমি বীতশোককে যুবরাজ বলে স্বীকার করবো না।

বিন্দু। সে মূর্খ বর্ব্বর তক্ষক রাজাকে বুঝিয়ে দিলেনা কেন, অন্য অন্য রাজারা তাদের গৃহের সুলক্ষণা কন্যা সকল মগধরাজকে দান ক'রে তবে ক্ষত্রিয় সমাজভুক্ত হয়েছে। তার গৃহে উপযুক্ত কন্যা থাকে, আগে বীত-শোককে দান করুক, তারপর সমাজে ওঠবার কথা!

রাধা। যথা আজ্ঞা তাই বলে পাঠাবো। যদি তাঁর কন্যা থাকে, আর রাজা যদি সেই কন্যা ছোট রাজকুমারকে দিতে স্বীকৃত হন, তাহ'লে তাকে সমাজে তুলে নিতে ইতস্ততঃ করবেন না। কেননা তক্ষশীলার রাজা প্রবল পরাক্রান্ত।

বিন্দু। সে ভয় করগে তুমি। এখন বলদেখি, বড়রাণী আর তার পুত্রবধূর কোনও সংবাদ রাখ কি?

রাধা। বিশেষ সংবাদ রাখিনি, আর সংবাদ রাখবার ভৃত্যের সময় কই মহারাজ!

বিন্দু। তুমি তাহ'লে কিছু জান না?

রাধা। কি জানবো?

বিন্দু। আমার পুত্রবধূ স্নানের ছল ক'রে গৃহত্যাগ করেছে।

রাধা। মহারাজের কাছে একথা এই প্রথম শুনলুম।

বিন্দু। রাধাগুপ্ত! প্রভুর সম্মুখে সত্যগোপন করনা।

রাধা। প্রভু বললেন, তাই নীরবে এই কথা শুনলুম, অন্যে কইলে তার মুখদর্শন করতুম না।

বিন্দু। রাজ-পুত্রবধূর গৃহত্যাগে তাহ'লে কি তোমার কোনও সহায়তা নেই?

রাধা। রাধাগুপ্ত এরূপ তুচ্ছ গৃহকলহের কথায় থাকতে ঘৃণা বোধ করে। এ সকল স্ত্রীলোকের আলোচনার কথা, অথবা স্ত্রীস্বভাববিশিষ্ট

পুরুষদের। মগধরাজের কিম্বা তার প্রধান সচিবের কানেও আসবার যোগ্য নয়।

বিন্দু। সাবধান রাধাগুপ্ত! মর্য্যাদা রেখে কথা ক'ও। নইলে এথনি তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবো।

রাধা। প্রাণদণ্ড করুন, অমন তুচ্ছ শাস্তি দিয়ে ভৃত্যকে করুণা দেখাবার প্রয়োজন কি? আমাকে মিথ্যাবাদী বলাতেই আমার কারাগারের অধিক শাস্তি হয়ে গেছে।

বিন্দু। তাহ'লে তুমি কি সত্যসত্যই পুত্রবধূর পলায়নের সংবাদ রাখ না?

রাধা। ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি আর আপনাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছুক নই।

বিন্দু। অবশ্য দিতে হবে।

(ধারিণীর প্রবেশ)

ধারিণী। নিরপরাধ মন্ত্রীকে তিরস্কার করছেন কেন মহারাজ! উনি এ বিষয়ের কোনও সংবাদ রাখেন না। সমস্ত অপরাধ আমার। আমিই কাউকে না বলে পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে গিছলুম। বুঝতে পারিনি মহারাজ! উন্মাদিনী আমার চক্ষে ধূলি দিয়ে পালাবে।

বিন্দু। আমার রাজবংশের কি কলঙ্ক হ'ল তা বুঝতে পেরেছ?

ধারিণী। মহারাজ! অপরাধিনী আমি, আমাকে দণ্ড দিন? কিন্তু দোহাই, নিরপরাধ, রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রধান সচিবকে আমার অপরাধের জন্য তিরস্কৃত করবেন না।

বিন্দু। কলঙ্ক—আমার গৌরবময় কুলে কলঙ্ক।

রাধা। কিসের কলঙ্ক! রাজপুত্রবধূ যদিই গৃহত্যাগ করে থাকেন, তাতে আপনার গৌরবময় কুলে কলঙ্ক হতে যাবে কেন মহারাজ! সতী

অপমানিত লাঞ্ছিত স্বামীর অনুগমন করেছেন, এক নরপিশাচ ব্যতীত অন্যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কথা কইবে না।

চিত্রা। না, কইবে না! শুনে আমার লজ্জায় মরতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রাধা। তবে প্রাণের মায়াত্যাগ ক’রেই বলি—আপনার ইচ্ছা হ’তে পারে। বন্য পার্ব্বত্যরাজনন্দিনী! লজ্জা যে দেশের ছায়া স্পর্শ করেনি, সে দেশ থেকে এসে আপনাকে এখানে অতি কষ্টে লজ্জা শিখতে হচ্ছে, সুতরাং লজ্জার আঘাত আপনার কোমল দেহে সহ্য হবে কেন।

চিত্রা। রাজা তোমার কৃত অপরাধ সহ্য করতে পারেন, কিন্তু আমি শুনবোনা রাধাগুপ্ত!

রাধা। শাস্তিত অনেকক্ষণ থেকে প্রত্যাশা করছি রাণী!

চিত্রা। বেশ, তোমাকে দিচ্ছি।

ধারিণী। দোহাই ভগিনী, তুমি এখন পাটরাণী—অভিমানে আত্ম-হারা হয়ে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ হিতকারীকে অপদস্থ ক’রনা।

চিত্রা। থামো বৃদ্ধা নাগিনী! তোমার মমতা দেখাবার এখানে কোন প্রয়োজন নেই। কোই হ্যায়?

রাধা। তাইত একটা সাপিনীকে অগ্রাহ্য করে, মাথায় দংশন নিলুম নাকি!

চিত্রা। কোই হ্যায়? (নেপথ্যে কোলাহল)

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীত। মা! মা! কে কোথা থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

(ধুন্ধুর প্রবেশ।)

ধুন্ধু। চাবি চাবি, রাণীমা—চাবি, ওরে কোথায় আছিস, চাবি।

চিত্রা। যঁ্যা যঁ্যা—তাইত! তাইত! কে দিলে—কে দ্বার বন্ধ করে দিলে?

ধারিণী। আমি দিয়েছি ভগিনী! তুমি যে, রাজ্যের প্রাণ, দেশের কল্যাণ স্বরূপ ধার্ম্মিক বিশ্বস্ত সচিবকে কৌশলে ঘরে এনে হত্যা করবে, আমি তা সহ্য করতে পারবো না। কুটবুদ্ধিশালিনী রমণী! পুরুষ তোমাকে বিশ্বাস ক'রে তোমার হাড়কাঠে মাথা গলাতে পারে, কিন্তু আমি রমণী তা হ'তে দেবো কেন? সচিব প্রধান! আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করুন, কেউ আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

রাধা। একি হ'ল- একি করলে মা?

ধারিণী। কর্ত্তব্য পালন করেছি সচিব!

রাধা। মা জীবনদায়িনী! আপনাকে নমস্কার। কিন্তু মা! আমিত এ প্রাণ ফিরিয়ে নেবোনা। রাধাগুপ্তের প্রাণের চেয়ে তার মান অধিকতর মূল্যবান। মৃত্যু আমার অগ্রেই হয়ে গেছে—মা অর্গল মুক্ত করুন।

ধারিণী। দোহাই সচিব, প্রাণরক্ষা করুন।

রাধা। অর্গল মুক্ত করুন, যদি না করেন, তাহ'লে জানবো আপনি আমার মা ন'ন। তাহ'লে জানবো আপনার চরণ সসাগরা ধরণীশ্বরের পুষ্পাঞ্জলি পাবার যোগ্য নয়।

[ধারিণীর চাবী নিক্ষেপ, দ্বার খুলিয়া ঘাতকগণের প্রবেশ।

ধুন্ধু। এসেছ—এসেছ।

সকলে। রাণীমা—হুকুম।

চিত্রা। এই বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহীকে বন্ধন কর।

ধারিণী। সাবধান নরাধম! আমি আর একটু পূর্ব্বে পশুর ন্যায় তোদের এক গৃহে আবদ্ধ করেছিলুম, ইচ্ছা করলে ঘরে অগ্নি দিয়ে পশুর ন্যায় দগ্ধ করতে পারতুম। তা যখন করিনি, তখন কৃতজ্ঞতার স্বরূপ আমার আদেশ পালন কর্—এই পবিত্র দেহ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে রাজার

আদেশের প্রতীক্ষা কর্। যদি না করিস্, মধ্যে আমি, আমাকে হত্যা না করে তোরা মন্ত্রীর সমীপস্থ হ'তে পারবিনি।

বিন্দু। মন্ত্রীর শরীরে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। রাধাগুপ্ত! তুমি বন্দী—বসন্তোৎসবের পর তোমার কৃতাপরাধের বিচার হবে। ধারিণী! তুমিও বন্দিনী—বসন্তোৎসবের পর তোমারও কৃতাপরাধের বিচার হবে।

[বিন্দু ও চিত্রার প্রস্থান।

রাধা। হত্যা করুন রাজা, হত্যা করুন, বেঁচে থেকে আপনার রাজ্যের শোচনীয় পরিণাম আমি দেখতে পারবো না।

ধুন্ধু। আক্ষেপ কেন শিগ্‌গিরই হবে। আজই হ'ত, তা তোমার বরাতে আজ মৃত্যু নেই, তাই হলনা।

বীত। আমাকে তুমি ঘৃণা কর, তাচ্ছল্য কর - রাজকার্য্য শিখতে চাইলে এক গাদা কাগজ দাও--হুকুম করলে মুখ ফেরাও—কেমন বুড়ো মন্ত্রী! এখন কেমন?—যাও শিগ্‌গির যাও—যতদিন না বসন্তোৎসব হয়, ততদিন কৈলোয়ার দুর্গে এদের দুজনকে আবদ্ধ রাখ।

চতুর্থ দৃশ্য।

অধিত্যকা।

কণিষ্ক ও রাণী।

রাণী। মেয়ে মেয়ে ক'রে শেষে কি পাগল হবি নাকি রাজা!

কণিষ্ক। পাগল হ'তে কি এখনও বাকী আছে রাণী! পাগল অনেক দিনই হয়ে আছি।

রাণী। যদি বেটীই বরাতে মিলবে, তাহ'লে আমি আবাগী বাঁজা হলুম কেন! আমার পেটে কি ভগবান একটা কাণা খোঁড়া মেয়েও দিতে পারতো না।

কণিষ্ক। তাতো বুঝ্যাছি রে, কিন্তু তবুতো মনকে বোঝাতে পারছিনা। শক, হুন, আর তক্ষক আমরা তিনজাত তাতার থেকে ভারতে বাস করতে এসেছিলুম। এসে তিন জাতেই এখানে রাজ্য করলুম—আমার রাজ্য শক আর হুনুদের চেয়ে কিছুতেই ত ছোট নয়।

রাণী। ছোট কি রাজা! বরং তাদের চেয়ে, তোর পেরতাপ বেশি। এক মগধ ছাড়া তোর চেয়ে বড় মুলুক আর কার আছে!

কণিষ্ক। তবে? তারা সব আমার আগে ক্ষেত্রি হয়ে গেল, আর আমি একা অসভ্যি থুনো হয়ে রইলুম!

রাণী। তা তাবা যদি অসভ্যি বলে, তাহ'লেই কি তুই অসভ্যি হয়ে গেলি। তুই কত রাস্তা ঘাট বানিয়ে দিয়েছিস্, কত অতিথশালা করেছিস্—না করেছিস্ কি—ক্ষেত্রি রাজারাই বা তোর চেয়ে বেশি করেছে কি!

কণিষ্ক। তাতো করেনি—কিন্তু আমার অতিথশালায় একটাও বামুন এসে পাত পাড়েনা—আমার ঘাটে একটাও মুখ ধুতে আসেনা—বামুনেই যদি আমাব জিনিষ না ছুঁথেক, তাহ'লে এসব ক'রে ফল হ'ল কি?

রাণী। তা যা বলেছিস্ রাজা, বড় দুঃখু।

কণিষ্ক। দুঃখু নয়? বামুন হ'ল দেশের দেব্‌তা—যাগ করলুম, যজ্ঞি করলুম, দেব্‌তায় যদি না খেলেক্ তাহ'লে আর হ'ল কি!

রাণী। তা কত মেয়েওত আনলি, তোর ত একটাও পছন্দ হ'লনা!

কণিষ্ক। আরে পছন্দ হ'লনা, তা করবো কি। আবার নিজের যা পছন্দ হয়না, তা পরের কাছে ধরি কেমন করে!

রাণী। তুই কি রকমের মেয়ে চাস্?

কণিষ্ক। তা বলতে পারছিনা—কি যে চাই, তা চক্ষে না দেখলে কেমন ক'রে বলবো।

রাণী। এখন তোর যা পছন্দ হয়, তা যদি মগধ রাজার না পছন্দ হয়?

কণিষ্ক। তা না হয় কি করবো। তা না হয়, আমার ক্ষেত্রি হওয়া হবেকলি! মা বলে ডাকবে, কাছে বসে খাওয়াবো, হাত ধরে বেড়াবো, না পছন্দ হ'লে তা করবো কেমন করে।

রাণী। তা যা বলেছিস্—মা বলে যাকে বুকে ধরবো, তাকে মায়ের চোখে দেখবোনি।

কণিষ্ক। এই বুঝেছিস্ রাণী! তোর পছন্দ হবে, আমার পছন্দ হবে—আমাদের বুড়ো বুড়ীর প্রাণ আলো ক'রে বেড়াবে—তবে না হ'ল সে বেটী।

রাণী। কিন্তু তাকি আর পাওয়া যাবে রাজা! আমার আবার হয়েছে কি জানিস্ · বিটী বিটী ক'রে প্রাণটা উদাস হয়ে গেছে। আগেত এত ছিলনা—আগে মনে করতুম, একটা বিটী পেলে যদি ক্ষেত্রি হওয়া যায়, তা আসুক। তারপর এই ক'টা দিন বিটী বিটী করে, প্রাণটা যেন একটা মেয়ের নেশায় ভরে গেছে।

কণিষ্ক। তাহ'লেই তুই ঠিক বুঝেছিস্ -আমারও তাই হয়েছে—কোথায় যেন আমার কে বেটী আছে, আমি তার পিত্যেশে এই পাহাড় পানে চেয়ে হাঁ ক'রে বসে আছি। এখন ক্ষেত্রি হই আর না হই আমার মেয়ে আসুক।

রাণী। তা ভগবান একটু দয়া কর্। বুড়া রাজা শেষকালে কি বিটি বিটি ক'রে পাগল হবেক্।

(কতিপয় অনুচরের প্রবেশ।)

কণিষ্ক। কি খবর? কোথাও বিটির খোঁজ পেলিক্‌নি?

১ম অ। না রাজা পেলুম না।

কণিষ্ক। টাকা, তালুক, মুলুক—এ সব দেবো বলেও পেলিক্‌নি ?

১ম অ। না—মুলুকময় গুজব হয়ে গেছে, তক্ষক রাজা বিটী ধ'রে লিয়ে পাহাড়ে তুলে বলি দিচ্ছেক্‌। যে যেখানে আছে সবাই বিটী সব আটকে ফেলছেক্‌।

রাণী। তবে আর কি হবেক্‌ ওঠ—সব আশা ভরসাতো হয়ে গেল।

কণিষ্ক। টাকা মুলুক, কোন লোভদিয়ে পেলিক্‌নি ?

১ম অ। লোভ!—বিটীর কথা পাড়তে, মোদের আৰ্দ্ধেক লোক খুন হয়ে গেছে।

কণিষ্ক। হুঁ! বুঝতে পারছি—বিধেতা একেবারে চোক বুজে আছে। [নেপথ্যে কোলাহল] হ'লকিরে! ওদিকে কিসের গোলমাল, দেখে আয় দেখে আয়। (অনুচরগণের প্রস্থান) রাণী! কি করবিক্‌—

রাণী। কোথায় আছিস্‌ আবাগী আয়না—বুড়ো রাজা তোরজন্যে হেদিয়ে ম'ল, দেখলিক্‌নি!

কণিষ্ক। হাঁরে বিটী হিমালয়ের রাজার ঘয়েত একদিন লেচে খেলে বেড়িয়েছিলি। আমিওত সব আশাভরসা ত্যাগ দিয়ে, পাষাণ হইছিরে! হাঁরে বিটী! আমি কি অপরাধ করছি ?

নেপথ্যে। মিলেছে মিলেছে—

(অনীতার প্রবেশ)

অনীতা। না আর পারলুম না পা চললো না—চারিদিক থেকে দস্যুতে ঘিরেছে। এই যে! গিরিরাণী তোমার আশ্রয়ে এসেছি—রক্ষা কর মা—কন্যাকে রক্ষা কর—এই যে গিরিরাজ! বাবা! মেয়ে তোমার চরণে আশ্রয় নেয়, স্থান দাও।

কণিষ্ক। কে মা তুই ?

অনীতা। বাবা! অভাগিনী—ভিক্ষাকরে পথে পথে ঘুরি।

পথে দস্যুতে আমাকে বন্দী করেছিল। তাদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছি; তোমার পায়ে শরণ নিলুম, যেন নারীর মর্য্যাদা না যায়।

রাণী। ও রাজা!

কণিষ্ক। আমি পার্ব্বতীকে পেন্নাম করি, তুই মাকে তোল্।

(অনুচরগণের প্রবেশ)

সকলে। রাজা রাজা!

কণিষ্ক। এসেছে এসেছে—মা আপনি এসেছে, চলে যা—সহরে খবর দে—যেখানে যে আছে সকলকে আজ পথে পথে আমোদ করতে হবে। হাঁড়িয়ার দরিয়া খুলে দেরে—দরিয়া খুলেদে—

[অনুচরগণের প্রস্থান।

অনীতা। ওমা দুর্গা! এ আমি কোথায় এলুম।

কণিষ্ক। তোর ঘরে এলিরে বেটী, তোর ঘরে এলি—মা বললি, বাপ্ বল্লি—বেটী! মুখে বললি, না প্রাণে বললি। বেটী! আমি আর এই মাগী কিন্তু যখন তোকে মা ব'লেছি, তখন দুনিয়া ভুলে বলেছি।

রাণী। এই পাহাড়ে মুলুক, সব তোর যেয়ে বেটী।

কণিষ্ক। চুপ্ কর্না—এখানে কেনেক্‌রে—ঘরকে চল্।

অনীতা। চল্ মা, চল্ বাপ্—ঘরে চল্।

কণিষ্ক। আঃ! আবার বল্ আবার বল্।

অনীতা। তুই মা, তুই বাপ্—আমায় বাচালি, আশ্রয়দিলি—কোলে নিলি—চল্ মা চল্ বাপ্—দুর্গতি নাশিনী দুর্গা! আমাকে বাপ্ মায়ের আশ্রয়ে এনে দিলি!

৫ম দৃশ্য।

নগরোপকণ্ঠ।

মহেন্দ্র ও কুনাল।

কুনাল। হাঁ দাদা! ঘর ছেড়ে আমাকে নিয়ে পালিয়ে এলে কেন?

মহেন্দ্র। পরে বলছি, আর একটু চল্ ভাই। এখনও আমাদের বিপদ যায়নি।

কুনাল। বিপদ কিসের দাদা?

মহেন্দ্র। আর একটু চলনা ভাই, বলছি। তোমার জন্যই আমার ভয়। আমি তবু বিপদে বুক দিতে পারি, তুমিত পারবে না কুনাল!

কুনাল। বিপদের ভয়েই কি তুমি আমাকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুলে আনলে।

মহেন্দ্র। বড়ই বিপদ ভাই—আমরা জীবনে কখন বিপদ কাকে বলে জানিনি, কিন্তু দুরদৃষ্টে তেমনি বিপদে আমরা পাড়্ছি। এ বিপদ থেকে যে উদ্ধার পাই, তাতো বোধ হয় না। তথাপি যতক্ষণ সাধ্য ততক্ষণ আত্মরক্ষা করা সকলের কর্ত্তব্য।

কুনাল। তাহ'লে রক্ষীদের সঙ্গে না নিয়ে একলা এলে কেন দাদা।

মহেন্দ্র। কাল পর্য্যন্ত তারা রক্ষী ছিল, কিন্তু আর তারা রক্ষী থাকবে না। যদি কেউ আমাদের হত্যা করে, তাহ'লে তারাই হয়ত সর্ব্বাগ্রে হত্যা করতে আসবে।

কুনাল। এতদিন তারা রক্ষী—আজ তারা ঘাতক হবে কেন?

মহেন্দ্র। কাল আমাদের যা' অবস্থা ছিল, আজ আর তা নেই।

কুনাল। কেন দাদা? আমরাত সম্রাটের পৌত্র, একদিনে আমাদের অবস্থা খারাপ হল কি সে?

মহেন্দ্র। সম্রাটের পৌত্র বটে, কিন্তু ভিখারীর পুত্র।

কুনাল। বাবা কি আমাদের ভিখারী?

মহেন্দ্র। পিতা বিনাপরাধে, তাঁর পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হয়েছেন। নিঃসম্বল পিতা পথে পথে ভিক্ষা ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করছেন।

কুনাল। বলকি! কে তোমাকে এ কথা বললে? বাবা আমার ভিখারী হয়েছেন, এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিনা যে ভাই!

মহেন্দ্র। যে ব্যক্তি বলে গেছে, তাকে অবিশ্বাস করবার যে কিছু নেই ভাই!

কুনাল। কে সে দাদা?

মহেন্দ্র। রাজবিদূষক ব্রাহ্মণ বিনায়ক। তিনিও পাটলীপুত্র ছেড়ে চলে এসেছেন। যাবার সময় দয়া ক'রে আমাদের সংবাদ দিয়ে গেছেন। পিতার নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। খুল্লতাত বীতশোক এখন প্রকৃত পক্ষে মগধের রাজা হয়েছে। মূর্খ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন ধূম্রুমার তার সহায়। শুনলুম শান্তিপূর্ণ মগধে এখনি অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে। রাজ্যের পরম সুহৃৎ বিজ্ঞ মন্ত্রী রাধাগুপ্ত তাদের হাতে বন্দী—পিতামহীও শুনেছি বন্দিনী হয়েছেন। পিতা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে নিরুদ্দেশ। কুনাল, ভাই! তারা আমাদের হাতেপেলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট করবে।

কুনাল। বিনষ্ট করবে!

মহেন্দ্র। তুমি আমি দুই ভাই, মগধ-সিংহাসনের ভবিষ্যতের প্রতিদ্বন্দ্বী। বুঝতে পেরেছ ভাই, আমাদের বিনষ্ট করবে কেন?

কুনাল। এ কিরকম সংসার দাদা! সম্রাটের বংশধর হয়ে নিশ্চিন্ত মনে পালঙ্কে ঘুমিয়ে ছিলুম, জেগে উঠে দেখলুম আমি ভিখারী!

মহেন্দ্র। ভিখারী হ'তেও অধম। ভিখারীর প্রাণের ওপর ত

কারও লোভ নেই ভাই, কিন্তু আমাদের বিনাশ করতে যেন কত নরশার্দ্দূল কত অন্ধকারে দেহ লুকিয়ে বসে আছে।

কুনাল। তা হলে'ত আরও ভাল বললে, এই দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য ছায়াবাজী! বর্ণহীন, কিন্তু যেন কতবর্ণে রঞ্জিত—আমাদের সে সুখ সম্ভোগের আবাস তাসের ঘরের মত চোখের পালট ফেলতে না ফেলতে ভেঙ্গে গেল!

মহেন্দ্র। তত্ত্বকথা ভাববার এ সময় নয়। এখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, চল।

কুনাল। তত্ত্বকথা ভাববার ত এই সময়—-এর পরে আবার কবে ছায়াবাজী দেখে সব ভুলে যাব! কোথায় যাবে?

মহেন্দ্র। এখনত তা ভাববার সময় পাচ্ছিনা। আগে চল প্রাণটা বাঁচাই, তারপর যখন অনেকটা নির্ভাবনা হব, তখন কোন নির্জ্জন স্থানে বসে দুই ভায়ে একটা পরামর্শ করবো।

কুনাল। কিন্তু দাদা! আমি যে আর চলতে পারছি না!

মহেন্দ্র। পারছিনা বললেত চলবে না ভাই, চলতেই হবে।

কুনাল। চলে কি হবে?

মহেন্দ্র। কি পাগলের মত বলছ কুনাল? দেখ তোমার জন্ম আমি ইচ্ছামত চলতে পারছি না। ভাই! পথের মাঝে পাগলামী করে আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত কর না।

কুনাল। বেশ, দাদা! তুমি একা যাওনা কেন?

মহেন্দ্র। একা যেতে পারলে তোমাকে নিয়ে এত টানাটানি করবো কেন?

কুনাল। না দাদা! তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে শৃঙ্খল জড়িয়ো না, আমার সঙ্গে রাখলে তুমিও বাঁচবে না আমিও বাঁচবো না।

মহেন্দ্র। এ কি বলচ ভাই!

কুনাল। দাদা! তুমি আমার কথা রাখ—আত্মরক্ষা কর।

মহেন্দ্র। দোহাই ভাই! আমাকে রক্ষা কর্, এ সব পাপ কথা আমার কানে তুলিস্‌নি। তোকে ফেলে আমার পা চল্‌বে না যে ভাই!

কুনাল। আমার মায়ের কি হ'ল?

মহেন্দ্র। তাতো বলতে পারছি না। ব্রাহ্মণ তাঁর কথাতো কিছু বলেননি।

কুনাল। ভাই! মাকে দেখতে আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো!

মহেন্দ্র। মা কোথায়, কেমন করে দেখবে- কে সন্ধান দেবে? দেখতে গেলে বন্দী হবে, প্রাণ যাবে—চল কুনাল, আগে পালিয়ে আত্ম-রক্ষা করি, তারপর ভগবান সময় দেন, তখন এসে মাকে দেখবো।

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। এই যে—এই যে—এখনও দুটীতে নগরপ্রান্তে ঘুরছ! পালাও, পালাও—এই বন অভিমুখে চলে যাও। তোমাদের সন্ধানে চারি দিকে লোক ছুটেছে। ধরতে পারলে আর রাখবে না।

মহেন্দ্র। চলে এস কুনাল চলে এস।

কুনাল। কোথায় পালাবো ঠাকুর?

বিনা। যেখানে খুসী—এ কাশী ছেড়ে যেখানে খুসী। প্রভাত হ'লে আত্মগোপন করতে পারবে না—অন্ধকার থাকতে থাকতে পালাও। ওই আলো দেখা যাচ্ছে—ওই বুঝি তোমাদের সন্ধানে দুরাত্মারা আসছে, আমি চললুম—আমার দেখলে সন্দেহ করবে, তোমরা ধরা পড়বে। এই নাও মহেন্দ্র, সংসারের দুর্গম পথে এই

প্রথম পা দিচ্ছ—এ পথে কখন চলনি, এ পথের মজা কখন দেখনি। আজন্ম তার হাসি ভরা মুখ দেখেছো—কিন্তু জান না সে কেবল ছলনা! তার অন্ধকারময় মুখ—বালক! বড় ভীষণ—বড় ভীষণ! দেখবার জন্য প্রস্তুত হয়, এই নাও এক দিন তোমাদের জীবন রক্ষার উপায় সংগ্রহ করেছি—এই নাও চলে যাও। আলো এগিয়ে আসছে পালাও পালাও।

[প্রস্থান।

মহেন্দ্র। দোহাই কুনাল! বসো না—উঠে এস—উঠে এস।

কুনাল। শুনলে না! দাদা শুনতে পেলে না—ব্রাহ্মণ কি বললে শুনতে পেলে না? সংসারের এক মুখে আলো, কিন্তু সেটা সংসারের ছল না—আসল মুখ অন্ধকার—

মহেন্দ্র। রক্ষা কর কুনাল—রক্ষা কর।

কুনাল। ঘোর অন্ধকার—এখনি দেখছি! কোথায় যাবো, ভাই, অন্ধকারে কোথায় যাবো? শুনেছি পদ্মপলাশের ন্যায় চক্ষু দেখে, পিতামহ আদর ক'রে আমার নাম রেখেছিলেন কুনাল। পিতামহই আবার দয়া ক'রে সেই চোখের উপরে ঘন অন্ধকার ঢেলে দিয়েছেন। বিস্ফারিত ব্যাকুল চক্ষে আমি এক দুর্ভেদ্য—অতি দুর্ভেদ্য অন্ধকার দেখছি। দাদা! আমায় ক্ষমা কর, আমি যাবো না—পারবো না ব'লে যাবো না নয়, ইচ্ছা ক'রে যাবো না।

মহেন্দ্র। তাহ'লে আমি যাই?

কুনাল। এখনি দাদা এখনি—কালবিলম্ব ক'র না—প্রাণ বাঁচাও।

মহেন্দ্র। হে ভগবান্! আমার অপরাধ নেই! ভাই কি বুঝেছে, বিঘোরে প্রাণ দিতে চলেছে—আমি পারলুম না—রাজার পুত্র হয়ে হীন ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে পারলুম না। কুনাল! এখনো বোঝ—প্রাণ রক্ষার এখনও সময় আছে!

কুনাল। দাদা! প্রাণ বাঁচাতে ইচ্ছে হয়েছে—বাঁচাও আমায় ছেড়ে দাও।

[মহেন্দ্রের প্রস্থান।

প্রাণ! কোথায় প্রাণ? কে নেবে, কোথায় যাবে—কেন যাবে? তাইত একি দেখি! কাল যে ঘরে স্বর্ণপালঙ্কে শুয়ে ঘুমিয়েছি, সে ঘর তাসের ঘর! ছিলুম ঘরে, জাগতে না জাগতে পথে পড়েছি। যেখানে বসেছি, এওত থাকবে না—যা সুমুখে দেখছি, তাওতো থাকবে না! দেখছে কে? কই এ আঁখিত নয়। এখনি যদি ঘাতক এসে আমাকে সংহার করে, আরত আঁখি দেখবে না। প্রাণ! তুমি যতক্ষণ আছ, ততক্ষণ আঁখির দেখবার অহঙ্কার। কিন্তু তুমি কোথায়? তাসের ঘরে—অন্ধকারে?

গীত।

দেখিবার অভিলাষে চারি পাশে আমি চাই।
ধরি ধরি যাও হে সরি, দেখি দেখি দেখি দেখা না পাই॥
বুঝিতে না পারি কে আছ কোথা,
এত ডাকি কেন কওনা কথা,
হিয়ার মাঝারে জাগায়ে ব্যথা,
কোথায় লুকায়ে রয়েছ ভাই॥
কভু মনে করি কাছে আছ,
কখন ভাবনা দূরে গেছ,
কভু মনে করি পিছু আসি ফিরি, কভু আগুসারি যাই
দোটানায় প'ড়ে, মন গেল ছিঁড়ে, হতাশে আলসে বসিনু তাই॥

ওই আলো আসছে—আলো নিয়ে ঘাতক আমার অন্বেষণ করতে আসছে—কিন্তু কই আমাকে কি অন্বেষণ করতে আসছে? কই না—আমাকেত নয়—আমার এই তাসের ঘর—একটা ক্ষুদ্র আঘাতে সে

ভেঙ্গে যাবে—তারপর অন্ধকার—ছলনাময় আলোর পশ্চাতে গভীর বিশাল অন্ধকার—

(প্রহরীগণের প্রবেশ)

১ম প্র। দেখ, দেখ—এগিয়ে দেখ ছুটো ছোট ছোঁড়া আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে কতদূর পালাবে ? ওরে এই যেরে—

সকলে। কইরে—কইরে !

১ম। এই যে—এই যে—এই যে একটা বসে আছে।

সকলে। তাইত- -তাইত—এই যে।

২য়। বড়টা কোথা গেল ?

১ম। সেটা বোধ হয়, আমাদের সাড়া পেয়ে একে ফেলে পালিয়েছে। ছোটটা তার সঙ্গে ছুটতে পারিনি, তাই বসে পড়েছে—ধর্—ধর্—তোরা সব এই দিকে ছুটে যা। আমরা এটাকে হাত করি। নে ওঠ।

কুনাল। কি ভাই তাসের ঘর ভাঙতে এসেছ ?

১ম। হাঁ, বুঝতে পেরেছ ?

২য়। তোমায় যমালয়ে পাঠাতে এসেছি।

কুনাল। দে ভাই দে—এক তাসের ঘর ফেলে এখানে এসেছি—কিন্তু ভাই এ ঘরটা ছেড়ে পালাবার পথ জানি না বলে হতভম্ব হয়ে বসে আছি। দে ভাই দে।

১ম। তাইত ভাই ! এ কি বলে !

২য়। তাইত ভাই কি মিষ্টি কথা !

১ম। আহাহা ! কি চক্ষু !

কুনাল। ভাই আমি দেহকারাগারে তাসের ঘরে বন্দী। বন্দীর যে কোন সুখ নেই ভাই ! যদি মুক্ত করবার পথ জানিস দেখিয়ে দে—

১ম। ওরে ভাই, এযে হাত পা অসাড় ক'রে দিলে!

২য়। তাইতরে এ কি বলে?

কুনাল। কিছু বলি না ভাই, ভিক্ষা চাই। এক দিন তোদের আদেশ করেছি, আজ ভিক্ষা চাচ্ছি। দে ভাই বলে দে—যদি এ ঘর ভাঙ্‌লে মুক্ত হই, ভেঙ্গে দে—যদি পথ জানিস্ ত দেখিয়ে দে।

১ম। ভাই! এর গায়েত হাত দিতে পারবো না।

২য়। আমিও ত পারবো না।

১ম। আয় ভাই—একে রাণীর কাছে ধরে নিয়ে যাই, যা করতে হয় সেই করুক।

২য়। তাই কর্। আমরা পারবো না।

১ম। চল রাজকুমার, রাণী তোমাকে বন্দী করতে আদেশ দিয়েছেন—আমরা তোমাকে সেইখানে নিয়ে যাই।

কুনাল। তোমরা পারলে না—বেশ, তবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

(মহেন্দ্রের প্রবেশ)

মহেন্দ্র। তাইত! পারলুম না— তোকে ফেলে যেতে পা চললোনা। কুনাল! কই কুনাল! যা পাপিষ্ঠরা তাকে ধ'রে নিয়ে গেল— আমার পাপে আমার ভাই গেল। কুনাল—কুনাল!

(প্রহরীগণের পুনঃ প্রবেশ)

সকলে। এইরে এইরে—ধর্ ধর্—

৩য় প্র। পালা—পালা—ধরে কাজ নেই পালা।

সকলে। কেনরে—কেনরে!

৩য় প্র। এখনি মরবি, একটাকেও তাহ'লে প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে না। ওরে বড় রাজপুত্র—বড় রাজপুত্র!

সকলে। য়্যাঁ—য়্যাঁ—পালা পালা।

মহেন্দ্র। তাইত! তাইত! তবে কি পিতা আমাদের বিপদের কথা শুনে, আমাদের রক্ষা করতে আসছেন! পিতা পিতা!—

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। এই! তোর কাছে যদি কিছু খাদ্য থাকেত দে।

মহেন্দ্র। পিতা! পিতা!—

অশোক। চুপ কর্! পিতা ব'লে নিষ্কৃতি পাবে মনে করেছ? দে কাছে কি খাদ্য আছে দে—না দিস্ত প্রহার ক'রে কেড়ে নেবো। আমি তিন দিন অনাহারে পথ চলছি—বলপ্রয়োগে ভিক্ষা সংগ্রহ করছি শুনে, লোকে পথে আমাকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছে। গৃহস্থ দ্বার বন্ধ করছে। দে শিগ্গির দে, নইলে লাঞ্ছিত কেন হবি, শিগ্গির দে।

মহেন্দ্র। পিতা! মগধ রাজকুমার! আপনার একি মূর্ত্তি!

অশোক। দুঃখ জানাতে হবে না—দয়ার কথা শুনতে আসিনি, শীঘ্র দে—

মহেন্দ্র। এই নিন্, কিন্তু এ খাদ্য আপনার সুমুখে কেমন করে ধরবো?

অশোক। যেমন ক'রে ভিখারীর সম্মুখে ভিক্ষা ধরে, তেমনি ক'রে ধর্। নে চলে যা।

মহেন্দ্র। পিতা! পিতা! প্রাণের ভাই কুনালকে ঘাতকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

অশোক। যাক্, আমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছি। আর কে মরে বাঁচে, আমার জানবার অবকাশ নেই। মগধের সিংহাসন থেকে ধীরে ধীরে দূরে আসছি, মনে করছ ফিরবোনা? মায়া, মমতা, দুর্ব্বলতা,

ক্ষুধা—সকলে প’ড়ে আমাকে বিপুল বলে সে শক্তিমানের আসনের কাছ থেকে টেনে আনতে চেষ্টা করছে—মনে করেছ ফিরবো না? আয়, কোথায় কোন বজ্রধর আমার ফেরবার পথ রোধ করতে পারিস আয়—আমি স্পর্দ্ধার সঙ্গে তোকে আহ্বান করি। যে হৃদয় বিপন্ন আশ্রয়প্রার্থী ক্ষুধার্ত্ত পুত্রের উপরেও দস্যুতা ক’রে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে,—জগতে কোন বজ্র তার তুলনায় সুকঠিন। তবে আয় শত ধারে, সহস্র ধারে প্রাবৃটের জলদধারার সঙ্গে সঙ্গে আয় বজ্র—আয়, আমার ফেরবার পথ মুখে তোকে স্পর্দ্ধার সঙ্গে আহ্বান করি।

মহেন্দ্র। এ কি দেখলুম পিতা! কুনাল! কুনাল! ভাই কোথায় তুই? এই ভাসের ঘরের ধ্বংস দেখে কাতর হয়েছিলি। আয় ভাই! এসে দেখ্—তোর নির্ম্মম কাপুরুষ ভায়ের শাস্তি দেখ্। আমি গৃহ দেখছি, কিন্তু গৃহী দেখতে পাচ্ছি না—ভাই! পিতার সেই পবিত্র দেহ দেখলুম কিন্তু সে ঘরে আমাদের সেই পরম স্নেহময় পিতা নেই। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বেশ্বর! রাজ্য যাক্, আমাদের প্রাণ যাক্—পতুদেবে স্নেহময় পিতাকে আমার ফিরিয়ে দাও।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পার্ব্বত্য নগরপ্রান্ত।

কণিষ্ক, অনীতা, পার্ব্বতীয়গণ।

গীত।

মোরে পাগল করিলিরে বনের মশারে—
দয়াকরে আরীর ঘরে করগা গিয়ে বাসারে—
কচুবনের মশারে তোর বড় বড় ঠোঁট
মশার কামড় নয় যেন কুড়ালের চোটরে—
আরীর ঘরের মশার জ্বালায়
চললুম শশুর বারি
তবুসে শালার মশা চললো সারি সারিরে।

কণিষ্ক। দেখ্‌ছিস্ মা, দেখ্‌ছিস্—তোকে পেয়ে পাহাড়ীদের আহ্লাদের আর জের মরছে না। তারা যেন হারানিধি কুড়িয়ে পেয়েছে। ঘরে ঘরে বাড়ীর কর্ত্তা গিন্নি, ছেলে মেয়ে, পাড়াপড়সী সকলে একসঙ্গে মিলে আমোদ করছে। ছুঁড়ীরা সব পাহাড়ে পাহাড়ে নেচে খেলে বেড়াচ্ছে।

অনীতা। তাতো দেখছি, কিন্তু বাপ্! আমিত দেখে সুখ পাচ্ছিনা!

কণিষ্ক। কেন মা! কেন মা!—আমরা বুড়ো বুড়ী কি তোকে কোন অযত্ন করেছি?

অনীতা। স্নেহময় বাপ মা কি সন্তানকে অযত্ন করে!

কণিষ্ক। তবে কেন সুখ পাবিনা! তুই বুড়ীকে মা বলেছিস্, বুড়ী তোকে বুকে তুলে নিয়েছে! আমাকে বাপ বলেছিস্ আমি স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পেয়েছি। তবে কি জানিস্ মা, ছিলি দিঘীর কমল, পড়েছিস্ পাহাড়ে, কি রকম যত্ন করলে শতদলে ফুটে উঠবি, তাতো জানিনা।

অনীতা। তাতো আমি বলছিনি বাপ্! ছেলে বেলায় আমি বাপ মা হারা---তাদের আদর কি তাতো জানতুম না! মনে মনে বড়ই আক্ষেপ করতুম। শঙ্কর এতদিনে সে আপশোষ মিটিয়ে দিয়েছে—কিন্তু বাপ্, এত সুখেওত সুখ পাচ্ছিনা। বাপ্! তোর এত বড় রাজ্য—এত ঐশ্বর্য্য—ভোগ করবে কে, তোর যে ছেলে নেই!

কণিষ্ক। ও হরি! তাই ভাবছিস্ বুঝি! তুই যে আমার সাত বেটারে বেটী—তুই ভোগ করবি! কাল তোকে আমি রাজা করবো--সব মোড়ল মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি---সকলে আহ্লাদ ক'রে মত দিয়েছে। তুই আমার ছেলে, তুই গদীতে ব'সে এ রাজ্য শাসন করবি—যাকে যা বলবি, সেই মাথা হেঁট ক'রে শুনবে। যে না শুনবে তাকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি বসে বসে তোকে কেমন ক'রে মানিকানি করতে হয় দেখিয়ে তবে বুড়ীকে নিয়ে ভগবানের নাম করতে বসে যাব। তোর জন্য আমি একদল মেয়ে পল্টন তইরি করতে বড় সরদারের ওপর হুকুম দিয়েছি।

অনীতা। তাতো বুঝেছি, কিন্তু বাপ, মায়ের কাছে শুনেছি যে, ক্ষেত্রি সমাজে ওঠবার জন্যে তুই একটা মেয়ে চেয়েছিলি।

কণিষ্ক। সে সব কথা ছেড়েদে—সে সব মতি আমার ফিরে গেছে। বাপ্! আর আমার সমাজে কাজ নেই। তোকে ছেড়ে কি আমি একদণ্ডও বাঁচবো—ওসব কথা ছেড়েদে।

অনীতা। তা ব'লে হুন শক—তোর তুলনায় যত তালুকদার রাজা যদি ক্ষেত্রি হয়, তুই হ'তে পারিস্ না?

কণিষ্ক। আমি যে কারও কাছে মাথা হেঁট করতে পারিনা মা!

অনীতা। মাথা হেঁট করতে যাবি কেন, জোরের সঙ্গে সমাজে উঠবি। আজকাল ক্ষেত্রিদের যে রকম ব্যাভার, তার তুলনায় তোরা ত বামুন।

কণিষ্ক। দেখ্ মা! মগধের রাজা তার পাটরাণীর ছেলেকে বিনিদোষে তাড়িয়ে দিয়ে, বীতশোককে যুবরাজ করেছে—সব রাজারা তাকে স্বীকার করেছে, আমি কিন্তু করিনি।

অনীতা। এই দেখ্ বাপ, ক্ষেত্রির আচরণ দেখ্—তারা ছেলেকে বিনাদোষে ঘর থেকে দূর ক'রে নিঃসম্বল ক'রে ছেড়ে দেয়। আর তুই পথের কাঙ্গালিনীকে কুড়িয়ে এনে যথাসর্ব্বস্ব তাকে ধরে দিস্—তারা হ'ল কিনা তোর চেয়ে উঁচু! বাপ্! বিধাতা এমন সমাজ বেশি দিন রাখবেন না। জাতের অহঙ্কার নিয়ে ত জাত নয় বাপ্, জাতের কাজ নিয়ে জাত। আমি বলছি, দেখি বাপ্—জোর ক'রে তুই সমাজে উঠবি।

কণিষ্ক। কত জন্মের মেয়ে ছিলি মা যে, যুগের যাতনা মরম থেকে তুলে দিলি! কিন্তু কি করে হবে মা—গায়ের জোরেত জাতে ওঠা যায় না: তা যদি হ'ত, তাহ'লে আমি আজই মগধের সিংহাসন উল্‌টে দিতুম।

অনীতা। বলিস্ কি বাপ্, পারিস্?

কণিষ্ক। একদিনে—দু'টো দিনের দেরী করতে হয় না। শুধু পাটলীপুত্র সহরে পৌঁছিতে যে ক'টা দিন দেরি। আমি এত বড় মুলুকের মালিক হয়েছি, আমি কি মা চোখ বুজে বসে আছি! তোকে পেয়ে আহ্লাদে মেতে আছি বলে কি মনে করেছিস্, দুনিয়ার

খবর রাখছিনি! আমি রাজা, আমাকে কাণে শুনিয়া দেখতে হয়। এই বুনোদেশে বসে বসে আমি মগধের সব খবর রেখেছি। রাজ্যের যারা মাথা, তারা সব আটকা পড়েছে। মন্ত্রী রাধাগুপ্ত কয়েদ হয়েছে —বড় ছেলে অশোক রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে—পাটরাণীকেও রাজা আটকে রেখেছে। থাকতে আছে, একটা স্ত্রীর বশ রাজা আর গোটা কতক ভূত। একবার পৌঁছিতে পারলে, আমি চড় মেরে সে ক'টাকে মগধ থেকে তাড়াতে পারি।

অনীতা। বাপ্! একটা কথা তোকে বলবো?

কণিষ্ক। তা আবার সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করছিস্ কেন? তোর যখন যা বলবার ইচ্ছে হবে, তখনি আমাকে বলবি। মনে চেপে রাখিস্‌নি। মনে মনে গুমরে থাকা বড় পাপ।

অনীতা। বেশ চল্—মায়ের কাছে বসে বলিগে।

কণিষ্ক। আমি বলব?

অনীতা। কই বল দেখি—তা যদি বলতে পারিস্, তাহ'লে বুঝবো বাপ্, তুই শুধু রাজা ন'স, তুই অন্তর্যামী দেবতা।

কণিষ্ক। মগধের ওপর তোর রাগ আছে। মগধ তোর কোন অনিষ্ট করেছে।

অনীতা। অনিষ্ট কি বলব বাপ্! মগধের রাজা আমার বড় অপমান করেছে।

কণিষ্ক। তা বুঝেছি—বেশ চল্—মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ করিগে চল্।

অনীতা। হাঁ বাপ্, শোধ নিতে পারবি?

কণিষ্ক। পারি না পারি, একবার চেষ্টা করবো না? তোর অপমান সেত আমারই অপমান মা!—আয়, আমার সঙ্গে আয়।—কিন্তু দেখ্ মা, একটা মজার কথা।

অনীতা। কি কথা বাপ্?

কণিষ্ক। দেখ্, মগধের রাজা তোর অপমান করেছিল বলেই তোকে আমি পেয়েছি। নইলে তোকে কোথায় দেখতে পেতুম মা! একপক্ষে সেত আমার মিত্তেরে!

অনীতা। তাইত! তাহ'লে কি হবে?

কণিষ্ক। একবার যেতে হবে, তোর মনে যখন শোধ নেবার কথা উঠেছে, তখন একবার মগধের দোরে ছোঁ মারতেই হবে—চল্ সব সরদারদের ডেকে একটা পরামর্শ করিগে।

রাণীর প্রবেশ।

রাণী। রাজা! রাজা! কই তুই?

কণিষ্ক। কেন রাণী?

রাণী। পাহাড়ের ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি, একটা ছেলে—রাজপুত্তুরের মতন চেহারা—একটা গাছের তলায় শুয়ে আছে।

কণিষ্ক। কোথায় রে?

রাণী। দেও পাহাড়ে একটা দেবদারুর গাছের তলায়-সঙ্গে কেউ নেই—ভিখিরীর মতন সাজ।

অনীতা। তাইত! আমার স্বামী নয়ত! মা দুর্গা! তোর নাম ক'রে দম্ভ করে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়েছিলুম—তুই ভাগ্য মাথায় করে সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিলি—আবার নূতন ভাগ্যের ডালি আমার সুমুখে এসে ধরলি নাকি মা!

রাণী। শুয়ে চোখ বুজে আপনি আপনি কি বলছিল, আমি পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে শুনে এলুম। মগধের নাম কাণে ঠেকলো—মগধের সেই রাজ পুত্তুরটো নয়ত?

কণিষ্ক। চল্ দেখি, দেখে আসি।

রাণী। চল্ দিকি রাজা, আমি স্ত্রীলোক কথা কইতে চেষ্টা করলুম, পারলুম না।

অনীতা। মা! আমায় একবার দেখাবি?

রাণী। কি রাজা! মেয়েটা যাবে?

কণিষ্ক। বেশ চল্— কিন্তু আগে আমি কথা কয়ে সব খবর জানবো, তবে তোদের তার সঙ্গে কথা কইতে দেবো।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গিরিকন্দর।

অশোক।

অশোক। ভিখারীর জীবন বহন করার চেয়ে, তাকে সরিয়ে দে ওয়াই দেখছি শতগুণে ভাল! আর আমার জীবনের প্রলোভন কি? দেহ ব্যাধিময়, তার ওপর, অর্দ্ধাহারে অনাহারে কঙ্কালসার। সমস্ত বিপদ বয়ে, সমস্ত যাতনা সয়ে, ভিখারীর অপমান প্রত্যাখানে অভ্যস্ত হয়ে যদি বেঁচে থাকতে পারি, তবেই আমি সন্ন্যাসীর ভবিষ্যত বাণী সফল করবো—তবেই আমি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করবো! না আর হয় না! আর একদিনের জন্যও বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করছে না? কোথায় কতদূরে পবিত্রসলিলা জাহ্নবী তীরে আমার সর্ব্বসুখলালসার তৃপ্তিদায়িনী জন্মভূমি—আর কোথায় কোন অজ্ঞাতে বর্ব্বর নিষেবিত দেশের নির্ম্মম, শ্মশানবৎ ল্যালসাদায়িনী অধিত্যকা! রাজ্যেশ্বরের সন্তান আমি আমার এ কি অবস্থার পরিবর্ত্তন! আর না! এখন দেখছি, মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। তাইত, ওকি! মৃত্যু চাইতে না চাইতে সুগম মৃত্যুর পন্থা ও কি দেখতে পাচ্ছি! এক

মানুষের মাথার খুলিতে বৃষ্টির জল পড়েছে, এক বিষাক্ত ফণাধর তাতে বিষ উদ্গীরণ করছে। তাইত একি! মাথা দুলিয়ে আমার দিকে চাচ্ছে, যেন বলছে, যন্ত্রণা থেকে যদি মুক্তি চাওত আমার এই অমৃত তুল্য প্রসাদ পান কর। মৃত্যুর এরূপ সহজ উপায় আর হবে না। দেখবো সন্ন্যাসী! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী কেমন ক'রে সফল হয়। ব্যাধিভরা দেহ স্পর্শে আমি মগধের পবিত্র সিংহাসনকে কলুষিত করতে চাইনা। আমি ওই বিষই পান করবো।

[প্রস্থান।

(কণিষ্ক ও অনীতার প্রবেশ)

কণিষ্ক। আর যাস্‌নি মা, আর বেশিদূর আমি তোকে যেতে দেবো না।

অনীতা। আমিও যেতে চাই না। কিন্তু কোথায় গেল! এইত ছিল, কোথায় চলে গেল—কেন চলে গেল? আমাদের কি দেখতে পেলে?

কণিষ্ক। না, নারে ভয় নেই—আমরা পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে এসেছি, কেমন করে দেখতে পাবে। তুই ঠিক চিনিস্‌ত?

অনীতা। ঠিক চিনেছি।

কণিষ্ক। কথা ঠিকত?

অনীতা। ঠিক।

কণিষ্ক। দেখিস্‌ যেন অপ্রস্তুত করিস্‌নি! বুঝে দেখ্‌ মা! আমি বুনো বটে, কিন্তু তবু আমি রাজা!

অনীতা। তোকে অপ্রস্তুত করলে আমার ধর্ম্ম কোথায় থাকবে বাপ্‌!

কণিষ্ক। বেশ, আমি চললুম। তুই সেজে গুজে ঠিক হয়ে থাক্‌?

[কণিষ্কের প্রস্থান।

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। কি মা! চিনতে পারিস্?

অনীতা। তাইত, তাইত! একি! একি সৌভাগ্য! ঠাকুর! আপনি কেমন ক'রে এলেন!

বিনা। তুই নারী তুই কেমন ক'রে এলি মা! থাক্, এখন আর অন্য কথা নয়, চলে আয়—নারায়ণ আমার শ্রম সার্থক করেছেন—তোকে পেয়েছি—সঙ্গে সঙ্গে তোর স্বামীকে পেয়েছি—চলে আয়—গোল করিস্‌নি, অদৃষ্টের ক্রিয়ায় বাধা দিতে জীবনের মধুরতা নষ্ট করিস্‌নি—চলে আয়। [উভয়ের প্রস্থান।

(অশোকের পুনঃ প্রবেশ)

অশোক। একি! একি বিচিত্র ব্যাপার! প্রাণ'ভরে বিষপান করলুম, তবু আমার মৃত্যু হ'ল না! একি! দেখতে দেখতে দেহ ব্যাধি শূন্য—অনাহারক্লিষ্ট দেহ যেন শত মাতঙ্গের বল ধারণ করলে! তাইত কোন অনন্যমেয় অদৃশ্য জীবশক্তি গরল মধ্যে অমৃতরূপে আত্মগোপন ক'রে, আমাকে মৃত্যুঞ্জয়ের অবস্থা প্রদান করলে! প্রাণদায়িনি! তুমি যতই আমার বাহ্যদৃষ্টির অন্তরালে থাক না কেন, আমি হৃদয়ের প্রতি উল্লাস নৃত্যে তোমার আগমন অনুভব করছি—ধমনীতে তোমার লীলা প্রবাহ—কর্ণে তোমার আশ্বাসবাণীর মধুর ঝঙ্কার। নবজীবনের সঙ্গে আশা নূতন রূপ-বিলাসে উজ্জীবিত; আয়, সঙ্গে সঙ্গে শুভমলয়ে সঞ্চালিত হয়ে আমার সকল সৌভাগ্য ফিরে আয়।

(সরদার ও কণিষ্কের প্রবেশ)

কণিষ্ক। কে তুই বটে রে! কোথাথেকে এলি এখানে এ পাহাড়ের তলায় একলা একলা কি করছিস্?

অশোক। তাইত! এরা কে? বুঝি এই বঙ্গদেশের রাজা! তুমি কে বৃদ্ধ?

কণিষ্ক। আগে আমার কথার জবাব দে!

অশোক। দেখতেইত পাচ্ছ, একজন ভিখারী!

কণিষ্ক। ঘর কোথা?

অশোক। ভিখারীর আবার ঘর কি, যখন যেখানে থাকি সেই-খানেই ঘর।

কণিষ্ক। বটেরে বটে, তুইত খুব কথা কইতে শিখেছিস্। তোকে আমি এত্তটুকুটি দেখে এসেছিলুম।

অশোক। তাইত এ আমাকে জানে নাকি! তুমি আমায় কোথায় দেখলে?

কণিষ্ক। সে যেখানে দেখবার সেখানে দেখিছি—শুধুকি দেখেছিরে, তোরে কো'লে করে নাচিয়েছি—তোরে এত বড় একটা মৃগনাভি যৌতুক দিয়েছি। তুই কচি ছেলে তোর সঙ্গে কি আমি তামাসা করছিরে!

অশোক। কে আমি বল দেখি।

কণিষ্ক। তুই চন্দরগুপ্তের নাতীরে! তোর দাদা, আমাকে বড় জানতোরে বড় জানতো। সে যখন রাজা হয়, তখন তার পেছনে ছিল কেরে? ওরে আমাকে নিয়েইত তোদের মুলুক রে! কিন্তু তোর বাপ সেটা বুঝলে না—সে শকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলে, কিন্তু আমার সঙ্গে করলে না। সেই শক মেয়েটার কানফুসুনিতেই সে তোকে তাড়িয়ে দিয়েছে না?

অশোক। কে আপনি?

কণিষ্ক। আমি তক্ষশীলার রাজারে!

অশোক। তাইত! তাইত! রাজা! আপনাকে অভিবাদন করি!

কণিষ্ক। তার পর যখন দয়া ক'রে এ বুনোর দেশে এলি, তখন তাদের ঘরে একবার চরণ দিবিক্ লি ?

অশোক। না রাজা—ক্ষমা কর—আমি এ বেশে তোমার ঘরে যেতে পারবো না।

কণিষ্ক। কেন্‌রে—আমার ঘরে কি বেশ লেই !- যাতো মোড়ল রাজপুত্তুরের মতন একটা বেশ লিয়ে আয়তো।

অশোক। না রাজা প্রয়োজন নেই।

কণিষ্ক। তাকি হয় রে !

সর্। রাজা বলছে, তাকি হয় রে !

কণিষ্ক। যা ভাই, ভাল দেখে একটা বেশ লিয়ে আয়। (সরদারের প্রস্থান) তুই আমার সাঙ্গাতের লাতী—তোকে আমি এই বেশে দেখে কি ছেড়ে দিতে পারি !

অশোক। রাজবেশ পরে ভিক্ষে করবো রাজা ?

কণিষ্ক। কেন, এইখানেই থেকে যা ?

অশোক। ক'দিন থাকবো রাজা ?

কণিষ্ক। কেন, চিরকালই থেকে যা—তোর নিজের ঘরে থাকবি, তাতে আর লাজ কিরে ! আমার একটা বেটী আছে লিবি ? লিয়ে আমার মুলুকের রাজা হবি ?

অশোক। তাইত ! এ বলে কি ?

কণিষ্ক। কি বলিস্‌রে পারবি ?

অশোক। (স্বগতঃ) তুচ্ছ তক্ষশীলার জন্য জাতি নাশ করবো ?

কণিষ্ক। কি ভাবতে লাগলি—আমার বেটীকে লে—সে দেখতে বড় ভাল আছেরে—তোকে বেশ মানাবেরে—বেশ মানাবে।

অশোক। তুমি যে ক্ষত্রিয় সমাজে ওঠনি রাজা !

কণিষ্ক। তোর বাপ্‌ত তুললে না! কেন তুই বিয়ে করে উঠিয়ে লে।

অশোক। আমিত সম্রাট নই, আমি কেমন করে তুলবো। উল্‌টে তোমার মেয়েকে বিবাহ করলে আমি সমাজচ্যুত হব।

কণিষ্ক। বেশ, আমি যদি তোকে রাজা ক'রে দিতে পারি?

অশোক। তা যদি পার রাজা, তখনি তোমার কন্যাকে বিবাহ করি।

কণিষ্ক। ভাল, আমার ঘরে চল। আগে আমার মেয়েকে বিয়ে কর।

অশোক। বিবাহ করবো, একথা বিশ্বাস করছ না!

কণিষ্ক। তুই রাজা হলেই সব ভুলে যাবি। তোর দাদা ভুলে গেছে, তোর বাপ্‌ ভুলে গেছে, তুইত সেই বংশের ছেলেরে?

অশোক। বেশ, চল। কিন্তু তুমিও প্রতিশ্রুত হও রাজা!

কণিষ্ক। আমি হাঁ বললে আর না হয়নারে।

অশোক। বেশ চল। কিন্তু রাজা আমি চোখ বেঁধে তোমার কন্যাকে বিবাহ করবো! যতদিন না সিংহাসনে বসবো, ততদিন তোমার কন্যার মুখ দেখবো না।

কণিষ্ক। তাহ'লে বল্‌, আমার বেটীকে পাটরাণী করবি?

অশোক। তাইত! মাতার অপমান আমার প্রাণে যত কষ্ট দিচ্ছে, আমার নির্ব্বাসনে আমার সে কষ্ট হচ্ছে না। আমিও আবার তাই করবো—মদ্‌গতপ্রাণা সহধর্ম্মিনী তাকে আমি চিরন্তন অধিকার থেকে বঞ্চিতা করবো? কিন্তু উপায় কি, এরূপ না করলে আমাকে আজন্ম ভিখারীই থেকে যেতে হয়।

কণিষ্ক। আবার ভাবতে লাগলি কি?

অশোক। দেখ রাজা, শাস্ত্রসম্মত বিবাহ না হ'লেত স্ত্রী পাটরাণী

হ'তে পারে না। ব্রাহ্মণেত তোমাদের পৌরোহিত্য করেনা। ব্রাহ্মণে না পুরোহিত হলে মগধে সে বিবাহ বৈধ ব'লে গ্রহণ করবে না।

কণিষ্ক। এত খুঁটিনাটি— তবে আর হ'লনা, তবে যা।

অশোক। একজন ব্রাহ্মণ সংগ্রহ কর, আমি এখনি বিবাহে প্রস্তুত আছি।

কণিষ্ক। বামুন কোথায় পাব ? বামুন পেলেত জাতে উঠতুম রে !

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। বামুন চাই, কি রাজা মেয়েব বিয়েতে বামুন চাই।

অশোক। একি বিপ্র ! তুমি যে এখানে !

বিনা। তুমি যখন ক্ষিপ্রগতিতে রাজধানী ত্যাগ করেছ, তখন গরিব বিপ্র করে কি !

কণিষ্ক। কি দেবতা ! পুরুত হবি ?

বিনা। তাই হতেই ত এসেছি রাজা ! পাহাড়ী মায়ের বিয়েত বামুনেইত ঘটকালি করে রাজা !

কণিষ্ক। তবে আয় বাপ্ আয়।

অশোক। অনীতা ! তোমার হিতৈষী ব্রাহ্মণ শুদ্ধ তোমার শক্রতা করছে। বড়ই বিপন্ন আমি—দয়া ক'রে তোমার ভিখারী স্বামীকে তোমার পবিত্র অধিকার ভিক্ষা দাও। প্রতিশোধ— চাই প্রতিশোধ। অবৈধ উপায়ে আরম্ভ, অবৈধে তাহার শেষ করব। চল রাজা ! কিন্তু রাজা ! তাহলে এই বসন্তোৎসবের মধ্যে আমাকে মগধে উপস্থিত করতে হবে। যদি সিংহাসন দিতে পার, তাহলে তোমার কন্যাকে নিয়েই আমি প্রথম বসন্তোৎসবে সিংহাসনে অধিরোহণ করবো। প্রজা তোমার কন্যার চরণেই প্রথম পুষ্পাঞ্জলি দান করবে।

কণিষ্ক। বেশ, চল্।

[কণিষ্ক ও অশোকের প্রস্থান।

(পশ্চাৎ হইতে অনীতার প্রবেশ)

বিনা। কি মা! ঠীক ধরেছিত! তোমার মা মগধেশ্বরী, তোমার সন্ধানে গলবস্ত্রে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। মা! তোর সন্ধানে আমি ভারত পরিভ্রমণ করেছি। তুমি যে পাহাড়ে প্রকৃতির শোভাবর্দ্ধন করতে গিরিরাজ নন্দিনী হয়ে আছ তাতো বুঝতে পারিনি। কিন্তু এত করেও লুকুতে পারিস্‌নি বেটী। ধরেছি ধরেছি, ওই দূরথেকে তোকে পাহাড়ের শৃঙ্গে দেখেছি। ছুটে এসেছি, এসে এক দেখতে তুই দেখলুম। মা! ভিখারী ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্রপ্রাণে আনন্দ যে আর ধরছে না! কিন্তু একি লীলা করছিস্‌ মা!

অনীতা। প্রভু! যদিই ভগবৎপ্রেরিত হয়ে এসেছেন, তাহলে কন্তার মর্য্যাদা রক্ষা করুন, আমার পুনর্ব্বিবাহে সহায় হ'ন।

বিনা। চল মা! এখনি চল।

তৃতীয় দৃশ্য।

দালান।

প্রহরি-দ্বয়।

১ম প্র। তাইত ভাই! একি হ'ল রে!—এযে রামরাজত্ব শ্মশান হ'ল! রাজপুরীতে ত কেউ আর রইলনা রে!

২য়। তাইত ভাই! এত আর দেখতে পারা যায় না।

১ম প্র। মূর্খ বীতশোক যুবরাজ, রাণী রাজা, নিষ্ঠুর ধুন্ধু তাদের সহায়, এরকম আর তুদিন চললেত এ রাজ্যে মানুষ থাকবে না।

২য় প্র। আর আছেই বা কই, নগরের ভেতরে যেখানে মানুষের মতন মানুষ ছিল, সব মরেছে। মানুষ আর রইল কই।

১ম প্র। হায়! কি হ'ল—অশোকের সঙ্গে, পাটরাণীর সঙ্গে, রাধাগুপ্তর সঙ্গে সব গেল। শকের রাজত্ব হ'ল! তারা নির্ব্বিকারে নরহত্যা করছে।

(ধুন্ধু ও বীতশোকের প্রবেশ)

ধুন্ধু। আর কি চান বন্ধু! সাতদিনের ভেতরে সব চুপচাপ করিয়ে দিয়েছি। মানের সঙ্গে আপনাকে যুবরাজের আসনে বসিয়েছি। যে সকল লোক আমাকে ও আপনাকে গাধা বলে রহস্য করতো তারা আজ কোথায়? সন্ধান করুন, দুনিয়া আর তাদের খুঁজে পাবে না। যারা আছে তারা শতমুখে আপনার জয় ঘোষণা করছে।

বীত। তাতো শুনতেই পাচ্ছি বন্ধু! শুনে প্রাণ আমার আহ্লাদে নৃত্য করছে। বন্ধু! তুমি না থাকলে এই সব সৌভাগ্য আমার দাদা অশোক ভোগ করতো। বন্ধু! তোমার ঋণ আমি এজন্মে শুধতে পারবো না।

ধুন্ধু। অশোকের হয়ে একটা কথা কয়, এমন একটা লোক আর মগধে নেই। মগধে কেন ভারতেই নেই। ভয়েই মহারাজা কাতর হয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন, আপনাকে যুবরাজ করলে, পাছে ভারতের রাজা প্রজা বিদ্রোহী হয়, কিন্তু কই কেউত হ'ল না। কেউ একটা কথা পর্য্যন্ত কইলে না। উল্টে বরং সকলে সন্তুষ্ট হয়েছে, উপহার পাঠাচ্ছে। কেবল একটা বুনো রাজা মাথা হেঁট করেনি। সে তক্ষশীলা। তা তাকে দেখে নিচ্ছি। উৎসব হয়েগেলেই বেটাকে ধরিয়ে আনাচ্ছি। তারপর তার টিকিটি ধরবো, আর একটা খাঁড়ার কোপ মারবো, বস্—বেটাকে হাড়কাটে পুরে বলি দেব।

বীত। এইত তুচ্ছ রাজ্য শাসন—এইত তুচ্ছ প্রজারঞ্জন—এই কথা নিয়ে রাধাগুপ্ত রাজার কাছে গর্ব্ব করতো। এ রাজ্য আমি এমন করে শাসন করবো যে রাধাগুপ্ত জন্মেও তা দেখেনি।

ধুন্ধু। বুঝুন যুবরাজ বুঝুন—রাধাগুপ্ত আজীবন চেষ্টাকরে যে কাজ করতে পারেনি, আমি সাতদিনে তাই করে ফেলেছি—প্রজার মুখে আর হাসি ধরছে না! রাজ্যশাসন অতিতুচ্ছ—আপনি মনে এতটুকুও ভয় করবেন না। সিংহাসন যেমন পাবেন, অমনি গ্যাট্ ক'রে তাতে চেপে বসবেন। আপনি চোক বুজে থাকবেন, রাজ্য আমি থর্ থর্ করে চালিয়ে দেবো। আমি চাণক্যপণ্ডিতের সম্বন্ধী, বোনাই কাণে কাণে কতকথা আমাকে বলে গেছে, তাকি রাধাগুপ্ত জানে! সে বুড়ো সে সব মন্তর পাবে কোথায়?

বীত। কিন্তু দেখভাই! যুবরাজ হ'য়েও সুখ হচ্ছে না।

ধুন্ধু। চুপচুপ্! আস্তে—আস্তে! কে কোথায় লুকিয়ে আছে শুনে ফেলবে। সুখ হচ্চেনা, আমি কি বুঝতে পারছি না? কিন্তু কি করবো মনের দুঃখ মনে—বন্ধু! মনের দুঃখ মনে। অশোককে তাড়িয়ে দিলুম, তার মা আর রাধাগুপ্তকে বন্দী করলুম, প্রজা কথা কইলে না—তখন বুঝতে পারলেন না প্রজা আপনাকে কত ভালবাসে! দু'দিন, দু'দিন—বসন্তোৎসবটা যেতে দিন। অনেক হত্যা হয়ে গেছে, অনেক রক্ত পাত হয়েছে। দু'দিন একটু মেদিনী ঠাণ্ডা হ'ক। তারপর—যুবরাজ তারপর—আমি চাণক্যের সম্বন্ধী—আপনার মনের ভেতর কোথায় কি হচ্ছে—আমি সব বুঝতে পারছি।

বীত। এত বুদ্ধি তোমার, এতেও পাষণ্ড বেটারা তোমাকে বোকা বলতো!

ধুন্ধু। সে সব কথা প্রাণে গাঁথা।—সবুর—তবে দু'দিন সবুর! হাত আমার সড় সড় করছে—প্রাণ আমার আই ঢাই করছে—উঃ! রাধাগুপ্ত এখনও বেঁচে আছে অশোকটা পালিয়ে গেছে! সবুর—সবুর—

বীত। তা দেখ ভাই, উৎসবটা কেটে যাক্—রাজা আমাকে করতেই হবে!

ধুন্ধু। চুপ্ চুপ্ তা আর বলছেন কেন যুবরাজ—তবে রয়ে—চারিদিকে নজর রেখে—ধীরে—নিজের কোটে ফিরে।

বীত। কিন্তু ভাই বুড়ো রাজা থাকতে কেমন ক'রে তুমি আমাকে রাজা করবে?

ধুন্ধু। চুপ্ চুপ্,—আছে উপায় আছে—কিন্তু রাধাগুপ্ত থাকতে নয়—বুঝেছেন যুবরাজ! রাধাগুপ্ত খোলসা পেলে সব মতলব ফসকে যাবে। রাজাবন্ধু মন্ত্রীধুন্ধু এ যদি না হ'ল, ত জীবনের মিল হল কই! হবে—কিন্তু রয়ে—রয়ে। এখনও অশোকের ছেলে দুটো আছে আগে সে দুটোর বিধান করতে হবে—অশোকের বিধান করতে হবে—রাধাগুপ্তের বিধান করতে হবে। এখন মনের কথা মনে রেখে—মুখের হাসি মুখে মেখে

বীত। বস্—সব বুঝেছি বন্ধু—সব বুঝেছি। আমি রাজা তুমি মন্ত্রি—আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী।

(চিত্রার প্রবেশ।)

চিত্রা। মূর্খ ব্রাহ্মণ! এমনি ক'রে তুমি মন্ত্রিত্ব করবে! রাজ্যের ভবিষ্যৎ শত্রু দু'টো ক্ষুদ্র বালক, তোমাদের চোকে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল!

বীত। তাইত তাইত! কে পালালো মা!

চিত্রা। কে পালালো তুমি কি বুঝবে? কি বুঝছো ব্রাহ্মণ! মাথায় হাত দিয়ে কি ভাবছ—বুঝতে পারছনা!

ধুন্ধু। কই বুঝতে ত পারছিনা রাণীমা!

চিত্রা। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ভবিষ্যতে মন্ত্রিত্বের প্রত্যাশা কর?

ধুন্ধু। কই কে আছে এখনও ত বুঝতে পারছি না। এক আছে অশোক, তা সে কোথায়, তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। আর আছে সেই তক্ষশীলার রাজা, যে আপনার পুত্রকে যুবরাজ অস্বীকার করেছে। আর ত আপনার সব শত্রুকেই নিপাত করেছি;

চিত্রা। মরাকে মেরেছ—জীবিতকে ত হত্যা করতে পারনি! অশোকের দুই পুত্রকে মারতে পেরেছ?

ধুন্ধু। তাদের ত মারবার সব বন্দোবস্ত করেছি, তারা কেমন ক'রে পালাবে, কে তাদের সংবাদ দেবে। তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় শয্যাতেই তাদের শেষ করবার ব্যবস্থা করেছিলুম।

চিত্রা। তারা পালিয়েছে।

ধুন্ধু। কেমন ক'রে পালাবে। নিশ্চয়ই ঘাতকগুলোই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি সেই পাপিষ্ঠ ঘাতকগুলোকেই হত্যা করবো।

বীত। তাইত বন্ধু! কি হ'ল! যে বিপদ সেই বিপদই ত রয়ে গেল!

চিত্রা। গোল ক'রনা। চতুর্দ্দিকে গুপ্তচর প্রেরণ কর। শুনেছি তারা সহায়হীন। বালক, তারা বেশী দূর যেতে পারবেনা—আত্মগোপন করতে পারবে না। এখনি যাও ব্রাহ্মণ! এখনি যাও চারিদিকে দক্ষ চর পাঠাও।

ধুন্ধু। আমি এখনি চললুম।

[প্রস্থান।

বীত। কই মা! তুমিওত আজও রাধাগুপ্ত আর রাণীকে হত্যা করলে না!

চিত্রা। মূর্খ! কেন হত্যা করিনি, তা বুঝবে কি! আমার সিংহাসনে আরোহণ দেখবার জন্য তাদের বাঁচিয়ে রেখেছি। তারা বন্দী অবস্থায় আমার সুমুখে দাঁড়াবে, আর আমি সিংহাসনে বসে পা দুলিয়ে তাদের বিচার করবো।

বীত। মা, মা! তোমার কি বুদ্ধি! তাহ'লে বাবাকে সরিয়ে তুমিই কেন রাজা হওনা মা!

চিত্রা। মূর্খতা ক'রনা—গর্দ্দভের ন্যায় উল্লাসে নিজের ভবিষ্যত নষ্ট ক'রনা। যাও, কৈলোয়ার দুর্গে গিয়ে, গোপনে সেই দুষ্ট বন্দীকে রাজ পুরীতে এনে উপস্থিত কর।

বীত। এখনি যাচ্ছি।

চিত্রা। অতি সঙ্গোপনে – সাধারণে তাদের কোনও সংবাদ না পায়, তাহ'লে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেনা। তোমার পিতার মন চঞ্চল হচ্চে – তিনি সেই বালক দু'টোকে হত্যা করতে ইতস্ততঃ করছেন। প্রজা যদি তার মনের পরিবর্ত্তন জানতে পারে, তাহ'লে কার্য্য সিদ্ধ হবে না। তোমার ভবিষ্যতে রাজা হওয়া অসম্ভব হবে। অশোক এখনও বেঁচে আছে। আমি তখন বুঝতে না পেরে, তার হত্যার ব্যবস্থা করিনি। পিতা ও ভ্রাতাকে বসন্তোৎসবের নিমন্ত্রণ করেছি, তারা উৎসব দেখবার ছল ক'রে গোপনে সৈন্য নিয়ে মগধে আসছে। যতক্ষণ তারা না আসে, ততক্ষণ কোনও কথা কারও কাছে প্রকাশ ক'রনা—তোমার বন্ধুকেও ব'লনা। যাও গোপনে সেই দুই প্রবল বন্দীকে রাজ প্রাসাদে এনে উপস্থিত কর। এত দিন তাদের রাখতুম না—কিন্তু তারা আমার ঐশ্বর্য্য ভোগ না দেখে মরবে, এ আমি সহ্য করতে পারছিনা। যাও কাউকে না ব'লে, কৈলোয়ার চলে যাও।

[বীতশোকের প্রস্থান।

(বেগে ধুন্ধুর প্রবেশ।)

ধুন্ধু। রাণীমা! রাণীমা! ধরা পড়েছে—ধরা পড়েছে।

চিত্রা। ঠিক্—না আমাকে তুষ্ট করবার জন্য মিথ্যা সংবাদ নিয়ে আসছ।—

ধুন্ধু। চক্ষে—চক্ষে দেখে ছুটে আসছি একটা ধরা পড়েছে।

চিত্রা। একটা! মূর্খ! তাহ'লে এখনও পূর্ণ উল্লাসের সময় আসেনি। কে সে?

ধুন্ধু। কনিষ্ঠ কুনাল! বলুন রাণীমা! তাকে শেষ করি।

চিত্রা। প্রকাশ্যে! বাপ্!—তুমি আমার উৎসব নষ্ট করতে চাও? এখনও একটা বেঁচে—তুমি শিগ্‌গীর তাকে রাজপ্রাসাদের মধ্যে নিয়ে এস।

(চরের প্রবেশ)

ধুন্ধু। এই যে—এই যে তোমাকে এমন ক'রে গোপনে সংবাদ নিয়ে যেতে বলেছিলুম, ছেলে দু'টো কি করে খবর জেনে পালালো!

চর। কি ক'রে সংবাদ পেলে, কি ক'রে পালালো কিছুইত বলতে পারছিনা প্রভু!

চিত্রা। বলতে না পারলে তোমার শাস্তি আছে তা জান?

চর। দোহাই রাণীমা! দাসের কোন অপরাধ নেই। আমি সেখানকার রক্ষীদেরও জানবার আগে গুপ্ত ঘাতক নিয়ে ছেলে দু'টোর ঘরে প্রবেশ করে! গিয়ে দেখি শয্যা শূন্য। তারা কোন পথ দিয়ে গেল, কেমন ক'রে গেল—বাড়ীর প্রহরী পর্য্যন্ত জানতে পারেনি।

চিত্রা। বিশ্বাস ঘাতক! এই কথা আমাকে বিশ্বাস করাতে চাস্! আর কে জানবে, কেমন করে জানবে—তুই নিজে তাদের সাবধান করে দিয়েছিস্।

ধুন্ধু। তোকেই আগে হত্যা করবো।

চর। দোহাই, আমি কোন অপরাধের অপরাধী নই। আমায় হত্যা করবেন না। কে প্রকাশ করেছে আমি জানি না।

ধুন্ধু। এই কোন হায়—লে যাও, কোতল কর, কোতল কর।

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। হাঁ হাঁ—নিরপরাধ নিরপরাধ—ওকে হত্যা ক'র না। আমি বলেছি—ভবিষ্যতের অবস্থা আগে থাকতে বুঝে, আমি সেই বালকদের সাবধান করে দিয়েছি—খুন করতে হয়, আমাকে কর।

চিত্রা। তুমি! তুমি! বিশ্বাস ঘাতক—ব্রাহ্মণ কলঙ্ক! তুমি আমার খেয়ে শরীর পোষণ ক'রে, আমারই সর্ব্বনাশ সাধন করছ!

বিনা। রাণী! কি বলব! নাশ করাই আমার স্বভাব। তোমার কাছে খেয়ে খেয়ে পেট মোটা ক'রে এতদিন কেবল আত্মনাশ করেছি,—এখন তোমার হাত এড়িয়ে না খেয়ে শীর্ণ হ'য়ে সর্ব্বনাশ করছি!

(নেপথ্যাভিমুখে দেখাইয়া)

একটা বুঝে পালিয়েছে—কিন্তু ওই হতভাগ্য আমার শত চেষ্টাতেও শুনলে না! ওই বিস্ফারিত লোচন—রাণী! চেয়ে দেখ ওই পদ্মপলাশ লোচনে সমস্ত জগতে কি দেখলে, বুঝতে পারলুম না। আত্মরক্ষার একটুকুও চেষ্টা করলে না, ধরা দিলে! ধরা দিয়ে কি সুখ পেলে, একবার রাণী জিজ্ঞাসা কর—আমি শুনে আক্ষেপ মিটিয়ে চলে যাই।

চিত্রা। আহা! একি মূর্ত্তি অপূর্ব্ব সুন্দর!—

বিনা। দেখ রাণী! মূর্খ বালক! মৃত্যু ভয় হীন, কাল-সাপিনীর ফণায় কমলাঙ্কিত দেখে স্থিরনেত্রে তার পানে চেয়ে আছে, জানে না সে কমল কি বিষ পরিমল উদ্গীরণ করে।

চিত্রা। যাও এখনি ব্রাহ্মণকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাও। বিচার ক'রে ব্রাহ্মণকে শাস্তি দিতে হবে।

বিনা। আর বিচার ফিচার কেন রাণী—অমনি অমনি মশানে

পাঠাবার আদেশ দাও। বিচার করতে গেলে তোমার পরিশ্রম হবে।

চিত্রা। ব্যস্ত হয়ো না ব্রাহ্মণ! শীঘ্রই তোমার সে অভিলাষ পূর্ণ করছি। পাঁজি দেখে দিন ঠিক ক'রেছ, আমার বসন্তোৎসবটা দেখবে না?

বিনা। ও! রাণী! তোমার কি দয়া! তাই দেখতেইত আমি এসেছি। কিন্তু ভগবান তারা না আসতে আসতে এই নিরীহ বালকের জীবন রক্ষা কর।

সখী। কই রাণী কি করছে? সমস্ত নগর আমোদে মেতে উঠলো, আর আমাদের রাণীর এখনও সময় হ'ল না! সমস্ত সাজগোজ করে রেখেছি, রাজা সেজে থাকতে আদেশ দিয়ে গেছে, কিন্তু কই, রাণীরত কোনও সাড়া দেখছি না! যেন কিছুই উৎসব নয়। উৎসব হ'ল না হ'ল, যাচ্ছি যাব, করছি করবো। এই যে এই যে —কি গো রাণী! দোলায় দুলতে কি ইচ্ছা নেই?

চিত্রা। দুলবো বইকি—দুলবো বইকি সই! মৃত্যু দোলায় দুলতে আমার বড়ই অভিলাষ হয়েছে

সখী। সে কি!

চিত্রা। তা নয়ত কি! তাতে কত সুখ, তা তুই কি জানিস্? যাবো সই! পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাক্, রাজা এলে তাড়াতাড়ি আমাকে এসে খবর দিবি--শিগ্‌গির যা শিগ্‌গির যা—

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

কুনাল।

গীত।

ঘরের ভিতরে তুমি কেহে।
ঘনভীতি-কম্পন-আতুর, মম ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহে।
বুঝি এবার পড়েছে ধরা
আমি খুঁজে খুঁজে সখা হ'তেছি সারা,
(পড়েছে ধরা)
আছ কাছে বসে, তবু দূরদেশে,
অতি ক্ষীণ স্মৃতি কানে ভেসে আসে,
হিয়ার দেশে কি যেন পরশে,
কত মধু মাখা তাহে।
যদি আভাস দিলে লওহে তুলে'
(আর) দিওনা কো ফেলে মোহে॥

(চিত্রার প্রবেশ)

চিত্রা। তাইত! তাইত! এ কি মূর্ত্তি রমণী মোহন! এ কি পদ্ম-পলাশলোচন! আমার মুখপানে বিশাল দৃষ্টিতে চেয়ে, অন্তরের অন্তস্থল ভেদ ক'রে—কি মধুর তার শরে, কি বলব কি বলব—হৃদয়ের পরতে পরতে তরঙ্গ—শরীর থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো। বসন্ত! বসন্ত! কারে নিয়ে এ উৎসবে যোগ দেবো? ছিছি! মূর্ত্তি ধরে ঋতুরাজ, তুমি সম্মুখে আমার! আমি কার সঙ্গে দোলায় দুলবো!

কুনাল। এই সেই বিমাতা! যার জন্যে পিতা নির্ব্বাসিত, মাতা নিরুদ্দিষ্ট, পিতামহী বন্দিনী!

চিত্রা। এস কাছে এসো—এসো। অসঙ্কোচে এসো। মুখ পানে কি দেখছ যুবক ?

কুনাল। দেখছি দেখছি! না এই দেখছি—দেখবার চেষ্টা করছি। —আহা!

চিত্রা। কেন ধরা দিলে কুনাল! আমাকে কি দেখতে ইচ্ছা করেছিলে! দেখবার চেষ্টা করছ—প্রাণের ভয়ে কি দেখতে বাধা পাচ্ছ। কুনাল! কুনাল! কাছে এস, রূপের অহঙ্কার নিয়ে বসে আছি, দেখবার লোক নেই—কাছে এস—

কুনাল। আহা রাণী! দেহ কি সুন্দর! যেন বিমলতরঙ্গে বিমল কমল শতদলে ফুটে দুলছে—এমন সাজান ঘরে, এমন চক্ষু এমন মুখ—এমন সুঠাম দেহের ভিতরে—

চিত্রা। এক রমণী—সে রাজেশ্বরী হয়েও দীনা—সে রাজার ওপর, রাজার সঙ্গে সমস্ত প্রজার ওপর আধিপত্যে প্রবলা হয়েও, অবলা। কুনাল কুনাল!

কুনাল। কাছে এস না, সরে যাও। কিন্তু কাছে এ কি! এক কুৎসিৎ কীট তোমার তরল হৃদয়ের ভিতরে কি এক বীভৎস লীলা করছে—দেখতে পারছি না, সরে যাও দূর থেকে তোমায় বেশ দেখছি।

চিত্রা। কি! ঘৃণা! আমাকে ঘৃণা!

কুনাল। তথাপি তোমার ভিতরে কি এক অপূর্ব্ব মধুময়ী লীলা! কিন্তু যেন কতদূরে—ওগো এই হৃদয়ের কোন্ লুকান ঘরে—ওগো রাণী! তোমায় এক একবার দেখছি—কিন্তু দেখতে দেখতে তোমায় হারিয়ে ফেলছি, ভিতরের সেই শতদল উপরে পরিমল বিলাতে এসে পঙ্কিল শৈবালের গায়ে মিশে, কেমন এক পূতিগন্ধময় শবের সমান সৌরভ বিলাচ্ছে। রাণী! রাণী! সরে যাও সরে যাও। তোমার

দেখি, তোমায় ভাল ক'রে দেখা হ'ল না। আমার চখে জল আসছে—সে দেখতে দেখতে তোমাকে হারাচ্ছে ব'লে—কাতর হয়ে কাঁদছে—সরে যাও—সরে যাও।

চিত্রা। কি মধুময় কথা! উঃ! নারী! এত শক্তির অহঙ্কার নিয়েও তুই এত দুর্ব্বল—স্রোতস্বিনী! শৈল হৃদয় ভেদ করেও তোর তরলতা গেল না!

(বিন্দুসারের প্রবেশ)

বিন্দু। কি প্রাণেশ্বরি! সমস্ত উদ্যানটিকে নন্দনের মতন সাজিয়েছি—বিন্দুসরোবর সহস্র সহস্র ফুল্ল কুমুদে উপঢৌকন নিয়ে তোমার আশাপথ চেয়ে আছে, আর তুমি তাদের লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ। একি! এ কে? এ নির্জ্জনে কার সঙ্গে তুমি বিশ্রম্ভালাপ করছ?

চিত্রা। প্রাণেশ্বর!

বিন্দু। রহস্য! রহস্য!—প্রাণ কি তোমার আছে যে আমি তার ঈশ্বর হব। প্রাণ যার হাতে দেছ, সে এখনও তোমার পানে চেয়ে রয়েছে দেখছ না। আমি এসেছি, উন্মত্ত প্রেমিক আমাকে পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না।

চিত্রা। দেখুন রাজা! রহস্য করতে চানত শাস্তি দিয়ে রহস্য করুন। চরিত্রে যদি সন্দেহ করেন, তাহ'লে আমাকে এখনি হত্যা করুন আর যদি অধিনীর কথা শুনতে চান ত শুনুন।

বিন্দু। বেশ, বল।

চিত্রা। এই বালক অশোকের কনিষ্ঠপুত্র কুনাল। এখনি প্রহরী একে বন্দী ক'রে আমার কাছে এনেছে। ঘাতকে এখনি একে বিনাশ করতো—আপনি নিষেধ করেছেন ব'লে, আমি তাকে হত্যা করতে দিইনি। এ যদি আমার অপরাধ হয়, আপনার যে শাস্তি দিয়ে সুখ হয়, আপনি তাই দিন।

বিন্দু। কিরে বালক! কি দেখছিস্! দেখে কি আশ মিটছেনা?

কুনাল। কে আপনি?

বিন্দু। এতক্ষণে দেখতে পেলে?

কুনাল। আপনি মহারাজ?

বিন্দু। কি দেখছিলি?

কুনাল। আপনি দেখিয়েছেন, তাই দেখছি—ক্ষণিক আলোক, পাশে বিপুল অন্ধকার

বিন্দু। অন্ধকার দেখছ—নরাধম! নির্ব্বোধ সেজে ইাক'রে আমাকে প্রতারণা করছ—সত্য যদি না বলিস্ এখনি তোকে চিরদিনের জন্য অন্ধকার দেখতে হবে।

কুনাল। তাই দেখান মহারাজ! তাই দেখান আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই মুখ দেখছিলুম। মুখে কি মাধুরী মাখা—দেহে কি মাধুরী মাখা—দেখে দেখে তৃপ্তি হলনা রাজা! রাজা! স্বর্ণ অট্টালিকা—

চিত্রা। দোহাই রাজা! যথার্থই দেখছি এ বালক জ্ঞানহীন!

বিন্দু। আমি বৃদ্ধ জ্ঞানহীন হয়েছি, আর এ বালক হবেনা!

কুনাল। কিন্তু রাজা, এখন দেখছি—কি অন্ধকার কি বিপুল অন্ধকার!

বিন্দু। তাতো দেখবিই নরাধম! তা ক্ষণেকের জন্য কেন? বরাবরের জন্যই অন্ধকার দেখ। কে আছিস?

(প্রহরীর প্রবেশ)

এখনি এই নরাধমের চক্ষু উৎপাটন করে ফেল্। (প্রহরী ইতস্ততঃ করণ) বিলম্ব করিস্‌নি—এখনি নিয়ে যা—এখনি এ দুরাত্মার চক্ষু উৎপাটন কর্।

প্রহরী। মহারাজ! জীবন নিতে আদেশ করুন, জীবন নিচ্ছি—

চিত্রা। দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন! এ উন্মাদ বালক!—দোহাই মহারাজ বালককে ক্ষমা করুন।

বিন্দু। এখনি তোদের তাহ'লে হত্যা করবো।

প্রহরী। তা করুন, এ পদ্মচক্ষু প্রাণ থাকতে ওপড়াতে পারবো না।

(ধুন্ধুর প্রবেশ)

ধুন্ধু। কি মহারাজ! কি মহারাজ?

বিন্দু। পারবিনে?

ধুন্ধু। কি করতে হবে মহারাজ! আমায় আদেশ করুন—আমি পারবো।

বিন্দু। এর চক্ষু উপড়ে নিতে পারবে?

ধুন্ধু। এখনি পারবো। আপনি বলুন, আমাকে মন্ত্রী করবেন?

বিন্দু। বেশ, তোমাকেই মন্ত্রী করবো।

ধুন্ধু। তবে চল্ হতভাগা! আমার সঙ্গে চল্।

চিত্রা। দোহাই মহারাজ! জ্ঞানশূন্য বালক, দয়া করুন।

বিন্দু। এস আমার সঙ্গে উৎসব করবে এস।

পঞ্চম দৃশ্য।

মশান।

কণিষ্ক ও মধা।

কণিষ্ক। সবাই আমোদে মেতে গেছে কিন্তু যাকে নিয়ে আমোদ, সেই রাণীর ঘরে তেমন আমোদ দেখতে পেলুমনা কেনে রে ?

মধা। সেটাত বুঝতে পার্‌লেম।

কণিষ্ক। কেউ কিছু বুঝতে পারেনিত রে ?

মধা। কেমন ক'রে বুঝবে !

কণিষ্ক। রাণীর বাপ্ ভাই আসবে লাকি ?

মধা। আসে, একসাথে গেঁথে লিবি।

কণিষ্ক। বেশ তুই যা—রাজা ক'দ্দুর এলো খবর লে। ভাল জামাই রাজার মাকে দেখ্‌ছিলা কেন্ রে।

মধা। সেকি এ মুল্লুকে আছে। তাকে আর মুস্তিরকে যে কয়েদ করে কেল্লায় রেখেছে।

কণিষ্ক। তা'দর মারেক্‌লি ত রে !

মধা। এখনও ত মারেক্‌লি—এর পরে মারবেক্—এই মোচ্ছবটা গেলেই মার্‌বেক।

কণিষ্ক। মোরা শালায়া আইচি আর মারেক কেরে।

মধা। তা তুই রাজা এখানে এমনি ক'রে থাকবি ! যদি কোন শালা তোকে চিনে ফেলে ?

কণিষ্ক। চিনে ফেলে, জান লেবে—আমি শালা ত কাম বাগাই লিইছিরে—এক শালা জামাই মিলছে এখন ম'লে লোকসান কিরে ? তুই আবার ভিতরে যা, চুপি চুপি খবর লে !

মধা। তুই কোথায় থাকবি রাজা !

কণিষ্ক। আমি এখানে থেকে সেখানে থেকে মগধী শালাদের আমোদ দেখে বেড়াব, যেখানে শালারা নাচবে, সেখানে নাচবো—যেখানে গুজগুজ করছে সেখানে মাথা গুঁজে বসে যাবো। এটা কোথাকে এনুমরে! পায়ে কি ঠেকেরে—আরে দেখ্ শালা পায়ে কি ঠেকে দেখ্।

মধা। ও রাজা! মশানে আইচি।

কণিষ্ক। আরে শালা মশানে আনলি কেনেরে! তাইতরে শালা, পায়ে হাড় বাজছে। চল্ চল্ পালারে শালা পালা—কত শালা গরীবের জান গেছেরে—পাপশালা এখানকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ওরে শালা চল্ চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ধুন্ধু ও কুনালের প্রবেশ।)

ধুন্ধু। নে, আর তোকে বেশি যেতে হবে না—এইখানেই প্রস্তুত হ'। মশানে এনে প্রাণ রেখে যাবো, তা বেঁচে গেলি এই ঢের। চোক দু'টোই দিয়ে যা। তোর চোকের দামে আমার মন্ত্রীগিরি হ'ল—এই আমার লাভ! নে হতভাগা! তইরি হ'।

কুনাল। নাও, ভাই! নাও। রাজার আদেশ পালন করতে বিলম্ব ক'রনা। কে আছ কোথায় দয়াময়—প্রাণে ভয় জাগছে যে, আমাকে একটু সাহস দাও—চোকে জল আসে যে, নিবারণ কর। শুনেছি তুমি একদিন জগৎলক্ষ্মীকে রাক্ষসপুরী থেকে উদ্ধার করতে, নিজ হাতে কমল আঁখি তুলে মহামায়ার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে গিছলে—মগধের মঙ্গলের জন্ম আমাকেও তাই দিতে দাও। দাও কমল আঁখি! সাহস দাও। নে ভাই নে—কে দানকর্ত্তা কোথা থেকে আমার হৃদয়ে এসে আমাকে আঁখি দিতে বলছে। নে ভাই নে। সময় বয়ে যায়, আয় ভাই আয়।

ধুন্ধু। (চক্ষুরুৎপাটন) আক্ষেপ কি তোমার রাখবো।

কুনাল। ভাই! একবার দে--এখনও একটা চোক আছে, একবার দেখি। আমার তাসের ঘরের গবাক্ষ—প্রথম ভাঙ্গা গেল—অনেক দিন ছিল মায়া মায়া—দেখবার মায়া একবার দে। বা! বা! এই তুমি—তুমি পদ্মপলাশের মতন বলে পিতামহ আমার নাম রেখেছিলেন কুনাল। সেই পিতামহের আদেশেই তুমি চললে। ছিলে পদ্মপলাশ হ'লে রক্তপিণ্ড। ভাইরে! পদ্মআঁখি! তুমি চললে আমার নাম কি রেখে গেলে ভাই! ভাই! দেখা হ'ল- এই নাও।

ধুন্ধু। তাইত! এ ছোঁড়া বলে কি। চোখ তুলে নিলুম ছোঁড়া সেই চোখ নিয়ে আনন্দ কচ্ছে--চোকের সঙ্গে কথা কচ্ছে। কই! একি হ'ল, একি হ'ল—এ রকম ত কখন দেখিনি!

কুনাল। পদ্মআঁখি! এখন মুহ্যমান হ'লে চলবে কেন ভাই! তুমি স্থানের অহঙ্কারে মত্ত হয়েছিলে। লোক ভুলিয়েছিলে। স্থান গেল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার সব গেল আর তোমাকে দেখতে লোক আসবেনা। তুমি পথে পড়বে, কাকে তোমায় ঠুকরে খাবে। নাও ভাই নাও—একেও তুলে নাও। এক সঙ্গে এই ভাসের ঘরে ফুটেছিল---সঙ্গী গেল, এ থাকে কেন?

ধুন্ধু। তাইত কি করলুম! এ রকম ত কখন দেখিনি-- এ রকম ত কখন ভাবিনি!

কুনাল। পারছনা, মায়া হচ্ছে? তাহ'লে দাও ভাই অস্ত্র দাও— আমি নিজ হাতে তোমাকে তুলে দি।

ধুন্ধু। কুনাল! কুনাল!

কুনাল। হাঁ হাঁ—ডাক ডাক, এখনও আছি কিন্তু আর থাকবো না--এই বেলা ডেকে নাও। এই শেষও গেল—নামও গেল। হরি! হরি! কোথায় তুমি কমল আঁখি! এই রূপসাগরে ফুটেছিলে—একটা তুলে নিলে আমার বন্ধু—একটা নিলুম আমি। আঁখি আঁখি! তুমি

গেলে—কিন্তু কই আমার দৃষ্টিত গেলনা! হরি! হরি—একি হ'ল বন্ধু! কোথায় তুমি—একবার হাতে হাত দাও—আমার কি উপকার করলে বন্ধু—চক্ষু সব দেখে কিন্তু নিজেকে দেখতে পায়না। নিজেকে দেখতে হ'লে আরশী নিয়ে দেখে—ভাই! মানুষও ত তাই। মানুষ সব দেখে, কিন্তু দর্পণ না হ'লে নিজের দর্শন পায় না। বন্ধু তুমি আমার দর্পণ তুমি আমার প্রাণ—আজ দয়া ক'রে তুমি আমাকে দেখালে।

ধুন্ধু। তাইত! কি করলুম! কেউ যা পারলেনা, তাই আমি করতে এলুম—লোকে আমায় গাধা বলতো, আমি রাগ করতুম—এখন দেখছি, আমি যথার্থ গাধা—ব্রাহ্মণের বংশে জন্মে আমি নরাধম পশু—আমার তুল্য হীন জন্তু আর নেই। কি করলুম কি করলুম!

কুনাল। এস বন্ধু! কোল দাও।

ধুন্ধু। জ্বলে মলুম জ্বলে মলুম—দেখতে পাচ্ছিনা—দাউ দাউ করে প্রাণ জ্বলে উঠলো—দাঁড়াতে পাচ্ছিনা—গেলুম গেলুম।

[প্রস্থান।

কুনাল। কই ভাই! দিলেনা! কইনা একি! কে আসছ পরম শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়—করুণায় টলতে টলতে কে আসছ? এস এস কোল দাও—আমার সর্ব্ব অঙ্গ নেচে উঠছে—একি আনন্দ একি আনন্দ!

(কৃপানন্দের প্রবেশ।)

কৃপা। কুনাল!

কুনাল। আবার কুনাল! যা নিয়ে কুনাল, তাতো আমার গেল; যখন রূপ গেল, তখন আর নাম কেন? দাও দয়াময়—আমায় কোল দাও।

কৃপা। বৎস! চক্ষু থাকতে অন্ধকার দেখেছ—এখন চক্ষুহীন হয়ে অন্ধকারের পার নিরীক্ষণ কর।

গীত।

অন্ধ নয়ন! একি রঙ্গ!
মুদিত পলকে ঝলকে ঝলকে একিহে আলোক ভঙ্গ।।
কোটী কমলদলে একি কমলভাসে।
কমল নয়ন ঠারে একি ললিত হাসে—
ফুল্ল কমলহারে কমল-পরাগভারে বিজড়িত অঙ্গ,
কমল পরিমলে কে তুমিহে ভাসিলে ত্রিভঙ্গ।।

কুনাল। গুরুদেব গুরুদেব একি করুণা একি করুণা।

কৃপা। যাও বাপ্, করুণা পেলে—হৃদয়ে আবদ্ধ রেখোনা। করুণা প্রার্থী শত কোটী জীব তোমার মতন অন্ধ হয়ে পথে পথে ঘুরছে করুণার কমণ্ডলু তাকে নিয়ে তাদের সান্ত্বনার কারণ হও।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান মধ্যে পুষ্পসজ্জিত সিংহাসন।

বিন্দুসার, বীতশোক ও প্রজাগণ।

বিন্দু। দেখ, রাজ্যের একটা বিধি পরিবর্ত্তন করতে গেলে, প্রজার কাছে সেটা বিজ্ঞাপন রাজার কর্ত্তব্য। অশোকের দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধির জন্য, তাকে উত্তরাধিকারিত্ব থেকে বঞ্চিত করেছি। সেই জন্য তার জননী ধারিণীদেবী মন্ত্রী রাধাগুপ্তের সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। সেই অপরাধে তাঁকে ও পাটরাণীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি।

বীত। বল—মহারাজ! তারপর কি বলুন।

বিন্দু। তারপর তুমি অগ্রগমন করে তোমার জননীকে নিয়ে এস।

[বীতশোকের প্রস্থান।

(অপরদিক দিয়া বন্দিরূপে রাধাগুপ্ত ও বিনায়কের প্রবেশ।)

বিনা। কইরে ভাই, আমাদের বন্দী ক'রে আনলি, কিন্তু যাঁর দৃষ্টি-সুখের জন্য আনলি, তিনি কই?

রাধা। ব্যস্ত হচ্ছ কেন ব্রাহ্মণ, রাণী কি তোমার ইচ্ছামত আসবেন?

বিনা। আমার ইচ্ছামত না এলে, দেখছি তার সিংহাসনে চাপা আমার দেখা হ'লনা।

রাধা। অপেক্ষা কর ভাই অপেক্ষা কর। রাণী তাঁর সিংহাসন আরোহণ দেখবার জন্যই তোমাকে এখানে আনিয়াছেন। তখন না দেখবার আশঙ্কা করছ কেন? অপেক্ষা কর।

বিনা। অপেক্ষা করতে হয়, আপনি করুন।

রাধা। কি জ্বালা ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

প্র। এই ঠাকুর চুপচাপ্‌কে খাড়া রও।

বিনা। বোলাও—আভি বোলাও।

বিন্দু। কি কি ব্যাপারখানা কি ব্রাহ্মণ?

বিনা। কেন, তা আপনাকে বলবার সুবিধে হচ্ছেনা—বড় সময় সংক্ষেপ—বোলাও—গাধা উল্লুক—পুঁটেরাণীকে বোলাও।

বিন্দু। কি, রাণীর উপর হুকুমজারি করছ নাকি?

বিনা। কি করবো? আমি হচ্ছি ছোটরাণীর পক্ষ—তিনি সিংহাসনে মহারাজার পাশে বসবেন, আমি দেখে চক্ষু সার্থক করবো। মাঝ খান থেকে এই বিটলে মন্ত্রী আমাকে বলে, "অপেক্ষা কর।" রাজা রাণীর যে শত্রু—আমি তার কথা শুনবো? সে যা বলবে আমি তার উলটো করব। মন্ত্রী বলছেন অপেক্ষা কর। সুতরাং আমি ব্যস্ত হব। এই গাধা--রাণীকো বোলাও।

বিন্দু। বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ! সে দিন গিয়েছে, যে দিন তোমার এই চাটুবাক্য শুনে সন্তুষ্ট হতুম।

বিনা। এরই মধ্যে গিয়েছে মহারাজ! আমি যে অনেক দিন বাকী ঠাওরেছিলুম! সিংহাসনে বসে রাণীর অপেক্ষা করছেন, এখন যদি রাণী না আসে, তাহ'লে আপনার পাশে বসে, আপনার দারুণ বিরহ আগুনে জল ঢালবে কে? এই গরীব ব্রাহ্মণ। এ নারেঙ্গা নেবুর রস কি আর পছন্দ হয়না মহারাজ? রাজ্যভোগে অজীর্ণরোগাক্রান্ত বিরহবিধুর আপনার পক্ষে এ রসটা বড়ই উপকারী হ'ত।

বিন্দু। কি কুটীল ব্রাহ্মণ! তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাণীর না আসা সঙ্কল্প করছ?

বিনা। না মহারাজ! অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছি। বুঝি আপনার পাশে রাণীর উপবেশন দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটলো না।

বিন্দু। তা ঘটলোনা—প্রহরী! ব্রাহ্মণকে নিয়ে অন্ধ কারাগারে নিক্ষেপ কর।

বাধা। মহারাজ! বিষয় বুদ্ধিহীন ব্রাহ্মণের উপর এত ক্রোধ করবেন না।

বিনা। থামুন, আমি কারও ধার করা বুদ্ধিতে বাঁচতে চাই না। মহারাজ! আপনি এই বিজ্ঞতাভিমানী মন্ত্রীর কথা শুনবেন না। হুকুম ফিরিয়ে নেবেন না। অন্ধ কারাগার—কোথায় মহারাজ? আপনি যেখানে বসে আছেন, ওর চেয়েও অন্ধকারময় কারাগার কি আপনার রাজ্যে আর আছে!

(নেপথ্যে কোলাহল।)

সকলে। রাণী আসছেন রাণী আসছেন।

বিন্দু। ব্রাহ্মণ! তোমাদের দুরভিসন্ধি পূর্ণ হ'লনা। রাণী আসছেন।—রাণীর যখন ইচ্ছা, তোমরা দাঁড়িয়ে তাঁর বসন্তোৎসব দেখবে, তখন কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াও।

বিনা। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ! একটু দাঁড়াই—রাণীকে আপনার পাশে দেখে চলে যাই। কি জানি—মায়ার সংসার—এই আপনার সিংহাসনের ধার, একটু পরেই কারাগার। মায়া মায়া।

(চিত্রার প্রবেশ)

বিন্দু। এস রাণী! রাজসিংহাসন আকুল প্রাণে তোমার প্রতীক্ষা করছে।

চিত্রা। মন কেমন করছে, দেহ কেমন করছে! তাইত কি ক'রে এলুম! এই আমার সম্মুখে সেই চির আকাঙ্খিত সিংহাসন—কিন্তু আমি কোথায়?

বিন্দু। বিলম্ব করছ কেন রাণী?

চিত্রা। এই যে দাসী আদেশ পালন করতে এসেছে মহারাজ!

(নেপথ্যে কোলাহল)

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীত। না, না—উঠো না উঠো না।

বিন্দু। কে তুই কেও—বীতশোক! একি! এমন করে পাগলের মতন ছুটে এলে কেন?

বীত। তাইত! তাইত! এলুম কেন?

চিত্রা। নির্ব্বোধ পুত্র! সিংহাসনে উঠবার সময় পিছু ডাকলে কেন?

বীত। তাইত! পিছু ডাকলুম কেন?

বিন্দু। কি অমন করছ কেন কি হয়েছে?

বীত। তাইত—কি করছি—কি হয়েছে—ভয় ভয়—বড় ভয়—বাজা ভয় হয়েছে।

বিন্দু। কিসের ভয়?

বীত। তাইত—কিসের ভয়?

[প্রস্থান।

চিত্রা। কাজ নেই মহারাজ! এ আসন আজকে যাঁর প্রাপ্য, তাঁকে ডেকে আনুন।

বিন্দু। আমার সব শরীররক্ষী পার্ব্বত্য সৈন্য কোথায়?

নেপথ্যে। এই যে সব আছি মহারাজ!

বিন্দু। তবে আবার কিসের ভয়—উঠ রাণী সিংহাসন আলোকিত কর।

রাধা। মহারাজ! আমি রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভৃত্য। আমি আপনাকে এখনও নিষেধ করি। পাটরাণী থাকতে অন্য রাণীকে সিংহাসনে ওঠাবেন না।

বিন্দু। বারবার এমন ক'রে শত্রুতা করলে, এখনি তোমাকে মশানে পাঠাবো রাধাগুপ্ত! বুঝে রাখ এখনও তোমাকে আমি অনুগ্রহ দেখাচ্ছি।

রাধা। কারও অনুগ্রহে আমার বাঁচবার প্রয়োজন নেই—

বিন্দু। কি বলছ মূর্খ বৃদ্ধ! নেই?

রাধা। মহারাজ! যদি কারও অনুগ্রহে আমার বাঁচবার প্রয়োজন হ'ত, তাহ'লে আজ এই স্বার্থপরা শকনন্দিনীকে বসন্তোৎসবের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হ'তে হ'ত না। মহারাজ! আমি চাণক্যের প্রিয়শিষ্য। কূটনীতিতে আমার তুলনায়, আপনাকে ও এই বর্ব্বর রমণীকে আমি শিশু বলে জ্ঞান করি। যদি রাজ্যের ভবিষ্যৎ না জানতুম, যদি বুঝতুম, আমার গুরুর প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন মূর্খ বাপপুত্র বীতশোককে বহন ক'রে গৌরবান্বিত হবে, তাহ'লে তার প্রতিকারের চেষ্টা করতুম্। রাজ্যের শুভ ভবিষ্যৎ জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে, আমি এই দীন বন্দী অবস্থাতে আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। মহারাজ! বৃদ্ধ বয়সে রূপমোহে মুগ্ধ হয়ে, আপনি সেই নবীন যোগীর প্রহেলিকাময় ভবিষ্যদ্বাণী বুঝতে পারেন নি। তাই আবার বলি, সেই ভবিষ্যৎ ভারতসম্রাটের দারুণ ক্রোধ থেকে যদি নিস্তার পেতে চান, তাহ'লে এখনি এই শকনন্দিনীকে এস্থান থেকে সরিয়ে, তাঁর পূজনীয়া গর্ভধারিণীর মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

বিন্দু। মৃত্যুমুখে প'ড়ে, তুমি প্রলাপ ব'কে আমাকে ভীত করতে চাও নরাধম! নাও রাণী! চলে এস—হতভাগ্য দাঁড়িয়ে দেখুক, মৌর্য্যবংশীয় রাজা বিধাতার ন্যায় স্বেচ্ছায় বিধি গঠন করে থাকে।

সকলে। দোহাই মহারাজ—দোহাই মহারাজ !

বিন্দু। রমণীধর্ম্মা মন্ত্রিবর ! এই আমি আমার প্রিয়তমাকে সিংহাসনে আমার পার্শ্বে বসাই, ডাক তোমার ভবিষ্যৎ ভারত সম্রাটকে, সে এসে আমাকে নিবৃত্ত করুক।

(সসৈন্যে অশোকের প্রবেশ)

অশোক। এই যে এসেছি মহারাজ ! কিন্তু আপনাকে মহারাজ ব'লে আমার শেষ অভিবাদন ! সাবধান ! সিংহাসনের সমীপে যাবেন না। আর উঠবেন না। বৃদ্ধকে ও এই রমণীকে এখনি আটক কর।

বিন্দু। কে তুই ?

অশোক। আমি মগধেশ্বর মহারাজ অশোক।

সকলে। জয় মহারাজ অশোকের জয়।

বিন্দু। কে আছিস্, ওরে কে আছিস্ ? দস্যু দস্যু।

নেপথ্যে (কোলাহল) মহারাজ ! দস্যু দস্যু—বাপ্—গেলুম মহারাজ পালান—মার—ধর—

রাধা। একি দেখলুম বিনায়ক ?

বিনা। অপেক্ষা করুন, আরও আছে—রয়ে রয়ে দেখতে হবে। এখনও উৎসব বাকি—রয়ে রয়ে দেখতে হবে।

(দলে দলে তক্ষক সৈন্যের প্রবেশ)

চিত্রা। মহারাজ ! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

অশোক। সিংহাসনে বসে এই সকল সাধুর প্রাণ নিতে যাচ্ছিলে। এখন তোমাকে রক্ষা করবে কে ? শক নন্দিনী ! নিজের শক্তির পরিমান না জেনে লোকের উপর প্রভুত্ব করতে চাও ! যাও এদের আপাততঃ আমার শিবিরে নিয়ে বন্দীকরে রাখ।

বিন্দু। ওরে কে আছিস্—রক্ষা কর—রাজা ও রাণীকে দস্যুতে হত্যা ক'রে, রক্ষা কর।

[বিন্দুসারকে লইয়া প্রহরিগণের প্রস্থান।

অশোক। এই যে এই যে—মগধরাজ্যের জীবনস্বরূপ ছুই সাধুই এখানে অবস্থান করছেন। সচিব প্রধান! আসুন, ভবিষ্যৎ রাজ্যের ভার গ্রহণ করুন—আসুন বিপ্র! সদুপদেশদানে রাজ্যের কুশল আনয়ন করবেন আসুন। তারপর—যে সকল নরাধম আমার রাজ্যপ্রাপ্তির পথে বাধা দিয়েছে, তাদের প্রতি কিরূপ আদেশ করবো বলুন।

রাধা। (পত্র ছিন্ন করিয়া ইঙ্গিত)

অশোক। বুঝেছি—অবৈধ উপায়ে রাজ্যগ্রহণ করতে এসেছি, অবৈধ উপায়েই এ যজ্ঞের আহুতি দেওয়া কর্ত্তব্য। যাও ভাই! তোমাদের রাজার শত্রুর মুণ্ডে মশানে পর্ব্বত রচনা কর।

[উল্লাস করিতে করিতে সৈন্যগণের প্রস্থান।

বিনা। করকি করকি মহারাজ!

অশোক। এ মমতা দেখাবার স্থান নয় ব্রাহ্মণ।

বিনা! দোহাই মহারাজ! তুমি অশোক নাম গ্রহণ করেছ। শোকের তরঙ্গে ঘর ভাসিয়ো না।

অশোক। আমি চণ্ডাশোক রাজার পুত্র হয়ে বিনাপরাধে কুকুরের মত গৃহ থেকে তাড়িত হয়েছি—সে দারুণ দুঃসময়ে আপনারা দুইজন ছাড়া, মমতা দেখাবার লোক পর্য্যন্ত পাইনি। সেই আমি প্রতিহিংসাপরবশ হয়ে মগধরাজ্যে ফিরে এসেছি। দারিদ্র্যে, বিষপানে পূর্ব্বের অশোক মরে গেছে—এখন আমি চণ্ডাশোক—আমার দয়া মায়া মমতা বিষে জর্জ্জরিত হয়ে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ! তুমি সাক্ষী, প্রতিহিংসা-পরবশ হ'য়ে আমি অনার্য্য কন্যা বিবাহ করেছি -ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করেছি। আমার প্রিয়পুত্র দুটী কোথায়? আমি নিজে দস্যুতা ক'রে

তাদের মুখের খাদ্য কেড়ে নিয়ে নিজে আহার করেছি। প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা—শীঘ্র চলুন সচিব! এ পাপিষ্ঠ রমণীকে বন্দিনী ক'রে নিয়ে যান। এ রাজসভায় আমার বিচারের অপেক্ষা করুক।

চিত্রা। আর অপেক্ষা কেন, মহারাজ! আমি যথার্থ ই সর্পিনী—বেঁচে থাকলে স্বতঃপরতঃ তোমার সর্বনাশের চেষ্টা করবো। আমাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা কর।

(ধারিণীর প্রবেশ)

ধারিণী। মহারাজ!

অশোক। কেও মা! 'অশোক' ব'লে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভিখারী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ সঙ্গে দিয়ে বিদায় দিয়েছিলে—স্নেহবচনে আবার তাকে আবাহন কর!

ধারিণী। যখন বিদায় দিয়েছি, তখন ভিখারীপুত্রের মাতৃভক্তি আমার একমাত্র সম্বল ছিল। সেই পুত্রের অবস্থার বিপর্য্যয় হয়েছে, সে সময়ের ভিখারী এখন শক্তিমান সম্রাট। আমি সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজ, তোমার হৃদয়ে আমার সেই বহুমূল্য বস্তুটীর অন্বেষণ করছি।

অশোক। কি মা?

ধারিণী। তোমার সেই অপূর্ব্ব মাতৃভক্তি।

অশোক। সে কি দেখতে পাচ্ছ না?

ধারিণী। কই মহারাজ, এখনও ত দেখতে পাচ্ছিনি। বরং বিপরীত দেখছি, দেখে ভীত হচ্ছি। মহারাজ! তুমি তোমার জননীর গুরুকে বন্দী করেছ, আর তোমার জননী অংশরূপে যে সুন্দর কমনীয় দেহ মধ্যে বিরাজ করছে, তাকে তুমি বর্ব্বরের কঠোর হস্তে নিষ্পীড়িত করছ। অশোক! যদি তুমি এই রমণীকে আমা হ'তে পৃথক জ্ঞান কর, তাহলে বুঝবো তোমার মাতৃভক্তি ভান।

অশোক। সচিব প্রধান! আমার রাজ্য গ্রহণ হ'ল না। আপনি সসম্মানে এঁকে রাজপ্রাসাদে রক্ষা ক'রে আসুন।

ধারিণী। ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ কর স্বতন্ত্র কথা। নইলে মায়ের উপর অভিমানে রাজ্যত্যাগ ক'রনা।

অশোক। বলুন আর আমাকে অনুরোধ করবেন না।

ধারিণী। আর অনুরোধ করবো না। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মস্তকে দেবতার পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হোক। তোমার রাজ্য আদর্শ রাজ্য বলে গণনায় হোক। বিশ্বে তুমি অদ্বিতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত হও। এস ভগিনী সঙ্গে এস।

[ধারিণী ও চিত্রার প্রস্থান।

কণিষ্কের প্রবেশ)

কণিষ্ক। দে দেটী! আমার বেটীকে সিংহাসনে বসিয়ে দে।

রাধা। তুমি কে?

কণিষ্ক। আমি কে, এই বেটাকে শুধোই কর্--বেটাকেও তারা ভিখারী ক'রে খেদাড়ে দিচ্ছিলি--কেবালে কেরে? রাজা কণিষ্ক কেরে? এমন চেহারা বানাই দিলেক কেরে? ওরে শালা মধা! বিটীকে নিয়ে আসরে পাগ লিয়ে আয়।

রাধা। একি করছেন মহারাজ!

কণিষ্ক। শালের বেটী যদি পাটরাণী হয়, আমার বেটী হবেক না কেনেরে! দে দে রাজা! আমার বেটীকে পাটরাণী ক'রেদে!

রাধা। মহারাজ! যে লোক-বিগর্হিত কার্য্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমি এই দশায় পড়েছি, আমি প্রাণান্তে তাতে সম্মতি দিতে পারবো না। করছেন কি, নিবৃত্ত হন।

বিনা। কিছুতেই না—কিছুতেই না। প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর রাজা, প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর।

অশোক। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অবৈধ উপায়ে রাজ্যগ্রহণ করেছি। অবৈধ উপায়ে তার প্রতিষ্ঠা করবো। আমি চণ্ডাশোক—কারও অনুরোধ রাখবো না। অনীতা! অনীতা! কোথায় তুমি জানিনা। যদি থাক—নিকটে এসোনা। মন্ত্রিবর! যে যেখানে আছ রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষী প্রজা—সকলে চক্ষু নিমিলিত কর—আমি আমার হৃদয় ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করছি। এস অনার্য্যনন্দিনী! এস—যেস্থান মগধেশ্বরের পাটরাণীর চিরাধিকৃত, তুমি আজ সেই স্থান অধিকার কর।

(অবগুণ্ঠনবতী অনীতার প্রবেশ)

রাধা। কি ক'রে এ অবস্থায় দেখবো মহারাজ!

বিনা। হাঁ হাঁ—দেখ—দেখ—চক্ষু জুড়বে—চক্ষু জুড়বে।

রাধা। চাটুকার ব্রাহ্মণ! তুমি দেখ—(প্রস্থানোদ্যত)

বিনা। হাঁ হাঁ—নাকে বেসর কাণে মল—গলায় একঝুড়ি কড়ি—চক্ষু জুড়্বে চক্ষু জুড়্বে!

কণিষ্ক। কোথায় যাবি—দেখতে হবে। না দেখলে ছাড়বেক কোন শালারে! কিরে বেটী বসেছিস্?

অনীতা। বসেছিরে বাপ্।

কণিষ্ক। লে মুখ খোল। (অনীতার অবগুণ্ঠন উন্মোচন)

সকলে। একি!

অশোক। একি!—অনীতা! তেজস্বিনী—তুমি! বিধাতৃরূপী তক্ষকরাজ! আমি মগধসিংহাসনে বসে তোমাকে প্রণাম করি। কে তুমি? কি উপায়ে তুমি এই ভিখারী মগধরাজকে এ অমূল্যরত্ন দান করলে!

কণিষ্ক। আরে ছি ছি! করিস্ কিরে! তুই মোদের রাজা যেরে! ওকথা কি কইতে আছেরে! আমি যে ধাঙ্গড় রে!

বিনা। সতী! তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে—তোমার সাহায্যেই মহারাজ অশোক সিংহাসনে উপবেশন করলেন—জয় সতীর জয়।

সকলে। জয় মহারাজ প্রিয়দর্শীর জয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তোরণ সম্মুখ।

বীতশোক ও ধুন্ধু।

ধুন্ধু। কেউ পারলে না, আমি পারলুম!

বীত। বন্ধু! বন্ধু! এই যে বন্ধু!

ধুন্ধু। (ইঙ্গিতাভিনয়) কেউ পারলে না, আমি পারলুম!

বীত। একি হ'ল বন্ধু?

ধুন্ধু। হুঁ! (ইঙ্গিতাভিনয়) অমন চোক তুলে ফেললুম!

বীত। বন্ধু—আমার কথা কি শুনছো না?

ধুন্ধু। তোমার কথা হুঁ!—জ্বল জ্বল করছে—এখনও ওই মাটীতে, ওই—

বীত। বন্ধু! প্রাণের বন্ধু—ওকি করছ?

ধুন্ধু। ওই হরিণ স্থির হয়ে দেখছে—কাগে ঠোকরাতে এসে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে।

বীত। ও বন্ধু! তোমার পায়ে পড়ি বন্ধু! আমার কথা শোন।

ধুন্ধু। তাইত! কেও! যুবরাজ?

বীত। তুমি কি করছ?

ধুন্ধু। আমি—আমি? একটা মজা করছি।

বীত। মজা করছ কি!

ধুন্ধু। সকলেই আমাদের মূর্খ বলে---এখন দেখছি, তা ঠিক; তাই এখানে এসে মজা করছি।

বীত। মজা কর না বন্ধু সর্ব্বনাশ হয়েছে।

ধুন্ধু। কি হয়েছে?

বীত। আর কি হবে—সর্ব্বনাশ হয়েছে—শালার গণকক্কার ঠকিয়ে গেছে।

ধুন্ধু। ঠকিয়ে গেছে! শালার গণকক্কার ঠিক ঠকিয়ে গেছে?—না! বা! ওই।

বীত। ওই কি!

ধুন্ধু। শালার গণকক্কার—তুমিও বোকা পেয়ে ঠকিয়ে গেছে?

বীত। একেবারে ঠকিয়ে গেছে—আমি না রাজা হয়ে দাদা রাজা হয়েছে।

ধুন্ধু। (হাস্য) রাজা হয়েছে?

বীত। দাদা রাজা হয়েছে, তাতে হাসছো কি! সর্ব্বনাশ হয়েছে বুঝতে পারছ না! বসন্তোৎসবে দাদা কোথা থেকে হুপ করে এসে পড়ে সিংহাসন দখল করেছে। মা বন্দী হয়েছে।

ধুন্ধু। মা বন্দী হয়েছে?

বীত। বাবা পালিয়েছে—আমাদের দলবল থর থর ক'রে কাঁপছে।

ধুন্ধু। কাঁপছে—য়্যাঁ কাঁপছে—ওই।

বীত। ও বাবা! ওই ওই করছ কি! (ধুন্ধুকে জড়াইয়া) ওই কি—ওই কি বন্ধু!

ধুন্ধু। ওই—কি চমৎকার কি উজ্জ্বল—হরিণ দাঁড়ালো—কাক পালালো—

বীত। পাগল হয়ো না—সর্ব্বনাশ হয়েছে—এখনি আমাদের প্রাণ যাবে।

ধুন্ধু। আ! কি বললে বন্ধু, যাবে, প্রাণ যাবে---প্রাণ যাবে! কখন যাবে বন্ধু!--ওই! কি উজ্জল!—

বীত। তাইত—ও বাবা! ওই ওই করে কি--কোথায় যাই—কোথায় যাই। (পলায়নোদ্যোগ)।

ধুন্ধু। হরিণ দাঁড়ালো, কাক পালালো----ওই!

বীত। (পুনঃ জড়াইয়া) আরে দূর তোর ওই! ও বাবা! এ কি হল—এ কি হল।

ধুন্ধু। কি—কি

বীত। কে আমি চিনতে পারছ না!—বন্ধু বন্ধু! পাগলামী রাখ---কি ক'রে বাঁচি তার উপায় কর। যতক্ষণ রাত্রি আছে, ততক্ষণ বাঁচবার উপায় আছে। আমি রাজা হ'লে তুমি মন্ত্রী হ'তে, পরামর্শ দিতে, এখন সব ভুলে গেলে?

ধুন্ধু। ভুলবো কেন--ভুলবো কেন?

বীত। তা'হলে কোথায় পালাই বলে দাও—কি ক'রে প্রাণ বাঁচে তার উপায় বলে দাও।

ধুন্ধু। পালাবে—পালাবে? ওই

বীত। কই ওই--কি ওই—কাকে দেখছ—তাইত তাইত—একটা বেয়াড়া ওইত বটে—ও বাবা কোথায় যাবো, কোথায় যাবো।

(চিত্রার প্রবেশ)

কে ও? মা মা! কি উপায় হবে মা!

চিত্রা। পালাও বীতশোক পালাও—মাতুলের দেশে পলায়ন কর। পর্ব্বত গহ্বরে আত্মগোপন কর।

বীত। হ্যাঁ—তাইত—তাইত! কেমন ক'রে যাবো! বন্ধু বন্ধু—

ধুন্ধু। ওই জ্বলজ্বল করছে—

চিত্র। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ! সেই মূর্খ রাজার কথা শুনে কেমন কোরে তুমি সেই সুন্দর দেহ থেকে চক্ষু দুটী উৎপাটন ক'রে নিলে।

ধুন্ধু। ঠিক বলেছ—কেমন ক'রে নিলুম—তবু নিলুম—নিলুম বলে নিলুম, একেবারে মূল ছিঁড়ে চেঁচে নিলুম। ওই পড়ে আছে, এখনও পড়ে আছে। হরিণ দাঁড়ালো, কাক পালালো—মাটী গলে গেল। ওই—ওই

[প্রস্থান।

বীত। বন্ধু বন্ধু—

চিত্রা। আবার বন্ধু! যদি বাঁচতে চাস্ মূর্খ! এখনও পালা—সমস্ত পাপের বোঝা শেষে তোরই ঘাড়ে পড়বে।

বীত। তাইত তাইত! পা চলছে না যে—

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। কোথায় পালাবে নরাধম! তোমাদের পালিয়ে বাঁচবার স্থান, সমস্ত ভারতের মধ্যে নেই।

বীত। ও বাবা! ও বাবা! ও মা—ওমা!

চিত্রা। মহারাজ! আমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা কর।

অশোক। নিজের জীবন পেয়েছেন—এইতেই ধন্যবাদ দেবার যদি কোন ঈশ্বর বলে পদার্থ থাকে তাকে ধন্যবাদ দিন—স্বামীপুত্রের মমতা পরিত্যাগ করুন। বীতশোক! তোমার রাজা হবার বড় অভিলাষ হয়েছিল, তাই সপ্তাহকাল তোমাকে সিংহাসনে বসবার অধিকার দিলুম।

বীত। মা মা! (উল্লাসে)

অশোক। সপ্তাহ পরে তোমার শিরশ্ছেদ হবে।

বীত। বাবা! বাবা!

(কণিষ্কের প্রবেশ)

কণিষ্ক। দোহাই রাজা ক্ষাপ্‌পা হ'স নি।

অশোক। তক্ষশীলা রাজ! আপনিই এখন ভারত সম্রাটের

সেনাপতি। যদি রাজভক্তিই আপনার প্রকৃতি হয়, তাহ'লে রাজাদেশ লঙ্ঘন করবেন না। রাজ সভায় ফিরে যাওয়া না পর্য্যন্ত আপনি একে নিজায়ত্তে রক্ষা করুন।

কণিষ্ক। দোহাই রাজা!—

অশোক। প্রতিবাদ করবেন না রাজা! আমার একপুত্র চক্ষুহীন, অপর পুত্র নিরুদ্দেশ। কুনালের লাঞ্ছনার জন্য মগধ যদি অপরাধী হয় ত মগধে আগুন জ্বালাবো, আর মহেন্দ্রের বিপদে যদি সমস্ত ভারত অপরাধী হয় ত সমস্ত ভারতে অগ্নি প্রজ্বলিত করবো। যান, প্রতীবাদ করবেন না। আর তোমরা সেই নরঘাতক ব্রাহ্মণকে বন্দী ক'রে নিয়ে এস।

চিত্রা। মহারাজ! আমাকেও হত্যা করতে আদেশ দাও।

অশোক। আপনাকে হত্যা করবার আমার প্রয়োজন নেই।

চিত্রা। দোহাই রাজা, নইলে পুত্রের প্রাণ রক্ষা কর।

অশোক। তক্ষশীলারাজ! বিলম্ব করবেন না।

(চিত্রা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

চিত্রা। হুঁ! সব গেল! বসন্তোৎসবে সেজে গুজে রাণী হ'তে গেলুম, দোলা ছিঁড়ে পড়ে এক দণ্ডে ভিখারিণী হলুম। আমার তাসের ঘর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এখন যেন দেখছি যেন কি দেখছি— এই বিশাল ধরণী কি এত ছোট! আমার এই ক্ষুদ্র দেহটা রাখবারও তাতে স্থান নেই! অল্প অল্প যেন দেখতে পাচ্ছি—গুরু গুরু! বালকবেশে এই পাপিনীকে তুমি দৃষ্টি দিতে এসেছিলে। তখন তোমাকে দেখতে পাইনি। এখন দেখছি, অল্প অল্প দেখছি—নিজের চক্ষু দান দিয়ে তুমি এ অভাগিনীকে চক্ষু দিতে এসেছিলে তা বুঝতে পারিনি! গুরু গুরু! কোথায় তুমি? দেখতে গিয়ে যে অন্ধ হই, কোথায় তুমি।

(মহেন্দ্রের প্রবেশ)

মহেন্দ্র। কেন মা! তুমি বিলাপ করছ?

চিত্রা। য়্যাঁ য়্যাঁ—কে আপনি?

মহেন্দ্র। আমি কুনালের ভাই মহেন্দ্র। বুঝতে পেরেছি তুমি ভূতপূর্ব্ব ভারত সাম্রাজ্ঞী। এখন পথে পড়েছ তাই ভীত হয়েছ। ভয় কি মা! দুঃখ কি মা! ভয়ও তুমি অভয়ও তুমি—সুখও তুমি দুঃখও তুমি। আবার যদি মনে কর, তুমি যে কিছুই নও মা। চলে এস, তোমাকে এক অপূর্ব্ব আশ্রয়ে নিয়ে যাই।

চিত্রা। পাপিনী আমি আশ্রয় পাব?

মহেন্দ্র। চাইছ, তুমি পাবে না, এও কি হয়! চলে এসো।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর।

শার্ঙ্গধর।

শার্ঙ্গ। গুরুদেবের কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হয়েছে—মগধ সিংহাসনের চারি পার্শ্বে নরদেহ কঙ্কালে দুর্গপ্রাচীর রচিত হয়েছে। রক্ত বর্ণে ধরণীর অগণ্য শ্যাম প্রান্তর কলঙ্কিত। ভাব-বন্যা বিপথগামিনী—করুণাময়! উন্মত্তজীবের পদ ভরে ধরণী অস্থির হয়েছে, তাকে রক্ষা কর।

(নেপথ্যে কোলাহল। ধুন্ধুর প্রবেশ)

ধুন্ধু। গেল—গেল—চোক গেল—চোক গেল।

শার্ঙ্গ। কি হয়েছে—কি হয়েছে—কাতর ভাবে কোথায় ছুটে যাচ্ছ।

ধুন্ধু। এই যে—বাবা! রক্ষা কর রক্ষা কর। নইলে গেলুম—চোক গেল—চোক গেল।

শার্ঙ্গ। তোমার চক্ষে কি ব্যাধি হয়েছে।

ধুন্ধু। হয়নি—এখনও হয়নি—কিন্তু হ'ল হ'ল হয়েছে—গেল, চোক গেল—চোক গেল—

শার্ঙ্গ। চক্ষু ভয়ে বৃথা ভীত হচ্ছ কেন?

ধুন্ধু। বৃথা নয় বাবা! ঠিক হচ্ছি—ওরা চোক ওপড়াতে আসছে। গেল, চোক গেল।

শার্ঙ্গ। কি অপরাধে তারা তোমার চক্ষুরুৎপাটন করবে?

ধুন্ধু। অপরাধ—বলবো বলবো? না ভয়—বড় ভয়।

শার্ঙ্গ। নির্ভয়ে বল—সত্য বল। নিজের পাপ গোপন রেখোনা—আমি তোমার চক্ষু রক্ষার ভার নিচ্ছি।

ধুন্ধু। আমি না, না—ভয়—ভয়—না, না তুমি ঠিক যেন দয়াময়। তবু ভয় ভয়।

শার্ঙ্গ। তাই চোক চাইলেই যদি ভয় পাও ত একটু চক্ষু পলক মুদ্রিতই কর না কেন?

ধুন্ধু। মুদ্রিত করব ওঃ কি সুন্দর! পদ্মপলাশ! পদ্মপলাশ উপড়ে ফেলেছি—ফেলেছি? না—ওই যে ওই যে—আহা! মাটীতে পড়তে না পড়তে কে তাকে কুড়িয়ে নিলে, তাতে নিজের চোখের জ্যোতি মিশিয়ে দিলে! কুনাল! কুনাল! তুমি দেখতে পেলে, কিন্তু আমার চোক যায়। উপড়ে নিলে—গেল গেল।

শার্ঙ্গ। কেউ উপড়ে নিতে পারবে না—তুমি আমার কাছে এস।

ধুন্ধু। য়্যাঁ পারবেনা!—তুমি—কে তুমি?

শার্ঙ্গ। আমায় ভিক্ষু দেখে ভীত হয়ো না। শীঘ্র আমার কাছে এস।

ধুন্ধু। রাজা আমায় রাখতে পারলে না—রাণী আমায় রাখতে পারলে না—কে তুমি!

নেপথ্যে। ওরে—ওরে—ওই বিটলে বামুন—ধর্—ধর্!

ধুন্ধু। গেল—গেল—ওরে বাবারে—চোক গেল।

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

সকলে। ধর্—ধর্—ধর্—

শার্ঙ্গ। স্থিরোভব।

সকলে। তাইত—তাইত—একি।

১মপ্র। তাইতরে—একি! এ যেন—এ যেন—খোঁটায় আটকে গেলুম!

শার্ঙ্গ। তোরা আর আসিস্‌নি—ফিরে যা।

১ম। কেমন করে ফিরে যাব—রাজা যে একে বন্দীকরে নিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন।

শার্ঙ্গ। আমি একে আশ্রয় দিয়েছি।

১মপ্র। তুইত একটা ভিক্ষুক—মগধরাজ যাকে বন্দী করতে আদেশ দিয়েছে, তুই তাকে আশ্রয় দিবি কিরে!

সকলে। আরে মর্ বেটা—পাগলরে!

শার্ঙ্গ। বন্দী করতে হয়, তোদের রাজাকে আসতে বল্—সে নিজে এসে বন্দী করুক।

সকলে। ক্ষেপেছে—ক্ষেপেছে—মরবার পালক উঠেছে।

শার্ঙ্গ। আমি বিশ্বরাজ্যেশ্বরের প্রজা—আমি ক্ষুদ্র মগধের রাজাকে গ্রাহ্য করি না।

সকলে। তবেরে বিটলে ভিখিরী!—

শার্ঙ্গ। দূরমপসর—

সকলে। ওরে বাবা—একিরে—ঠেলে কেরে—টানে কেরে—

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

(মহেন্দ্র ও চিত্রার প্রবেশ)

মহেন্দ্র। গুরুদেব! মগধের রাণী পুত্রের মৃত্যুভয়ে আপনার শরণাপন্ন।

শার্ঙ্গ। এসমা! কাছে এস। ভীত হচ্ছ কেন মা! মৃত্যু আসবার সময় আসে, তখন তাকে ভয় কেন মা! পুত্রের মৃত্যুভয়ে তুমি ত নিজেই

মৃত্যু কামনা করছ। মনে করছ মৃত্যু তোমার বন্ধু। তবে তাকে পুত্রের অরি মনে কর কেন?—পুত্রের অকাল মৃত্যুই যদি নিয়তি হয়, তাহ'লে জননী! কাছে থেকে তার দংশনজ্বালার লাঘব করবে এস।

চিত্রা। তাইত—মৃত্যু বন্ধু—তাইত ঠাকুর! মরণের ভীষণমুখ তোমার কৃপায় একি মনোহর শোভা ধারণ করলে!

(বিনায়ক ও অনীতার প্রবেশ)

বিনা। তাব'লে আমাদের ফেলে যাবে? তাহ'লে বল এইখান থেকেই মৃত্যুর সে মনোহর মুখখানা তোমাকে দেখিয়ে দিই! রাণী! অন্ধকারে পথ হাতড়াবার মজা দেখ, হাবড়ে পড়তে খড়া বেয়ে পাহাড়ে উঠেছি। আলো, আলো—উদীয়মান সূর্য্যের রশ্মি দিক আলোকিত করেছে, আর আমাদের পায় কে?

অনীতা। দয়াময়! আমার স্বামীকে রক্ষা করুন।

শার্ঙ্গ। তোমার স্বামী আপনাকেই রক্ষা করবেন এখন—তাঁকে তুলতে অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হবে না। চল, তাঁকে দেখে আসি।

চতুর্থ দৃশ্য।

সভাগৃহ।

অশোক, রাধাগুপ্ত ও সভাসদগণ।

অশোক। রাধাগুপ্ত! আপনি শ্রেষ্ঠ নীতিবিশারদ চানক্যের শিষ্য। মগধেশ্বরের মন্ত্রিত্ব ক'রে আপনিও শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞতা লাভ করেছেন। কি করে শাসনমর্য্যাদা রক্ষা করি, আপনি তার উপদেশ দান করুন।

রাধা। আপনার পিতা সিংহাসনের মর্য্যাদা রাখতে পারেননি বলে সিংহাসন চ্যুত হয়েছেন। আপনিও যদি না পারেন, তাহ'লে সিংহাসনে আরোহণ করবেন না।

অশোক। আপনি কি মনে করেন আমি মর্য্যাদা রাখতে পারবো না।

রাধা। তা এখন কি ক'রে বলবো মহারাজ! আপনি দস্যুতায় রাজ্যগ্রহণ করেছেন, এখনও রাজাহ'তে পারেন নি।

অশোক। তবে আমি কি?

রাধা। আমার জ্ঞানে দস্যু। ভূতপূর্ব্ব ভারতেশ্বরের মন্ত্রী এখনও দস্যু সহচর। মহারাজ! বাল্যকাল থেকেই আমি রাজনীতির চর্চ্চা করে আসছি। নীতিরক্ষাই আমার ধর্ম্ম - আমি আর কোন ধর্ম্ম জানিনা। রাজার নীতি রক্ষা করতে পারেন, তবেই আপনি রাজা।

১ম সভা। মহারাজ! সমস্ত সামন্তের মুখপাত্র স্বরূপ বলছি, আপনি রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজাপালন করুন। সমস্ত ধরণী মহারাজ অশোকের নামে গৌরবান্বিত হ'ক।

অশোক। তাহ'লে আপনারা বলুন, কঠোর অপরাধী পিতার প্রতি আমি কিরূপ ব্যবহার করবো।

১ম সভা। মহারাজ! যতই তিনি অপরাধ করুন না কেন, তথাপি তিনি আপনার গুরু।

অশোক। সচিব প্রধান! আপনার মত কি?

রাধা। যদি সংসারী হ'তে চান ত সংসারী হ'ন। যদি রাজা হতে চান ত রাজা হ'ন। আপনি যখন সংসারী তখন পিতা আপনার গুরু, তার বিচারে আপনার অধিকার নাই। আর আপনি যখন রাজা, তখন এ রাজ্যের যে যেখানে আছে, সকলেই আপনার প্রজা। তার একজন, অপরের নামে বিচার প্রার্থী হ'লে, আপনি বিচার করতে বাধ্য।

(কুনালের প্রবেশ)

অশোক। কুনাল!

কুনাল। কেন পিতা?

অশোক। পিতা বলে সম্বোধন ক'রে আমাকে লজ্জিত করোনা।

আমি পিতার যোগ্য কার্য্য করিনি। তাহ'লে সর্ব্বাগ্রে তোমারে রক্ষা আমার কর্ত্তব্য ছিল। আমি এখন মগধের রাজা। বল কুনাল, রাজার কাছে কি তুমি বিচার প্রার্থনা কর?

কুনাল। বিচার কি করতে পারবেন রাজা?

অশোক। পারি না পারি পরীক্ষা কর। রাধাগুপ্ত! নগরে ঘোষণা করুন। কল্য প্রভাতে মগধেশ্বরের সম্মুখে অশোকের পিতা বৃদ্ধ বিন্দুসারের বিচার হবে।

রাধা। যথা আজ্ঞা।

[কুনাল ও অশোক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কুনাল। বুঝে আদেশ দিলেন না কেন মহারাজ?

অশোক। ভীত হয়োনা বালক! পৃথিবীতে এমন শক্তিমান কেউ নেই, যে আমাকে বাধা দিয়ে নিরস্ত করে।

কুনাল। আপনি কি এতই শক্তিমান?

অশোক। আমার তুল্য আর কোন পরাক্রান্ত রাজা ভারতের সিংহাসনে উপবেশন করেনি।

কুনাল। আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না রাজা!

অশোক। গ্রহের বশে তুমি অন্ধ হয়েছ, তাই বাপ্ তুমি দেখতে পাচ্ছ না।

কুনাল। কিন্তু এই অবস্থাতেই মহারাজ! আমি এমন এক পরাক্রান্ত রাজাকে দেখছি, যিনি আপনা হ'তে কত অধিক শক্তিমান।

অশোক। কোথায় তাকে দেখছ?

কুনাল। কোথায় তাকে দেখছি! তাইত কোথায় তাকে না দেখছি! সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে অধে ঊর্দ্ধে - উঃ! মহারাজ! আপনাকেও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সে রাজার তুলনায় আপনি কত ক্ষুদ্র!

অশোক। চক্ষু হারিয়ে তোমার মস্তিষ্কবিকার হয়েছে।

কুনাল। না মহারাজ, আমি ঠীক আছি। কিন্তু আপনাকে—সেই ক্ষুদ্র আপনাকে কিছু বিচঞ্চল দেখছি। সেই শক্তিধর রাজা স্থির, কিন্তু আপনি চঞ্চল। মহারাজ! আপনার উপরে অনেক শক্তিধর। আপনি সে সবার চেয়ে ক্ষুদ্র—পিতা বলে আপনাকে তাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। কেন প্রতিজ্ঞা করলেন রাজা! আপনি রক্ষাকরতে পারবেন না।

অশোক। কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।

কুনাল। কাল, অত বিলম্ব ত সইবে না রাজা! আমি দেখতে পাচ্ছি, এক শক্তিধর বাধা দিতে আসছে। আপনার তাসের সাম্রাজ্যে ফুৎকার দিচ্ছে---বাধা—বাধা মহারাজ! বিষম বাধা—

অশোক। কে আছ? এ অন্ধ উন্মত্তকে এখনি এস্থান থেকে নিয়ে যাও। [কুনালের প্রস্থান।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্র। মহারাজ! সেই বামুনকে ধরেছিলুম, কিন্তু মাঝে একজন বাধা দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। আমাদের সমস্ত লোককে দূর করে দিয়েছে।

অশোক। কে সে—কোন উন্মাদ আমার কাছে যে অপরাধী তাকে, আশ্রয় দিলে।

প্র। কে ত বুঝতে পারলুম না মহারাজ! বলে আমি বিশ্বেশ্বরের প্রজা, তোদের ক্ষুদ্র মগধেশ্বরকে আমি চিনিনা। যদি ব্রাহ্মণকে গ্রেপ্তার করতে চায় ত সে নিজে এসে গ্রেপ্তার করুক।

(কণিষ্কের প্রবেশ।)

অশোক। দেখত রাজা! কে হতভাগ্য -কার মৃত্যু সন্নিকট—ধুন্ধু-মারকে সে আশ্রয় দিয়েছে—তাকে হাতে পায়ে বেঁধে আমার কাছে নিয়ে

এস। যা রাজার সঙ্গে যা—যদি না তাকে দেখাতে পারিস্, তাহ'লে বুঝবো তুই মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক—তোকে আমি শূলে দেবো।

কণিষ্ক। তাকে গ্রেপ্তার ক'রে আনেছি রাজা!

(শার্ঙ্গধর ও ধুন্ধুর প্রবেশ।)

শার্ঙ্গ। দরিদ্র প্রহরীকে তিরস্কার করছ কেন মহারাজ! আমি আপনিই এসেছি।

অশোক। তাইত কে তুই?

শার্ঙ্গ। দেখতেই ত পাচ্ছ ভিক্ষু।

অশোক। একে তুই আমার আদেশের বিরুদ্ধে আশ্রয় দিয়েছিস্?

শার্ঙ্গ। বিশ্বেশ্বর আশ্রয় দিয়েছেন মহারাজ।

অশোক। তাহ'লে তুমিই আমাকে ক্ষুদ্র মগধেশ্বর বলেছ?

শার্ঙ্গ। আমার রাজার তুলনায় তোমাকে ক্ষুদ্র দেখছি, তাই বলেছি।

অশোক। বটে! বেশ, দেখি তোমার বিশ্বেশ্বর কত বড় শক্তিধর। রাজা! আমার আদেশ পালন করতে পারবে?

কণিষ্ক। কেন লারবোরে! তুই রাজা যা হুকুম করবি, তা আমি তামিল করতে কেন লারবোরে!

অশোক। তাহ'লে এই হতভাগ্যকে এখনি অগ্নিতে নিক্ষেপ ক'রে হত্যা কর।

ধুন্ধু। দোহাই রাজা, আমার চোক নাও, আমার প্রাণ নাও।

অশোক। বিলম্ব কর'না রাজা। অগ্নিতে নিক্ষেপ ক'রে এখনি আমাকে সংবাদ দাও।

(অনীতা ও বিনায়কের প্রবেশ।)

অনীতা। দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

বিনা। কিছুনা—কিছুনা। ভেজে ফেল রাজা ভেজে ফেল—ওর

বিশ্বেশ্বরকে শুদ্ধ ভেঙে ফেল। এত বড় আস্পর্দ্ধা আমাদের রাজা কত বড় রাজা—কোথাকার অচেনা অজানা পুঁটে বিশ্বেশ্বর। ভেঙে ফেল রাজা ভেঙে ফেল।

কণিষ্ক। ভয় কিরে বেটী বিশ্বেশ্বর দেখবি ভয় কি—চল্ ঠাকুর চল্।

[কণিষ্ক ও শার্ঙ্গধরের প্রস্থান।

অনীতা। দোহাই মহারাজ!

অশোক। ব্রাহ্মণ! রাণীকে এস্থান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

[বিনায়ক ও অনীতার প্রস্থান।

ধুন্ধু। আমার প্রতি কি আদেশ মহারাজ!

অশোক। তোমার শাস্তি ওই হতভাগ্য গ্রহণ করেছে, তোমায় ক্ষমা করলুম। (চিত্রার প্রবেশ) তুমি আবার কি মনে করে রাণী? পুত্রের জীবন ভিক্ষা করতে এসেছো?

চিত্রা। না মহারাজ! পুত্রের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখবার সাধ হয়েছে, তাই দেখতে এসেছি।

(বীতশোকের প্রবেশ।)

বীত। দাদা! দাদা! মেরে ফেল। জ্বালা জ্বালা—বিষম জ্বালা। মাথায় মৃত্যু নিয়ে সিংহাসনে বসতে গেলুম—জ্বলে মলুম—জ্বলে মলুম। ও বাবা! মৃত্যু মাথায় ক'রে সিংহাসন—জ্বালা জ্বালা—এত জ্বালা যে তোমাকে রাজা বলতে ভয় পাচ্ছি। যদি মাথা থেকে মৃত্যু নামাতে না পার ত সিংহাসনে বসনা। জ্বালা জ্বালা। মেরে ফেল—একেবারে মেরে ফেল—দগ্ধে মেরোনা।

অশোক। ভাইত! একি! কোথা থেকে অদৃশ্যশক্তি আমার কঠোর হৃদয়ে ঘা মারছে! আমার এত চেষ্টাতেও যে আমি তাকে স্থির রাখতে পারছি না।

বীত। মেরে ফেল—দাদা মেরে ফেল। রাজা বলতে পারছিনা, মান রাখতে পারছিনা, আমাকে মেরে ফেল।

ধুন্ধু। রাজা—আমাকেও মেরে ফেল। আমি তোমার দয়া চাইনা আমাকেও মেরে ফেল।

অশোক। মা! আপনার সন্তানকে নিয়ে যান। আর কেউ তার কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না।

(কুনালের প্রবেশ।)

কুনাল। পিতা পিতা! কোথায় আপনার প্রতিজ্ঞা গেল—কোন শক্তিধর আপনাকে নিবৃত্ত করলে?

ধুন্ধু। ভাই কুনাল! আমিতো নরাধম তোমার সম্মুখে—তোমার পিতা সাহস করছেনা। তাকে বলে দাও, আমার চোক তুলে নিক।

কুনাল। বন্ধু! আমায় চক্ষু দিয়ে এতদিন কোথায় লুকিয়েছিলে!

(মহেন্দ্রের প্রবেশ।)

অশোক। এ কে, মহেন্দ্র মহেন্দ্র!

মহেন্দ্র। হাঁ মহারাজ—আপনার সন্তান।

অশোক। এ তোমার কি বেশ মহেন্দ্র?

মহেন্দ্র। পিতাও যে অভাগ্যকে আশ্রয় দেয়নি—তার আর অন্য বেশ কি হ'তে পারে মহারাজ! আমার আশ্রয় দাতার এই বেশ—তার চেয়ে মূল্যবান পরিচ্ছদ আর কোথায় পাব।

অশোক। কোথায় তোমার আশ্রয়দাতা?

মহেন্দ্র। এই যে এই মাত্র তাকে পুরস্কার দিলেন মহারাজ!

অশোক। য়্যাঁ! ওই ভিক্ষু—কি করলুম কি করলুম!

কুনাল। এস করুণা ধারায় ধারায় এস, সমস্ত জগৎকে প্লাবিত কর।

পঞ্চম দৃশ্য।

বধ্যভূমি।

শার্ঙ্গধর ও চণ্ডাল।

চণ্ডাল। ওরে বামুন! আর কেন আগুন তইরি হয়েছে ঝাঁপ দে।

শার্ঙ্গ। এই যে দেব বলেইত দাঁড়িয়ে আছি ভাই!

চণ্ডাল। আর দাঁড়ালে চলবে না—এখনি ঝাঁপ দে। আর নিজে যদি না পারিস্ বল্ তোকে ঠেলে ফেলেদি।

শার্ঙ্গ। কিছু করতে হবেনা ভাই, আমি আপনি দিচ্ছি।

জলে দেশ অধর্ম্ম অনলে। যতদূর
দৃষ্টি চলে, শুধু যেন তপ্ত বালুকায়
বিষম তোমার লীলা—মরীচীকা ভ্রমে
সংসারে আবদ্ধ জীব পড়িতেছে
উন্মাদের প্রায়—তব লোল রসনায়
আলেহনে মু'হূর্ত্তে মিলায় পঞ্চভূতে।
দাঁড়াইয়া আছে চারিধারে, কতজীব
কাতারে কাতারে, মুক্তচক্ষে দেখিতেছে
সে দৃশ্য ভীষণ—কিন্তু কি অপূর্ব্ব মায়া!
দেখিতে দেখিতে ভুলে যায়, দেখে দেখে
দীনমুগ্ধ আপনা হারায়, স্বপ্নভারে
বহ্নি শিরে দেখে চারু নন্দনের শোভা।
ছোটে, পড়ে, তবমুখে জয় ভস্মরাশি।
নিবার প্রচণ্ড ক্ষুধা, তৃপ্ত হও তীব্র
হুতাশন! আজীবন গুরুপদ-রজ
আস্বাদনে, পরিপুষ্ট করেছি যে কায়,
অঞ্জলি দিলাম আমি তোমার শিখায়।

নমি আমি অধর্ম্ম তোমারে, দ্বেষ হিংসা
নির্দ্দয়তা, যে যেখানে আছে পরিজন,
সঙ্গে লও, নির্ব্বাপিত অনলের সনে
আঁধারে চলিয়া যাও আর যেন ধরা
নিষ্পীড়িত নাহি হয় তোমার শাসনে।
হে জীব আশ্বস্ত হও—জাগো ধর্ম্ম, জাগো
প্রাণ, আমারে লইয়া বলি, উঠ জেগে
হে দেবতা করুণার ডালি লয়ে করে।
ভারে ভারে ঝরুক করুণা ধরাপরে।

[অগ্নিতে ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ]

(পশ্চাৎ হইতে কুনালের প্রবেশ)

কুনাল। কে তুমি কহিলে কথা, কে তুমি হে কোথা ?

শার্ঙ্গ। কে তুমি কি তুমি ভাই—অন্ধ দুনয়ন—
তথাপি এ নয়ন গহ্বরে, স্থির সূক্ষ্ম
কি যে জ্যোতি ঝরে, দেখে যে আকুল প্রাণ !
কে তুমি কি তুমি ভাই !—দেখিতে বালক—
কিন্তু যেন জ্ঞানভাবে বিশ্বম্ভর সম !
কোথা হ'তে এলে শিশু, কেবা তব পিতা
কে হরিল কমল নয়ন ? মরণের
লীলা ভূমি হেথা তুমি এলে কিকারণ ?

কুনাল। কোথা হ'তে কার কথা পশিল শ্রবণে
কর্ণসনে প্রস্ফুটিত আঁখি—একি দেখি—
প্রচণ্ড পাবক মুখে পড়িতে আহুতি
একি তুমি দাঁড়াইয়া মূর্ত্তি মনোহর !
স্বচ্ছ গৃহমাঝে তুমি কে অপূর্ব্ব গৃহী !

ক্ষান্ত হও হে দেবতা! আহুতি হইতে
এ অনলে তুমি যোগ্য নও। দয়াকর
প্রভু! কর দেহ বিনিময়। সুবিশাল
এসংসার করুণাভিখারী চেয়ে আছে
তবমুখপানে—কর দয়া জ্যোতিষ্মান
চক্ষু দিলে. ভিক্ষা দেহ দান। (পদধারণ)

[illegible]। মধুময়
একি স্পর্শ, গুরুস্পর্শ সম। ওঠ, ওঠ
গুরুভাই! আর কেন চিনেছি তোমারে—
ক্ষম ভাই। রাজদণ্ডে দণ্ডিত যে আমি—
বিনিময়ে নাহি অধিকার - দেহ যাবে,
দেহীত যাবেনা - অফুরন্ত প্রাণ, আছে
সুক্ষ্মসূত্রে জন্মে জন্মে কর্ম্মসনে বাঁধা।
সূত্র যাবে পুড়ে, কর্ম্মযাবে ছিঁড়ে, ভাই
কর্ম্মক্ষয়ে দিয়োনাকো বাধা। ছেড়ে দাও।

(অশোক ও বিনায়কের প্রবেশ)

অশোক। কই, কোথাহে ব্রাহ্মণ! এদৃশ্য জগতে
কোথা কেবা আমা হ'তে আছে শক্তিমান?
যদ্যপি দেখাতে পার, সর্ব্ব রাজ্য পায়ে
তার দিয়ে দি অঞ্জলি, যদ্যপি দেখাতে
পার, নির্ম্মমতা কঠোরতা ভুলি। শুধু
যা দেখি নয়নে, যা শুনি শ্রবণে, যাহা
পরশে করিছে অনুভুতি, মাত্র তাই
ধরার সম্বল, ততোধিক অন্যকিছু
নাই। চলে এস হে ভিক্ষুক, ক্ষমা আমি

করিনু তোমারে। কিন্তু সাবধান, আর
কভু, মিথ্যা প্রচারে, মুগ্ধ না করিও কারে।

শার্ঙ্গ। আছে রাজা! মুক্ত চক্ষু—অন্ধ তবু
তুমি।

অশোক। কিছু নাই—দেবতা ঈশ্বর মিথ্যা
যদি থাকে শক্তিহীন তারা।

শার্ঙ্গ। মিথ্যা নয়
আছে মহারাজ!

অশোক। ভাল, যদি থাকে, তারা
প্রজ্বলিত বহ্নিমুখে রাখুক তোমারে।

শার্ঙ্গ। দেবতার কাছে তুচ্ছদেহ ভিক্ষা কেন
লব।

অশোক। দেহ রক্ষাতরে, মুষ্টিভিক্ষা আশে
তুমি ফের দ্বারে দ্বারে—বিটল ব্রাহ্মণ!
দেহ তুচ্ছব'লে আমারে ভুলাতে চাও?
হতভাগ্যে বহ্নিমুখে এখনি ফেলিয়া
দাও।

কুনাল। ভ্রান্ত তুমি মহারাজ! যোগি-শক্তি
সেহেতু জাননা। ধর্ম্মরাজ্যে অতিদীন
যেবা, সেও সম্রাট হইতে শক্তিমান।
সে রাজ্যের অধম ভিখারী, তুচ্ছ করে
আপনার বিপুল সম্পদ।

অশোক। বটে মূর্খ!
বটে নরাধম—তোমারি কারণে আমি
জ্বালায়েছি মগধে অনল, তুমি কর

মোর অপমান। ভিক্ষুরে রাখিয়া, আগে
এ পাপিষ্ঠ পুত্রে ফেল প্রদীপ্ত অনলে।

কুনাল। কাওকেও ফেলতে হবে না, আমি নিজেই পড়্ছি রাজা।
জীবন প্রবাহ বিশ্বে দেব বৈশ্বানর!
শত মুখে দীপ্ত হও, আমারে আহুতি
লও —দেব! ধরণীর করহ কল্যাণ,
সম্রাটের অজ্ঞানতা কর ভস্মরাশি।

(অগ্নিতে পতন)

বিনা। তাইত! একি হ'ল! কি করলে সন্ন্যাসী! ক্ষুদ্র নিরপরাধ বালকের মৃত্যু দেখতে দাঁড়িয়ে রইলে! হা মতিহীন রাজা! এই নরকের দৃশ্য দেখব বলে কি আমি তোমাকে প্রথম ভিক্ষা দিয়েছিলুম, তোমার রাজ্য কামনা করেছিলুম। ভিক্ষু ভিক্ষু! দোহাই ব্রাহ্মণের, আমার জন্য নয়, অগ্নি-গত ঐ বালকের জন্য নয় -মতিহীন পিশাচ প্রকৃতি এই রাজার জন্য নয়, জীবের জন্য এই গর্ব্বান্ধ রাজার চক্ষু প্রস্ফুটিত কর।

শার্ঙ্গ। শক্তিহীন দাঁড়িয়ে আছি, নিশ্চল হয়ে বালকের দেহকে ভস্মরাশিতে পরিণত হতে দেখছি। একটু মাত্র দ্রব্যের অভাবে -থাকে, ত শীঘ্র দাও-- নইলে গেল গেল—আর রক্ষা হয় না—ক্ষুদ্র দেহ অনলমুখে মিলিয়ে গেল—মিলিয়ে গেল—একটী দ্রব্য দাও, থাকে শীঘ্র দাও।

বিনা। কি বল---শীঘ্র বল--

শার্ঙ্গ। করুণা--করুণা—আমি ভ্রাতৃশোকে আত্মবিস্মৃত হয়েছি কাতর শোকার্ত্ত—করুণা ভুলে গেছি—

বিনা। করুণা! কোথায় পাব করুণা?

শার্ঙ্গ। করুণা—যে করুণায় জগত্ প্রসূত হয়, তরল আকাশ কঠিন মৃত্তিকা হয়, সেই করুণা।

বিনা কোথায় কে আছ করুণাময়! একবার এস, একবার এসে

বালককে রক্ষা কর, সাধুকে রক্ষা কর, রাজাকে রক্ষা কর, দেশকে রক্ষা কর।

শার্ঙ্গ। এইযে এইযে— আকুল হয়ে প্রবল প্রবাহে করুণা ছুটে আসছে। ব্রাহ্মণ আর ভয় নাই। এস কল্যাণময়! জীব-রক্ষা কর সমাধান। ভাই কুনাল! গন্তব্য পথ হ'তে নিবৃত্ত হও—হুতাশন শিখা সঙ্কুচিত কর। আকাশ সলিলপ্রবাহে স্পন্দিত হও।

অশোক। (হাস্য) খুব ডাক ব্রাহ্মণ খুব ডাক—তোমার উচ্চ চীৎকার বধ্যভূমির প্রাচীরে ব্যাহত হয়ে, শুধু তোমারই কাছে ফিরে আসবে, আর কেউ শুনতে পাবে না। আর শুনতে পেলেই বা লাভ কি?

এমতি ফিরাতে যেবা পারেহে ব্রাহ্মণ!
তাহার সেবক হুতাশন। যদি দ্বিজ!
অনলের তীব্র গ্রাস হ'তে, প্রাণময়
পুত্রে মোর ফিরাতে সে পারে, আমি নতি
করি তারে। কিন্তু বিপ্র! কোথায় সে জন?
উচ্চ কণ্ঠে দেবতা সম্বোধি, উচ্চস্বরে
সম্বোধি ঈশ্বরে, পদভরে নিপীড়িয়া
বক্ষ ধরণীর, বলিতেছি কেহ নাই।
দেবতা ঈশ্বর নাই, অথবা যদ্যপি
তারা থাকে, তারা শক্তিহীন—এই ক্ষুদ্র
নরের অধীন।

(কৃপানন্দের প্রবেশ)

কৃপা। সত্য কথা বলিয়াছ
মগধ ঈশ্বর! সত্য—মানব যে কত
শক্তিধর—জীব কি ঈশ্বর, সৃষ্ট সে কি,
কিম্বা স্রষ্টা সুমহান, নরভিন্ন অক্তে

কেহ জানে না সন্ধান। প্রকৃতি সেবক
তার, নিত্য হাতে ধ'রে আছে উপহার
ভার। রবিশশী গ্রহতারা, নিত্যসেবে
কিরণমালায়। হে মগধ রাজ! বল
দেখি, সে কি নর, অথবা ঈশ্বর—যার
আদেশে সাগর শুষ্ক হয়, গিরিবর
সলিলে বিলয়, হুতাশন শিখাছলে
ঢালে সুধাধারা—সত্য বল, বুঝে বল
সে কি নর অথবা ঈশ্বর!

এস প্রভু।
শীঘ্র এসো—দাও দৃষ্টি মগধ ঈশ্বরে—
অসংখ্য অসংখ্য নরে উৎপীড়ন ভয়ে
চেয়ে আছে তোমার করুণা পানে।

অশোক। একি!
দরশনে সর্ব্ব অঙ্গে পুলক আমার!
ভারেভার, যেন কোন দূরাতীত কালে
কোন গুপ্ত জীবন ভাণ্ডারে, রাশি রাশি
সঞ্চয়িত স্মৃতি—ভারেভার আবরিল
মানস আমার! কি জাগে কে জাগে মনে?
ঘনে ঘনে অশ্রুস্বেদ পুলক কম্পনে
সর্ব্ব অঙ্গে একি লীলা শক্তি অপহারী!
কে আপনি মহাভাগ?

সেকি বৎস! এই
ক্ষুদ্র মগধের মোহে এত কি অজ্ঞান—
চিরপরিচিত মোরে না পার চিনিতে!

দিনু আমি আদেশ তোমারে, নিমীলিত
নেত্রে কর ধ্যান। মোহমুগ্ধ! শীঘ্র কর
আমার সন্ধান—হে পৃথ্বী শীতলা হও,
হে অগ্নি সমুদ্রে যাও, আমার আত্মীয়
গণে দাও ফিরাইয়া।
(অগ্নি হইতে কুনালের উত্থান)

কুনাল। পিতা পিতা
কর নিরীক্ষণ।

বিনা। মহারাজ! চোখ মেলে
চাও।

শার্জ। ভাই কোল দাও। দেখ দেখ চেয়ে,
গুরু অধিষ্ঠানে, গুরুকৃপাদৃষ্টি দানে
ছিন্ন ভিন্ন মায়ার আগার! মায়াবহ্নি
শিখা লুকাইয়া সাগরে ডুবিয়া গেল।

অশোক। শতরবি শতশশী জাগে! দেখ দেখ,
কার অনুরাগে, সমগ্র আকাশ ভরা
অগণ্য অগণ্য তারা কোটী জীবনের
গাথা মুক্তকণ্ঠে করিতেছে গান। একি!
কে তুমি কল্যাণময়, কে তুমি মহান?
অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডে দেখি তোমার ভিতরে!
তুলনায় তার, কণাহ'তে অতি ক্ষুদ্র
কণার আকার! কোথায় ফেলেছ মোরে
তুলেনাও, তুলেনাও—এ ক্ষুদ্র মগধে
আবদ্ধ হইয়া, গতিরুদ্ধ, শ্বাসবদ্ধ—
মরি প্রভু রক্ষাকর মোরে।

ক্লপা। কর্ম্মবদ্ধ

আছ বাপ্‌, কর্ম্ম কর ক্ষয়—জন্মে জন্মে
সেবাব্রত ক'রে আলম্বন,—দৃঢ় সূত্রে
আমারে হে ক'রেছ বন্ধন। যেথা যাও,
বদ্ধহয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসি। চেয়ে দেখ
অন্ধ জীব কত তব দ্বারে—নিত্য তারা
পীড়িছে আমারে—অন্ধত্বের কি যাতনা
বুঝাবার তরে, মগধের রাজগৃহে,
অন্ধ ক'রে বৎস তোরে ছিনু নিক্ষেপিয়া।
উঠ বাপ্‌! দয়াময় বুদ্ধ ভগবান
করিতে জীবের পরিত্রাণ, আঁখি হ'তে
ঢেলেছিলা সে সুধা তটিনী- মানবের
কর্ম্মবশে বুঝি তাহা হয় স্রোতহীন।
এই লও, আশীষ আমার, এই লও
শক্তি ভারে ভার। উঠ –জাগো—বরলাভে
প্রবুদ্ধ হইয়া, গুরুদেব গৌতমের
প্রেম বিলাইয়া, তবরাজ্য ধর্ম্মরাজ্যে
কর পরিণত।

পটপরিবর্ত্তন।

দেববালাগণের গীত।

হারানিধি ফিরে এলো ঘরে
নূতন রঙ্গে মলয় অঙ্গে চলে নূতন পথধরে।
উপরে আপন হারা
চাঁদের চোখে ঝরছে ধারা
ঠিকরে যেন পড়ছে তারা শতশত ধারে॥
আঁচল ভ'রে রাখলো ধ'রে, ছড়িয়ে দেব ঘরে ঘরে;
থাকবেনা আর বিষাদ কথা গীতির ভিতরে।

যবনিকা পতন।